# BEHALA-DARPAN

AN

EXHAUSTIVE TREATISE ON VIOLIN, WITH PRACTICAL HINTS TO LEARN AND MASTER THE INSTRUMENT, AS WELL AS NOTATIONS OF MANY *Gat*, *Alap* &c., AND WITH A CHAPTER ON MATHEMATICAL MUSIC

BY

NABIN KRISHNA HALDAR.

শ্রীনবীনকৃষ্ণ হালদার প্রণীত।

RELIANCE PRESS : CALCUTTA.

শ্রীপুলিনচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
৪ নং হেমচন্দ্র করের লেন, কম্বুলিয়াটোলা,
কলিকাতা।

1896.



মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।] [ ভিঃ পিঃ ডাকমাশুল ।৵ আনা।]

# উৎসর্গ পত্র।

নবদ্বীপাধিপতি

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা ক্ষিতীশচন্দ্র রায় বাহাদুর

মহামহিমার্ণবেষু।

নিখিল বঙ্গদেশ মধ্যে, যে মহাবংশ দানে বলির তুল্য, ধর্ম্মে যুধিষ্ঠির, বিদ্যায় বেদব্যাস ও জাতিতে ব্রাহ্মণ, মহোদয়! আপনি সেই মহান্ বংশ-তরুর মধুময় ফল। সেই ফলের মধুরতায় আবার কুলগত ধর্ম্মানুষ্ঠান ও জাতীয় বিদ্যাধন রক্ষণ রূপ সৌগন্ধ সংযোগে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত হইতেছে। যাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য অন্যূন বিংশতি লক্ষ ব্রাহ্মণের দক্ষিণ হস্ত নিয়তই উত্তোলিত রহিয়াছে, তাঁহার এবম্বিধ গুণগ্রাম দর্শন করিলে কাহার হৃদয় ভক্তি, শ্রদ্ধা ও আনন্দরসে আপ্লুত না হয়? মহারাজ! আমিও আজ সেই আনন্দে বিভোর হইয়া, মদীয় উপবনে অবস্থান করতঃ "বেহালা-দর্পণ" নামক যে সঙ্গীত-গ্রন্থখানি গ্রন্থন করিয়াছি, হৃদয়ের মর্ম্মস্থলগত স্নেহ-রস মাখাইয়া সেই বন-কুসুমহার আজ আপনার কণ্ঠে পরাইয়া দিলাম; উপেক্ষিত না হইলে কৃতার্থ হইব। ইতি

একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীনবীনকৃষ্ণ হালদার,
গোকনা।

# বিজ্ঞাপন।

অধুনা এতদ্দেশে দিন দিন জাতীয় সঙ্গীতের আদর বৃদ্ধি হইতেছে। কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীত শিক্ষাবিধায়ক বিবিধ পুস্তক প্রণীত ও প্রচার বাহুল্যই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। স্বর-লিপির উপকারিতা বিষয়ে সাধারণের এরূপ শুভ সম্মতি নিতান্ত সুখের বিষয়। বস্তুত, যে বিদ্যা বর্ত্তমানে লিপিবদ্ধ হইয়া ভবিষ্যৎ জনগণের কর্ণ কুহরে মন্ত্র প্রদান না করে, সে বিদ্যার উন্নতি ও শিক্ষা-পথ অত্যন্ত জটীল ও জঞ্জালপূর্ণ। কিন্তু ধ্বংশ-পথ অতি প্রশস্ত। একটী রাজ-বিপ্লব, অথবা দেশব্যাপী মহামারী সংক্রমণে তাহা অনন্ত কাল-গর্ভে বিলীন হয়। এই জন্য, লিপিগত বিদ্যার আদর দেখিলে মনে প্রকৃতই আশার সঞ্চার হয়।

ভারতীয় সঙ্গীত-বিদ্যা-বিশারদ রাজ শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের বীজ বপনে এক্ষণে সেই আশালতা সুফল প্রদান করিতেছে। পুরাতন গৎ, গান, আলাপ ও নূতন উচ্ছ্বাস সকল লিপিবদ্ধ হইয়া, সাধারণের নয়ন সম্মুখে উপনীত ও সাদরে গৃহীত হইতেছে। সুতরাং শিক্ষা-স্রোত যে একটু গতিশীল হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই অনুভূত হয়।

বর্ত্তমান সময়ে সুমধুর বেহালা যন্ত্রের উপর সাধারণের কিছু বেশী আশক্তি দেখা যাইতেছে; এই জন্য, যাহাতে বিনা গুরূপদেশে শুদ্ধ পুস্তক দেখিয়া ঐ যন্ত্র শিক্ষা ও তাহাতে পারদর্শিতা লাভ করা যায়, সেইরূপ উপযোগী করিয়া এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছি। কৃতকার্য্যতা লাভ কত দূর হইবে, তাহা শিক্ষার্থী মহাশয়দিগের বিচারাধীন। তবে, আমি এই মাত্র বলিতে পারি যে, অন্যূন পঁয়তাল্লিস বৎসর কাল বেহালা বাজাইয়া যাহা কিছু অঙ্গুলী-গত হইয়াছে, তাহার সার-সংগ্রহে এই পুস্তকখানি সঙ্কলিত হইল।

স্বর-লিপির জটীলতা দেখিয়া কেহ যেন নিরুদ্যম হইবেন না। ক্রমে ক্রমে উঠিলে হিমাদ্রি লঙ্ঘনও সুসাধ্য হয়। স্থির বুদ্ধি, যত্ন ও সাধনা থাকিলে নিশ্চয়ই সিদ্ধি লাভ হইবে। স্বরলিপি-কৌশল, জ্যামিতি অপেক্ষা কিছু কঠিন নহে। তবে লয় ও সুর-বোধ যে দেব-দুর্ল্লভ সামগ্রী, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই; কিন্তু অভ্যাসও সামান্য জিনিষ নহে। অভ্যাস বলে নিত্য সুর নিচয় ও লয় জ্ঞান, পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতির ন্যায় ক্রমে জাগরিত ও আয়ত্ত হইতে থাকে।

পরিশেষে পূর্ণ হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, আমার পরম প্রিয়তম ছাত্র ধান্যকুঁড়িয়া নিবাসী শ্রীমান্ বাবু মহেন্দ্রনাথ গাইনের একান্ত যত্ন, উৎসাহ ও অর্থানুকুল্যে আমি পুস্তক খানি মুদ্রিত করিতে সমর্থ হইয়াছি। ভক্তিমান ছাত্র নিজে শিক্ষিত বলিয়া শিক্ষাকার্য্য প্রসার জন্য গুরুর যথেষ্ট উপকার করিয়া চির-আশীর্ব্বাদের পাত্র হইয়াছেন। আরও কোন কোন মহোদয় আমাকে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, সে সকল নাম হৃদয়-ফলকে মুদ্রিত রহিল, ইতি।

গোকনা, ২৪ পরগণা।<br>
আশ্বিন, ১৩০৩ সাল।

শ্রীনবীনকৃষ্ণ হালদার।

# অশুদ্ধ সংশোধন।

[ পুস্তকখানি হস্তগত হইলে, অগ্রে ভ্রমগুলি সংশোধন করিয়া লইবেন। ]

| পৃষ্ঠা | পঙ্‌ক্তি | অক্ষর সংখ্যা | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|---|
| ৩০ | ৩ | ৫ | সাঁ | সা |
| ৩২ | ৪ | ৭ | নি | নি |
| ৫০ | ৩ | ৩ | নি | নিঁ |
| ৬২ | ১১ | ১১।১২।১৩ | নিঁ সা ঋঁ | নিঁ সা ঋঁ |
| ৭১ | ২ | | পূণ | পূর্ণ |
| ৭৭ | ৪ | | লইলে | হইলে |
| ৭৭ | ১৪ | ১ | সা | সা |
| ৮৭ | ৫ | ৩ | সাঁ | সা |
| ৮৭ | ৫ | ১৩ | | গ |
| ৯৩ | ১ | ৫ | নি | নি |
| ৯৮ | ১ | | ম | ম |
| ১০০ | ৩ | ৫ | সা | সা |

## গণিত সঙ্গীত।

| পৃষ্ঠা | পঙ্‌ক্তি | অক্ষর সংখ্যা | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ১২ | | গুলিকা | গুলিকে |

# সূচী-পত্র।



## গণিত সঙ্গীত।

## OPINION.

এই পুস্তক সম্বন্ধে কলিকাতা মহানগরীর সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত-বেত্তা, বেহালা প্রভৃতি বিবিধ যন্ত্রের অদ্বিতীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত লবো সাহেব মহোদয়ের মন্তব্য।

"I do hereby certify that Babu Nabin Kristo Haldar has composed a book of songs in Hindu-music, and I have made him play and sing all the pieces over to me from his said book.

I find the composition to be very excellent and I can confidently recommend the book to all Rajahs, Zeminders, Hindu Gentlemen &c. &c. who are lovers of music and song."

(Sd.) C. Lobo.
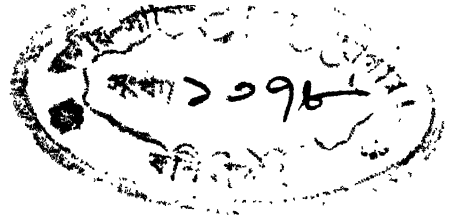
# উপক্রমণিকা।

## সঙ্গীত।

গীতং বাদ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ ত্রয়ঃ সঙ্গীতমুচ্যতে।

গীত, বাদ্য এবং নৃত্য এই ত্রিবিধ ক্রিয়ার নাম সঙ্গীত। ইহারা পরস্পর এক যোগে, অথবা পৃথক রূপে সাধিত হইলেও, সঙ্গীত অভিধানে অভিহিত হয়। তন্মধ্যে নৃত্য ও বাদ্য সুদ্ধ উৎসাহ ব্যঞ্জক ; এই জন্য কেবল উৎসবাদি কার্য্যে উহা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রাগ রাগিণী ও গীতই প্রকৃত সঙ্গীত। ইহা দ্বারা মানব কুল, হৃদয়ের মর্ম্মস্থান উদ্‌ঘাটিত করিয়া, মর্ম্ম কথা প্রকাশ করিতে, ও অতি শুষ্কপ্রাণ ব্যক্তিরও সহানুভূতি লাভ করিতে, অনায়াসেই সমর্থ হয়। আবার যখন উহাদিগের সুসংযোগ সংঘটিত হয়, তখন সংসারের কোন পদার্থই মধুরতায় উহার নিকট স্থান প্রাপ্ত হয় না। এই জন্য জগতের যাবতীয় জনগণ, ঐ সঙ্গীত শুনিবার জন্য ব্যস্ত, এবং শিখিবার জন্য লালায়িত। কিন্তু শুনিবার অপ্রতুল না হইলেও শুনাইবার শক্তি লাভ করা বড় সহজসাধ্য নহে। অতুল ধনরত্নাধিকারী রাজরাজেশ্বরের অক্ষয় ভাণ্ডার, অথবা প্রবল পরাক্রান্ত দুর্দ্ধর্ষ বীর পুরুষের আরক্তিম লোচন, কিছুতেই উহাকে অনায়াসে উপার্জ্জন করিতে পারে না। গুরূপদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক শুদ্ধাচারে ও একান্ত মনে সাধনা করিতে পারিলে, তবে ঐ স্বর্গীয় সামগ্রী ক্রমে ক্রমে আয়ত্ত হইতে থাকে।

এই যে দেবদুর্লভ সঙ্গীত, ইহার স্বভাব কি? কিরূপেই বা ইহা কার্য্যকারী হয় এবং ইহা দ্বারা মানব সমাজ কি উপকারই বা প্রত্যাশা করেন? তাদৃশ অর্থকরী বিদ্যা ত নয়, তবে কি জন্য লোকে জীবনের দীর্ঘকাল ব্যাপিত অস্থি ভঙ্গ পরিশ্রম করিয়া উহা অভ্যাস করিবে? মনোমধ্যে যুগপৎ এই সকল প্রশ্ন উদিত হইলে, বিষম চিন্তায় পতিত হইতে হয়। কিন্তু কোন একটা মীমাংসায় উপনীত হওয়া নাকি মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম, এই জন্য আমরাও উহাতে বঞ্চিত হইতে ইচ্ছা করি না। অতএব উন্মত্তের অলীক প্রলাপের ন্যায় যাহা কথঞ্চিৎ কথিত হইবে, সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট তাহা অবশ্যই মার্জ্জনীয়, আমাদিগের ইহাই কেবল একমাত্র ভরসা স্থল।

পরম করুণাময় পরমেশ্বর আমাদিগকে ভক্তি, শ্রদ্ধা, করুণা প্রভৃতি কতকগুলি কমনীয় মনোবৃত্তি প্রদান করিয়া, অনন্ত সুখের অধিকারী করিয়াছেন। সঙ্গীতও সেইরূপ একটী মানসিক শক্তি বিশেষ। অল্লাধিক পরিমাণে মনুষ্যমাত্রেই ঐ সঙ্গীতশক্তির অধিকারী। (১) কোন আকস্মিক ঘটনা উপস্থিত হইলে হৃদয়স্থ সঙ্গীত লহরী আপনা হইতেই উত্থিত হইয়া নিদ্রিত বৃত্তি নিচয়কে জাগরিত করিয়া দেয়, ও তন্মুহূর্ত্তেই কণ্ঠ-পথ বা অঙ্গচালনাদি সঙ্কেতে মনোগত উপস্থিত ভাবের জাজ্বল্যমান অভিনয় করিতে থাকে। ইহার প্রমাণ সংগ্রহ জন্য অধিক আয়াস পাইতে হয় না। কোন আনন্দজনক ঘটনা উপস্থিত হইলে, সুকুমারমতি বালক বালিকাগণ, এক অভূতপূর্ব্ব কলরব করিয়া উঠে; ও করতালি সহযোগে নৃত্য করিতে করিতে সেই দিকে ধাবিত হয়। মাতৃ-ক্রোড়স্থ দুগ্ধপোষ্য শিশু, ক্ষুধা শান্তির পর স্মিতবদনা প্রসূতির করাবলম্বনে নাচিয়া নাচিয়া তাঁহার পিপাসিত প্রাণে অমৃতধারা বর্ষণ করে। আবার সেই দুরন্ত শিশু জননীর জগন্মোহন ঘুম পাড়ানিয়া গানে নিদ্রিত হয়। এই সকল প্রমাণ দর্শনে ইহা প্রতিপন্ন হয় যে, সঙ্গীত রত্ন আমরা ভূমিষ্ঠ হইবার দিন হইতেই প্রাপ্ত হই, এবং অনুকূল ঘটনা সংযোগে তাহা হইতে আলোক বিকীর্ণ হইয়া, আমাদিগের অন্ধকারময় হৃদয়ক্ষেত্রকে জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলে। কিন্তু তথাপি ঐ অমূল্য নিধিকে, যিনি যে পরিমাণে পরিমার্জ্জন করিবেন, তিনি সেই পরিমাণে আপনাকে আলোকিত ও শ্রোতৃমণ্ডলীকে পুলকিত করিতে সমর্থ হইবেন।

বিশুদ্ধ রাগ রাগিণীগুলি ঐরূপে মানবজাতির শৈশবাবস্থাতেই সৃজিত হইয়াছিল। যখন সেই পরমা প্রকৃতির অভিনব নন্দন জননীর অঙ্কশয্যায় যোগনিদ্রাভিভূত ছিলেন,

---

(১) কেহ কেহ আবার পূর্ব্বজন্মের সাধনা বা দেবপ্রসাদ ফলে ঐ সঙ্গীত শক্তিটী আকরগত মণিখণ্ডের ন্যায় প্রাপ্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। এক ব্যক্তি পঞ্চাশ বৎসর পরিশ্রম করিয়া কণ্ঠের সুর ঠিক করিতে পারেন না, কিন্তু একটী পঞ্চম বর্ষীয় বালকের কণ্ঠে বিশুদ্ধ সপ্ত সুরের সমাবেশ ইহা অনেকেই শুনিয়াছেন। ইহাই তাহার জন্মান্তরের সাধন ফল।

অন সেই পর্ণ-কুটীর-ময় সূতিকাগারের চতুষ্পার্শ্বে, কখন বা ভুতগণের সৃষ্টি সংহারিণী ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি, কখন বা স্থিরসমুদ্রসম, অচল, অটল, সুগম্ভীর বাহ্যদৃশ্য ও কখন বা মধুরতায় পরিপুরিত, সুগন্ধি কুসুমকাননের অপূর্ব্ব নবীন ভাব। এই সকল বিসম্বাদী ঘটনা সংযোগে সেই প্রথম শিশুর কোমল হৃদয়, ভয়, বিস্ময় ও হর্ষাদি রসে উদ্বেলিত হইয়া, সঙ্গীতালোকে উজ্জ্বলময় হইয়া উঠে; ও তন্মুহূর্ত্তেই তাঁহার ইষ্টদেব স্বরূপ রাগ গুলি ঐ জ্যোতির্ম্ময় ক্ষেত্রে আসিয়া স্বয়ম্ভু রূপে সমুদিত হন। কেনই বা না হইবেন? উৎকৃষ্ট পাত্রে অমৃত রস সঞ্চিত হইলে তাহাতে আপনা হইতেই দানা বাঁধিয়া যায়।

যক্ষ, রক্ষ, দানবাদি পরিসেবিত ও ভীষণ সিংহ ব্যাঘ্রাদি সঙ্কুল ভুমণ্ডলের নাভি স্বরূপ, পবিত্র কৈলাস ভূধরে অবস্থান করতঃ ভগবান ভবানীপতি বিশ্বতত্ত্ব নিরূপণে উন্মত্ত রহিয়াছেন। রজনীযোগে, অসুরদিগের, হৈ, হৈ, রৈ, রৈ শব্দে ও হিংস্র জন্তুদিগের জলদ গম্ভীর গর্জ্জনে, উপত্যকা ভূমি ঘন ঘন কম্পিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এমন সময় তপনদেবের অগ্রদূত স্বরূপ, শুক্র তারা সমুদিত হইল। আর ভয় নাই, এখনই ঐ তিমির-বসনা-নিশা রাক্ষসী সহচরগণ সহিত পর্ব্বত গুহায় পলায়ন করিবে; হৃদয় কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ রসে ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে। সেই শুভক্ষণে, অনাদিনাথ বিশ্বেশ্বরের মহিমা বর্ণনে নীলকণ্ঠের কণ্ঠ হইতে ভৈঁর রাগের সৃষ্টি হইবে, ইহা কোন্ ব্যক্তি বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারেন?

বৈশাখের মধ্যাহ্ন সময়—প্রচণ্ড রবি কিরণে ভূমণ্ডল যেন দগ্ধ হইতেছে। তাহাতে আবার, দাবানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া, পর্ব্বতাকার অগ্নিরাশি সৃষ্টি ভস্মীভূত করিতে করিতে প্রবল বেগে প্রধাবিত হইয়াছে। অশ্ব, হস্তী এবং হরিণাদি, আরণ্য পশু সকল দিক্ বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছে। কেহ অগ্নিজালে বেষ্টিত, কেহ তড়াগমধ্যে পতিত এবং কেহ বা মদবারি সিঞ্চন করিয়া উত্তপ্ত শরীর শীতল করিতে নিযুক্ত। সহসা এইরূপ প্রলয়কাল উপস্থিত দেখিয়া, সেই মাহেন্দ্র লগ্নে, পঞ্চতপব্রত পঞ্চাননকণ্ঠে দীপক রাগের আবির্ভাব হইবে, ইহাতে বিচিত্র কি! এইরূপ বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন রসের উচ্ছ্বাসে ও বিভিন্ন কার্য্য কারণ সংযোগে, বিভিন্ন পাঞ্চভৌতিক ঘটনায়, ভাবে বিভোর হইয়া, মহাদেব, ভৈঁর, শ্রী, মেঘ, বসন্ত ও দীপক, এই পঞ্চরাগ সৃজন করিয়া পঞ্চাননে গান করিয়াছিলেন। তৎপরে ভগবতী পার্ব্বতী হইতে নট্ নারায়ণ রাগ গীত হইয়া, এই ষড় রাগ ধরাধামে প্রচলিত হইয়াছে। (১)

রাগিণীগুলিও ঐরূপ এক একটী হৃদয়গত ভাব সমুদ্রের তরঙ্গ বিশেষ। উহাদিগকে, পুরবী, গৌরী, যোগিয়া, ভৈরবী এবং সাহানা ইত্যাদি না বলিয়া শান্তি, ভক্তি, মায়া, মমতা ও আনন্দা বলিলেই যথার্থ নাম ধরিয়া ডাকা হয়।

---

(১) রাগ রাগিণীর সংখ্যা, জাতি ও অবয়বাদি সম্বন্ধে ভারতে বিবিধ মত প্রচলিত আছে। যথা;— ভরত, কল্লীনাথ ও হনুমন্ত প্রভৃতি। কিন্তু অস্মদ্দেশে ভরত ঋষির মতই প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত।

কোন পতিবিয়োগবিধুরা রমণী, অথবা পুত্র-শোককাতরা জননী, অসহনীয় মর্ম্মব্যথায়, আত্মবিস্মৃত হইয়া, প্রমুক্ত কণ্ঠে রোদন করিয়াছিলেন। একু সুরজ্ঞ সংসার-চিত্রকরের হৃদয়-ফলকে তাহা চিত্রিত হইয়া ঐ প্রাণঘাতিনী ক্রন্দনের ধারাবলম্বনে কোমলময়ী ভৈরবী অথবা ললিতাদি রাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছিল।

একদা শ্রাবণের রজনীযোগে আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন, দিঙ্মণ্ডল ঘোর অন্ধকারময়। রুম রুম, ঝুম ঝুম করিয়া অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছে। বায়ু নিস্তব্ধ, সংসার নিদ্রিত। জাগরিত কেবল ভেকনিচয়। আর জাগরিত কোন দীর্ঘ প্রবাসীজনের গৃহাবগুণ্ঠনবতী পত্নী। সেই পতিরতা লক্ষী, একাকিনী আপন প্রকোষ্ঠে বসিয়া, করতলে গণ্ড স্থাপন পূর্ব্বক নাথচিন্তায় উন্মনা। দারুণ বিরহ যন্ত্রণার প্রবল পীড়নে সহসা প্রাণের মধ্যে বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইয়া হৃদয় দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। আর থাকিতে পারিলেন না। গুরুগঞ্জনা ভয় আর স্থান পাইল না। অমনি সুকোমল কণ্ঠ ফাটিয়া, মর্ম্মস্থান হইতে স্বয়মাগত ক্রন্দনের ধার প্রবাহিত হইল। আহা! সেই মধুর-অস্ফুট স্বরে আপনার দুঃখকাহিনীগুলি সংযুক্ত করিয়া, তিনি যে অমৃতময়ী প্রেমগাথা গাহিয়াছিলেন, যাহা শ্রবণ করিলে পাষাণ গলে, সাগর শুকায় ও শুষ্কতরু মঞ্জরিত হয়, তাহার মহিমা বর্ণন করে কার সাধ্য? এবং কেই বা এমন ভাগ্যবান যে, সেই মর্ম্মভেদী স্বর্গীয় সুরের সহিত স্বকীয় হৃদয় মিশ্রিত করিয়া তাহা হইতে মোল্লারী আদি রাগিণী সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইবেন? কিন্তু সমর্থ হইয়াছিলেন একজন, যাঁহার সংসার! যাঁহার সংসারে ঐ সকল ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছিল; তিনি, সেই সর্ব্বলোক শ্রেষ্ঠ পিতামহ ঠাকুর।

অনন্তর ভগবান্ পদ্মযোনি তাঁহার বিস্তীর্ণ ভবগৃহে,ঐরূপ মোল্লারী আদির ন্যায় ছত্রিশটী অনূঢ়া কন্যা লইয়া সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত। কন্যাগণ, কেহবা অতি দীনভাবে নিরন্তর রোদন করিয়া জগতের অশ্রু দর্শনে সংকল্পা। কেহ বা আনন্দময়ীর প্রতিমা সাজিয়া সংসারবাসীকে উল্লাস দানে তৎপরা। কেহবা বিভ্রম বিলাসভরে ভুজঙ্গ নিন্দিত বেণী বন্ধনে নিযুক্তা এবং কেহবা নবযৌবন গৌরবে অবিশ্রান্ত হাস্যরসে নিমগ্না। কুমারীদিগের ত এইরূপ অবস্থা। ওদিকে আবার শিব-শক্তি সম্ভূত ষড়রাগ, সন্ন্যাসীর ন্যায় পথে পথে ভ্রমণ করিতেছে। অতএব প্রজাপতি মহাশয়, উহাদিগের পরস্পর কোষ্ঠি আদি দর্শন পূর্ব্বক উপযুক্ত কাল-লগ্নে এক একটী রাগের সহিত ছয় ছয়টী কন্যাকে লইয়া, দৃঢ়তর পরিণয় সূত্রে বন্ধন করিয়া দিলেন। অনন্তর অনুগত পরিজনবর্গের উত্তেজনায় ঐসকল রাগ রাগিণী হইতে অসংখ্য সন্তান সন্ততির জন্ম হইয়া, আজ তাঁহার সংসার জাজ্জ্বল্যমান ও আনন্দ কোলাহলপূর্ণ।

| উৎসাহ, সাহস, গাম্ভীর্য্য ও সমর-লিপ্সা প্রভৃতি পুরুষোচিত গুরুগুণযুক্ত ছয় রাগ। | প্রেম, বাৎসল্য, করুণা, ভক্তি প্রভৃতি স্ত্রী-জাতি সুলভ কোমল গুণযুক্তা ছত্রিশ রাগিণী। |
|---|---|
| ভৈঁর বা ভৈরব ... | ভৈরবী, সিন্ধু, রামকেলী, গুণকেলী, বাঙ্গালী, গুর্জ্জরী। |
| শ্রী ... ... | গৌরী, ত্রিবেণী, মালশ্রী, কেদারী, পাহাড়ী, মধুমাধবী। |

| | | |
|---|---|---|
| বসন্ত | ... ... | দেবগিরি, দেশী, বরাটী, টৌড়ী, ললিতা, হিণ্ডোলা। |
| মেঘ | ... ... | মোল্লারী, সুরটী, কৌশিকী. সাবেরী, গান্ধারী, হরশৃঙ্গারী. |
| দীপক বা পঞ্চম | ... | বিভাষী, ভূপালী, কর্ণাটী, পটহংসিকা, মালবী, পটমঞ্জরী। |
| নট নারায়ণ | ... | কামোদী, কল্যাণী, আভিরী, নাটিকা, সারঙ্গী, হাম্বিরা। |

এক্ষণে মানবসমাজ সঙ্গীত হইতে কোন উপকার পাইয়া থাকেন কিনা, সেই বিষয় কথঞ্চিৎ লিখিত হইতেছে। সাধারণতঃ লোকে উহাকে কেবল আমোদ আহ্লাদের জিনিষই মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সঙ্গীতের কোন উপ-কারিতা দৃষ্ট না হইলেও অলক্ষ্য ভাবে উহা হইতে আমরা প্রভূত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকি। স্কন্ধচ্যুত বিশাল হিমালয় শৃঙ্গ, শাল তাল তমালাদি বৃক্ষরাজি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া নক্ষত্র বেগে পতিত হইতেছে; তাহাকে প্রতিরোধ করে এমন শক্তি বাহ্যজগতে নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু অন্তর্জগৎ হইতে যদি ঐরূপ কোন বৃত্তি বিশেষ একান্ত প্রবলতা প্রাপ্ত হইয়া ঐরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট পথে প্রধাবিত হয়, তবে তাহাকে কেবল একমাত্র সঙ্গীত বন্ধনেই আবদ্ধ করা যাইতে পারে।

নৃশংসতার পূর্ণ মূর্ত্তি অসংখ্য মানবহন্তা রত্নাকর, মহর্ষি নারদের বীণা ঝঙ্কার মিশ্রিত রাম নাম গানে, মলিনতম লৌহ হইতে তপ্ত কাঞ্চনে পরিণত হইয়াছিলেন। অদ্যাপি হিন্দু জাতীয়গণ, সেই সুবর্ণ-খণ্ডের রেণুকা সংগ্রহ করিয়া সঙ্গীত পিপাসা নিবৃত্তি করিতেছেন। অতিবড় পাষণ্ড মহাপাপমতি প্রসিদ্ধ জগাই, মাধাই, নিতাই চৈতন্যের প্রাণবধে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়া, মঠ বেষ্টিত প্রাচীরের অন্তরালে দণ্ডায়মান। অন্তরে অন্য ভাব নাই, প্রতিক্ষণ কেবল সুযোগ অন্বেষণেই ব্যস্ত রহিয়াছে। এমন সময় সেই মঠ হইতে মধুর মৃদঙ্গ সহযোগে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের ললিত সুর লহরী তাহাদিগের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল, এবং অনতি-বিলম্বেই সঙ্গীতের প্রাণচালিনী বৈদ্যুতিক শক্তিগুণে তাহাদিগের হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় রাসায়নিক কার্য্য আরম্ভ হইয়া, চিরপোষিত জীঘাংসাকালিমা ভক্তি স্রোতে বিধৌত হইয়া গেল। কজ্জলি হিঙ্গুলে পরিণত হইল। অনন্তর তাহারা দ্রুতবেগে চৈতন্যদেবের চরণতলে পতিত হইয়া মুক্তি ভিক্ষা ও দীক্ষালাভ করতঃ ভক্তিমার্গের চরমসীমায় উপস্থিত হইল।

শুদ্ধ ইহা বলিয়াও নহে; অমৃতময় সঙ্গীত সেবনে, কত কত উৎকট ব্যাধিগ্রস্তগণও চিরজীবনের জন্য সেই অসাধ্য রোগ হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়াছেন। অদ্যাপি কোন কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায় (১) কেবল মাত্র ভক্তি রসাশ্রিত গান গাহিয়া অসংখ্য রোগীকে আরোগ্য পথে আনিতেছেন। ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ নানা স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সঙ্গীতের আর একটী বিশেষ গুণ এই যে, ইহা দ্বারা মানবের ধর্ম্মভাব যেমন রক্ষিত হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। যদি এ প্রদেশে যাত্রা, কীর্ত্তন এবং কথকতা প্রভৃতি

(১) কর্ত্তা ভজা সম্প্রদায়।

ধর্ম্ম সঙ্গীতগুলি না থাকিত, তাহা হইলে ধর্ম্ম যে কি পদার্থ সাধারণে তাহা কিছুই জানিতে পারিত না। সুতরাং আমাদিগের হৃদয়ও মরুময় ক্ষেত্রে পরিণত হইয়া, আমরা পশ্বাচারের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত স্থল হইতাম, তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। ধর্ম্ম সম্বন্ধে দশ জন বাগ্মী বক্তৃতা করিয়া যে কার্য্য করিতে না পারেন, একটী ভাল যাত্রা সম্প্রদায় তদপেক্ষা অধিক কার্য্য করিতে সমর্থ। আবার পূর্ব্ব কথাগুলি স্মরণ করিয়া দিবার, অথবা চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার ক্ষমতা, সঙ্গীতের ন্যায় বুঝি আর কাহারও নাই। ইহা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই কালত্রয়ের সূত্র স্বরূপ। বর্ত্তমান সভ্য জগতের অতি আদরের সামগ্রী যে ইতিহাস গ্রন্থ, তাহা এই সঙ্গীত হইতেই প্রসূত।

যে বেদ আর্য্যজাতির অতি পবিত্র ও পুরাতন ধন, তাহাও এক সময় সঙ্গীত-রূপে মানবের কণ্ঠেই প্রচারিত হইত। ফলতঃ সঙ্গীত, অতীত ঘটনা সকল বর্ত্তমানে চিত্রিত করিয়া, কোন স্থলে বা ভবিষ্যতের নরকযন্ত্রণার ভয়ে ভীত করিতেছে; কখন বা অপ্সরা সেবিত পরমানন্দময় নন্দন কাননের সুখ সম্পত্তি দেখাইয়া, উৎসাহের উৎস খুলিয়া দিতেছে। এইরূপে সঙ্গীত, যাবতীয় মানবকুলের কার্য্য প্রণালী ও জীবন যাত্রার সামঞ্জস্য সাধনে নিযুক্ত থাকিয়া সংসারকে সুখস্থান করিয়া তুলিয়াছে।

অনন্তর জিজ্ঞাস্য এই যে, যদিও সঙ্গীতের বিবিধ মহোপকারিতা শক্তি আছে; কিন্তু তত অর্থকরী বিদ্যা ত নয়; তবে কি জন্য সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া আয়াস ও যত্ন সহকারে, লোকে উহা অভ্যাস করিবে? এই প্রশ্নের উত্তর দানে আমি অক্ষম, কেননা অর্থই কি জগতের সার পদার্থ হইল? অর্থে কাহার সঙ্কুলান হয়? আপনা হইতে ঊর্দ্ধ-দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ধনী দরিদ্র সবই এক সমান। সকলেরই অভাব পরিপূর্ণ। তবে যদি সুখ ও শান্তি, জীবন বৃক্ষ ধারণের উৎকৃষ্টতম—ফল ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে আপনি হৃদয়-ক্ষেত্রে যে সঙ্গীত তরু রোপণ করিয়াছেন, তাহা হইতে প্রতি নিয়তই ঐ দুইটী অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া, পাপ তাপ ও ভয়াদি সঙ্কুল সংসারের ঘোর চক্র হইতে রক্ষিত ও আপনাকে বিমলানন্দ উপভোগের অধিকারী করিতে সমর্থ হইবেন, ইহা নিশ্চিত, এবং এই নিশ্চয়তা আছে বলিয়াই তৃষ্ণাতুর ব্যক্তিগণ অশেষবিধ বাধাবিপত্তি সহ্য করিয়াও ঐ পরামৃত লাভাশায় জীবন ক্ষয় করিয়া থাকেন। কিন্তু অর্থ উপার্জ্জনই যাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাঁহাদিগের জন্য ত বিবিধ ব্যবসায়ের পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে। তাঁহারা এ ঝঞ্ঝাটে কেন আসিবেন? ইহাতে সুখ আছে, সম্পত্তি নাই; শান্তি আছে, সম্ভোগ নাই। অতএব যাঁহারা ভোগ-বাঞ্ছাকে তুচ্ছ করিয়া সন্তোষের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন, তাঁহারাই এই পথে আসুন। আবার মান সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সঙ্গীতে যে একেবারেই অর্থাগম হয় না, তাহাই বা কি প্রকারে বলিব? যাঁহারা উৎকৃষ্টরূপ সঙ্গীত করিতে পারেন, তাঁহাদিগের কিছুই অকুলান থাকে না। জীবনোপায় জন্য অন্য পথ অবলম্বন না করিয়া যাহাতে তাঁহারা চিরজীবন ঐ সঙ্গীত ক্ষেত্রে নিযুক্ত থাকিয়া, উহারই উন্নতি সাধন করিতে

পারেন, ধনশালী মহোদয়গণের সে বিষয়ে সুদৃষ্টি নিক্ষেপ, ইহা চিরপ্রচলিত। তথাপি যদি ঐরূপ সংঘটন নাই হয়, তাহা হইলেও, কিছুমাত্র দুঃখের কারণ নাই। কেননা আপনি ত ধনোপার্জ্জনের জন্য সঙ্গীত অভ্যাস করেন নাই? উহা যে ব্রহ্ম সাধনা; শুদ্ধ প্রাণের ব্যবসায়। উহাতে হৃদয় বিনিময় হয়। এক প্রাণের ব্যথা আর এক প্রাণে ঢালিয়া দেওয়া যায়। উহার গতি, বিধি ও স্থিতি মনোরাজ্যে—জড়রাজ্যের সহিত কিছুমাত্র সংস্পর্শ নাই। সুতরাং পার্থিব ধনে উহা বিক্রীত হয় না। প্রেমের কি বাণিজ্য চলে ?:আর বাণিজ্য মন্দই বা হইল কি? আপনার মানব জমিখানি আবাদ করিয়া সোণা ফলাইয়া লইলেন,.আবার অর্থের কামনা কেন? সঙ্গীত ও অর্থ এই দুইটীর মধ্যে কাহার গুরুত্ব অধিক, একটী তুলনা দ্বারা তাহা উত্তমরূপে অনুমিত হইতে পারে। মনে করুন, যিনি আজীবন পরিশ্রম ও সাধনা করিয়া সঙ্গীতফল লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, আপনাকে কোন ভাগ্যবন্ত পুরুষ এককালীন এক লক্ষ মুদ্রা দান করিলে, আপনি চিরজীবনের মত সঙ্গীত আলোচনায় ক্ষান্ত থাকিতে পারেন কি না? তাহা হইলে তিনি ইহার কি উত্তর করিবেন? বোধ হয় অবশ্যই বলিয়া উঠিবেন—"না! না! তাহা কখনই সম্ভবে না। যে সঙ্গীত দুঃখময় জীবনের একমাত্র শান্তিবারি; যে যোগবলে আপনার ও অপরের জীবন, রাক্ষসের পুরী হইতে স্বর্গধামে লইয়া যাওয়া যায়; যাহার মধুরতায় মুগ্ধ হইয়া বনের পশুও বশ্যতা স্বীকার করে; যাহা আকর্ণনে শিশু নিদ্রিত হয়; যুবক জাগিয়া উঠে ও বৃদ্ধ কাঁদিয়া ফেলে, আমি সেই অমূল্য ধন কি মৃত্তিকাখণ্ডের সহিত বিনিময় করিব? না হয় ভিক্ষা মাগিয়া খাইব, তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়; তথাপি আমি প্রাণ ধরিবার মন্ত্র ও দেবতা ধরিবার যন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া, কখনই জীবন ধারণে সক্ষম হইব না।"

সঙ্গীত শাস্ত্র সম্বন্ধে দেবতা এবং প্রাচীন ঋষিদিগের কিরূপ অভিমতি ছিল, তাহার আভাস জন্য সঙ্গীত গ্রন্থাদি হইতে গুটীকতক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

১

নাদাব্ধেস্তু পরম্পারং ন জানাতি সরস্বতী,
অদ্যাপি মজ্জনভয়াত্তুম্বীং বহতি বক্ষসি।

২

নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ,
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ!

নারদসঙ্গীতসংহিতা ॥

৩

পূজা কোটিগুণং ধ্যানং ধ্যানাৎ কোটিগুণং জপঃ,
জপাৎ কোটিগুণজ্ঞানং গানাৎ পরতরং নহি।

৪

ন ঘৃতে তাদৃশী প্রীতির্ন ক্ষীরে নচ গুগ্গুলৌ,
যাদৃশী চৈব গান্ধর্ব্বে মম প্রীতির্বরাননে!

শিবসঙ্গীত ॥

৫

বীণাবাদনতত্ত্বজ্ঞঃ রাগবিদ্যা-বিশারদঃ,
মূর্চ্ছ´নাশ্রুতিসম্পন্নঃ মোক্ষমার্গঞ্চ গচ্ছতি।

৬

ত্রিবর্গফলদাঃ সর্ব্বে দানমধ্যয়নং জপঃ,
একং সঙ্গীতবিজ্ঞানং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদং।

গান্ধর্ব্ববেদ ॥

৭

সঙ্গীতসাহিত্যরসানভিজ্ঞঃ খ্যাতঃ পশুঃ পুচ্ছবিষাণহীনঃ,
চরত্যসৌ কিং? তৃণমত্তি নো বা পরং পশূনামুপবাসহেতুঃ।

সঙ্গীতমহোদধৌ ॥

৮

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামিদমেবৈকসাধনং,
নাদবিদ্যা পরা লব্ধা সরস্বত্যাঃ প্রসাদতঃ।

সঙ্গীতরত্নাকর ॥

# বেহালা-দর্পণ।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

ন নাদেন বিনা গীতং ন নাদেন বিনা স্বরং,
ন নাদেন বিনা গ্রামস্তস্মান্নাদাত্মকং জগৎ।
নারদ সঙ্গীত ॥

### নাদ।

একমাত্র নাদই সঙ্গীতের মূল ভিত্তি। নাদের সাধারণ নাম শব্দ। শব্দসকল একাধিক বস্তুর ঘাত প্রতিঘাতে আকাশে (১) উত্থিত হইয়া বাতাসে পরিচালিত হয়। সেই বায়ু-স্রোত আকর্ণন করিয়াই আমরা ক্ষুদ্র, বৃহৎ, কটু, মধুরাদি নানা প্রকার ধ্বনি অনুভব করিয়া থাকি। সেই শব্দ পরম্পরা যখন স্থূল সূক্ষ্মাদি পর্য্যায়ে নিয়মিত হয়, তখনই তাহা সঙ্গীত পদ বাচ্য হইয়া থাকে।

### স্বর।

নাদ হইতেই স্বরের জন্ম। চলিত ভাষায় স্বর, সুর বলিয়া কথিত এবং কখন কখন ধাতু ও অক্ষর বলিয়াও বর্ণিত হইয়া থাকে। ইহার সংখ্যা সাতটী মাত্র; যেমন পঞ্চাশটী বর্ণ দ্বারা মানসিক ও বৈষয়িক যাবতীয় ভাবগুলি ব্যক্ত করা যায় ও নয়টী অঙ্ক দ্বারা সমস্ত গণনা কার্য্য সমাধা হয়, সেই রূপ ঐ সাতটী স্বরের দ্বারা সমুদায় সুর-

(১) পূর্ব্বতন নৈয়ায়িক পণ্ডিতদিগের মতে একমাত্র আকাশই শব্দের কারণ। তাঁহারা আকাশ, অনিল, অনল, জল ও মৃত্তিকা এই ভূত-পঞ্চকে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই কয়টী গুণবিশিষ্ট বলিয়া মীমাংসা করিয়াছেন। তন্মধ্যে আকাশ—কেবলমাত্র শব্দগুণবিশিষ্ট; অনিল—শব্দ এবং স্পর্শগুণের আধার; অনল—শব্দ, স্পর্শ এবং রূপগুণ সম্পন্ন; জল—শব্দ, স্পর্শ, রূপ এবং রসগুণান্বিত; মৃত্তিকা—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ গুণান্বিকা।

সঙ্গীত (২) সম্পন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং সঙ্গীত-ভাষায় সাতটী মাত্র অক্ষর; ঐ সাতটী স্বর আবার এত দূর স্বাভাবিক যে, ভূমণ্ডলবাসী প্রত্যেক মানবেরই যেন উহা একটী ভগবানদত্ত সাধারণ সম্পত্তি। যাহা হউক আমাদিগের হিন্দু সঙ্গীত-শাস্ত্রে ঐ সাতটী স্বর এই রূপে অভিহিত হয়; যথা—ষড়জ (৩), ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ। নিষাদের উপর সুর চড়াইলে পুনরায় ঐ প্রথম স্বর ষড়জের সহিত মিশিয়া এক হইয়া যায়, কেবল নিম্নতা ও উচ্চতা বিশেষ মাত্র। এই জন্য সংসারে ঐ সপ্তসংখ্যক স্বরই নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। সঙ্গীত শাস্ত্রকারগণ কহেন যে, আদিকালে প্রকৃতির রাজ্য হইতে ঐ সপ্তস্বর গৃহীত হইয়াছিল; যথা—ময়ূর হইতে ষড়জ, বৃষ হইতে ঋষভ, ছাগ হইতে গান্ধার, শৃগাল হইতে মধ্যম, কোকিল হইতে পঞ্চম, অশ্ব হইতে ধৈবত এবং হস্তী হইতে নিষাদ স্বর গৃহীত হইয়াছিল। যাহা হউক, ঐ সাতটী সুরকে প্রকৃত অর্থাৎ স্বভাব সুর কহে। লিখন পঠন অথবা কথোপকথন সময় স্বরগুলির আদ্যক্ষর মাত্র গ্রহণ করা হয়; যথা—সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি। এই সাতটী সুরের মধ্যে আবার পাঁচটীকে আবশ্যকমত বিকৃত করা যায়। ঋষভ, গান্ধার, ধৈবত ও নিষাদ কোমলতায় ও মধ্যম তীব্রতায় পরিণত হয়। কদাচিৎ গান্ধার ও নিষাদ অত্যল্প চড়া হইয়াও থাকে। যাহা হউক, সাতটী প্রকৃত ও পাঁচটী বিকৃত এক এক গ্রামে এই বারটী সুরই সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়। বীণ ও হারমোনিয়ম যন্ত্রে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ লক্ষিত হইবে। কিন্তু হিন্দুসঙ্গীতে রাগবিশেষে আরও সূক্ষ্ম সুরের প্রয়োজন; এই জন্য শাস্ত্রকারগণ অতি-কোমলাদি বিবিধ খণ্ড-সুরের উল্লেখ করিয়াছেন। স্বভাব-সুর হইতে সামান্য নরম হইলে অনুকোমল, মধ্যম প্রকার হইলে কোমল এবং অত্যন্ত নরম হইলে অতি-কোমল কহে; এবং স্বভাব-সুর হইতে সামান্য চড়া হইলে অনুতীব্র, মধ্যরকম হইলে তীব্র এবং অধিক চড়া হইলে অতিতীব্র কহে।

চিহ্ন; যথা—

| অনুকোমল। | কোমল। | অতিকোমল। | অনুতীব্র। | তীব্র। | অতিতীব্র। |
|---|---|---|---|---|---|
| ঋ | ঋ | ঋ | ম | ম | ম |

(২) সঙ্গীত তিন প্রকার। বাদ্যসঙ্গীত, গাত্র বা নৃত্যসঙ্গীত ও সুরসঙ্গীত। ঢোলক, তবলা, মৃদঙ্গ, মাদল, ডম্ফ, জগঝম্প, কাড়া, নাগড়া, করতাল, খরতাল, নুপুর, ঘুমুর ও মন্দিরাদি যে সকল যন্ত্র দ্বারা তাল দেওয়া হয়, তাহাদিগের ক্রিয়াকে বাদ্যসঙ্গীত কহে। বাদ্য সহযোগে নানাবিধ ভাবভঙ্গী করতঃ পদদ্বয় ও তৎসঙ্গে অন্যান্য অঙ্গ সঞ্চালনের নাম নৃত্যসঙ্গীত, এবং গৎ, গীত ও আলাপের নাম সুরসঙ্গীত।

(৩) ষড়জ সচরাচর খরজ এবং কখন সুর বলিয়া কথিত হয়। ঋষভ এবং নিষাদও ঋখব ও নিখাদ নামে ব্যবহৃত হয়। ইহার কারণ এই যে, হিন্দি ভাষায় 'ষ' এর উচ্চারণ 'খ' এর ন্যায় হইয়া থাকে।

## শ্রুতি।

যেমন নাদদণ্ডকে খণ্ড খণ্ড করিয়া সাতটী স্বরের জন্ম হইয়াছে, সেইরূপ স্বরকে আবার খণ্ড বিখণ্ড করিয়া শ্রুতি কল্পিত হইয়াছে। সুতরাং মূর্চ্ছনা সহযোগে এক স্বর হইতে অপর স্বরে যাতায়াতে পথমধ্যে শ্রুতির সহিত সাক্ষাৎ হয়। শ্রুতির সংখ্যা বাইশটী মাত্র। আমাদিগের সঙ্গীতের যেরূপ স্বভাব, তাহাতে সাতটীর স্থলে বারটীতেও কুলায় না। অতিকোমল ও অতিতীব্র স্বরের সর্ব্বদা প্রয়োজন হয়। আর্য্যগণ সেই অভাব পূর্ণ করিবার জন্য সাতটী স্বরকে দ্বাবিংশতি ভাগে বিভক্ত করিয়া শ্রুতি নামকরণ করিয়াছেন। উহাদের সংখ্যা সকল স্বরে সমান ভাগে নাই;—ষড়জে ৪, ঋষভে ৩, গান্ধারে ২, মধ্যমে ৪, পঞ্চমে ৪, ধৈবতে ৩, এবং নিষাদে ২ টী। নিম্নে উহাদিগের নামগুলি প্রদত্ত হইল; যথা—

তীব্রা, কুমদ্বতী, মন্দা, ছন্দোবতী স্বরস্থিতা।
দয়াবতী, রঞ্জিনী আর রতিকা ঋষভাশ্রিতা॥
রৌদ্রী, ক্রোধী গান্ধারের চির-অনুগতা।
বজ্রিকা, প্রসারিণী, প্রীতি, মার্জ্জনী মধ্যমরতা॥
ক্ষিতি, রক্তা, সন্দীপনী, আলাপনী, শ্রুতি।
পঞ্চম বিহনে এদের নাহি অন্য গতি॥
মন্দন্তী, রোহিণী, রম্যা ধৈবত রঙ্গিণী।
সানন্দে উগ্রা, ক্ষোভিণী, নিষাদ সঙ্গিনী॥

## গ্রাম।

বেদাদি শাস্ত্রে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও সরিৎ অর্থাৎ উচ্চ, অনুচ্চ ও মধ্য এই ত্রিবিধ গ্রামের উল্লেখ আছে। সঙ্গীত গ্রন্থাদিতে ঐ অনুচ্চ বা নাদ স্বরের গ্রামকে উদারা, মধ্য স্বরের গ্রামকে মুদারা এবং উচ্চ স্বরের গ্রামকে তারা গ্রাম কহে। ঐ এক এক গ্রামে সা ঋ গ ম আদি সপ্ত স্বর লইয়া একটি সপ্তক হইয়া থাকে। সুতরাং গ্রাম অর্থে আদি স্বর ষড়জের ওজন এবং সপ্তক অর্থে গ্রামের অবয়ব বুঝিতে হইবে। ঐ ষড়জাশ্রিত বিশুদ্ধ স্বরের গ্রামকে মুখ্য গ্রাম কহে। আবার কখন কখন ঐ ষড়জ, পঞ্চম ও মধ্যমাদি রূপে পরিণত হইয়া গ্রাম গঠিত হইয়া থাকে। তাহার নাম গৌণ অথবা বিকৃত গ্রাম। কেহ কেহ কহেন যে, মধ্যমকে ষড়জ করিলে মধ্যম গ্রাম ও পঞ্চমকে ষড়জ করিলে পঞ্চম গ্রাম হয়, কিন্তু এ কথা যুক্তিবিরুদ্ধ। কেননা, উহাতে ষড়জের প্রাধান্য লোপ হইয়া মধ্যমাদিরই গৌরব বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ মধ্যম পঞ্চমই ষড়জ হইয়া যায়। সুতরাং উহাকে গ্রাম পরিবর্ত্তন না বলিয়া ষড়জ পরিবর্ত্তন বলা যাইতে পারে। অতএব, ষড়জকে মধ্যম পঞ্চমাদি স্বরে পরিণত করিয়া সেই হিসাবে গ্রাম গঠন করাই প্রকৃষ্ট পদ্ধতি।

গণিত সঙ্গীতের গ্রাম-প্রকরণে ইহার পরিচয় পাইবেন। যদিও হিন্দুসঙ্গীতে তিনটীর অধিক গ্রামের উল্লেখ নাই, কিন্তু রাগাদির বাহুল্য বিস্তার অথবা যুক্তালঙ্কারের অনুরোধে উদারার পূর্ব্ববর্ত্তী ও তারার পরবর্ত্তী গ্রামস্থ সুরের আবশ্যকতাও হইতে পারে। এই জন্য তাহাদিগকে যথাক্রমে অতিউদারা ও অতিতারা গ্রাম কহা যায়। গীত গতাদি লিখিবার সময় নিম্নে ও উপরে বিন্দু সংযোগে গ্রামের বিভিন্নতা প্রকাশ পাইবে। নিম্নে তাহার আদর্শ প্রদত্ত হইল।

| উদারাগ্রাম | মুদারাগ্রাম | তারাগ্রাম। |
|---|---|---|
| সা (নিম্নে বিন্দু) | সা | সাঁ |

উদারার নিম্নে ও তারার উপরে একটী করিয়া বিন্দু, মুদারার কিছুই নাই। অতিউদারা ও অতিতারার একটী করিয়া বিন্দু বেশী ; যথা—

| অতিউদারা | অতিতারা। |
|---|---|
| সা (নিম্নে দুই বিন্দু) | সাঁ (উপরে দুই বিন্দু) |

## মাত্রা।

কালের ধারাবাহিক স্রোতকে খণ্ডে খণ্ডে বিভাগ করার নাম মাত্রা। ঘটিকা-যন্ত্রের এক একটী টক্ টক্ শব্দ, অথবা ধমনীর এক একটী আঘাত, কিম্বা এক, দুই, তিন, চারি ইত্যাদি এক এক রাশি গণনার কাল এক মাত্রা জ্ঞাপক। আবশ্যক হইলে ঐ মাত্রা কাল, কিছু বিলম্বিত অথবা দ্রুততার সহিত সম্পন্ন হইয়াও থাকে। সঙ্গীত-শাস্ত্রে প্লুত, দীর্ঘ, হ্রস্ব, অর্দ্ধ, অনু এই পাঁচ প্রকার মাত্রা ব্যবহৃত হয়। দুই মাত্রার অধিক হইলে তাহাকে প্লুত ; দুই মাত্রা হইলে দীর্ঘ ; এক মাত্রা হইলে হ্রস্ব ; আধ মাত্রা হইলে অর্দ্ধ এবং সিকি মাত্রা হইলে অনুমাত্রা কহে। কিন্তু সঙ্গীতালোচনা কালে অনেক স্থলে এরূপ দেখা যায় যে, অনু অপেক্ষাও অনেক লঘু, এমন কি, ষোল অংশের এক অংশ অর্থাৎ এক আনা মাত্রাও আবশ্যক হয়। তান কর্ত্তব্যাদির সময় তাহার ব্যবহার হইয়া থাকে। আর এক প্রকার মাত্রা আছে, তাহাকে ভগ্ন অথবা আড়ি মাত্রা কহে। মুসলমান সঙ্গীতকারগণ সর্ব্বদা ঐ আড়ি মাত্রা ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা গান ও গতাদির সম, অতি সুন্দররূপে প্রকাশিত অর্থাৎ ছন্দগুলি যেন নৃত্য করিতে করিতে সমে আসিয়া পতিত হয়।

## মাত্রার চিহ্ন।

। এইরূপ দণ্ড চিহ্ন মাত্রা জ্ঞাপক।

ᵕ এইরূপ চন্দ্রবিন্দু অর্দ্ধ মাত্রা জ্ঞাপক।

× এইরূপ ডমরু চিহ্ন সিকি মাত্রা জ্ঞাপক।

## দৃষ্টান্ত।

| প্লুত, | দীর্ঘ, | হ্রস্ব, | অর্দ্ধ, | অণু। |
|---|---|---|---|---|
| সাঁ | সাঁ | সা | সাঁ | সাঁ |

## লয়।

মাত্রা সমূহের সমকালিক গতির নাম লয়। সুতরাং যাঁহারা ঠিক সমান সময় অন্তর মাত্রার আঘাত করিতে পারেন, তাঁহাদিগের লয় বোধ আছে বলিতে হইবে। লয় তিন প্রকার; যথা—বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত। যে সকল গান বা গত ধীরতার সহিত গীত হয়, তাহাকে বিলম্বিত, মধ্যবিধ রকমে হইলে মধ্য এবং দ্রুততার সহিত হইলে দ্রুত লয় কহে।

## তান।

গমক মূর্চ্ছনাদি নানালঙ্কারে ভূষিত করিয়া রাগাদিকে বিস্তৃত করার নাম তান।

## কর্ত্তব।

গানাদি গাহিবার সময় সুরের বিবিধ প্রকার কৌশল দেখাইবার নাম কর্ত্তব।

## আরোহণ—অবরোহণ।

ষড়জাদি হইতে ক্রমে চড়াসুরে উঠিবার নাম আরোহণ এবং চড়াসুর হইতে নিম্ন সুরে নামিবার নাম অবরোহণ। ইহাদিগকে যথাক্রমে অনুলোম ও বিলোম কহিয়া থাকে।

## তাল।

সঙ্গীত ক্রিয়াকে কালরূপ দণ্ড দ্বারা মাপিবার জন্য মাত্রা কল্পিত হইয়াছে। সেই মাত্রা আবার বহুপ্রকার অখণ্ড ও সখণ্ড সংখ্যায় ছন্দোগত হইয়া তাল সৃষ্ট হইয়াছে। চারি হইতে অষ্টাদশ মাত্রা পর্য্যন্ত অনেক প্রকারের তাল ব্যবহার হইয়া থাকে; যথা—কওয়ালি, মধ্যমান, আড়া, একতালা, সোয়ারী, ঝাঁপতাল, ব্রহ্মতাল, রুদ্রতাল, চৌতাল, ইত্যাদি। কিন্তু কওয়ালি তালই আদি ও স্বভাব তাল বলিয়া বোধ হয়। কারণ যাহারা সংসারের জটিলতা বুঝে নাই, বা বুঝিতে চায় না, ঐ সকল সরল হৃদয়ে কওয়ালি তাল, আপনা হইতে আসিয়াই উত্থিত হয়। বালকের খেলিবার ছড়া, জননীর ঘুম পাড়ানে গান, বেহারাদিগের চলিবার বোল, মুটেদের কাটতোলা সায়েরী সমস্তই কওয়ালি তালে সম্পন্ন হয়। সেতার বেহালাদি যন্ত্রের গত অধিকাংশই কওয়ালি তালে বাজিয়া থাকে; তাহার কারণও ঐ তাল সাধারণ ও সহজবোধ্য বলিয়া। এই পুস্তকে ঐরূপ গত বাজাইবার উপযোগী ওটিকতক তাল, বোল সহযোগে লিখিত হইবে। ফলত গায়ক

ও বাদকদিগের পক্ষে তাল বোধ হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। তালহীন সঙ্গীত, অলবণ ব্যঞ্জনের ন্যায় বিস্বাদ। তাললয়সঙ্গত সঙ্গীতই যে সুসঙ্গীত ইহা সকলেই জ্ঞাত আছেন।

## তালের বোল।

### কওয়ালি—চারি মাত্রা।

\+ ৩ ০ ১
ধাধিন্ধা, নাধিন্ধা, তাতিন্তা, নাধিন্ধা।

### মধ্যমান—আট মাত্রা।

সাধারণত ইহাকে মধ্যলয়ের কওয়ালি কহে।

\+ ৩ ০ ১
ধাধিনাগ্দি, তাধিনাগ্ধি, ধিত্তানাগ্দি, তাধিনাগ্দি।

### বিলম্বিত কওয়ালি—ষোল মাত্রা।

ইহার সাধারণ নাম ঢিমেতেতালা।

\+ ৩ ০
ধা আ ধি ন্না, ত্রে কে ধা ধি ন্না, থু উ থু ন্না,
১
তিটী কতা গেদা ঘিনি।

### একতালা—ছয় মাত্রা।

\+ ১ ১
ধেটে ধাগ্ থুনা তেটে তাগ্ থুনা।

### চৌতাল—ছয় মাত্রা।

+ ০ ১ ০ ১ ১
ধা ধা ধিন্‌তা, খিৎ তাগে ধিন্‌তা, তেটে কতা গেদাঘিনি।

### পঞ্চম সোয়ারি—পনর মাত্রা।

১ ১ + ০
ধিঁ নাক্‌, ধিঁ নাক্‌ ধা ধি দ্ধি, ম্না ত্রে কে ট্‌

১ ০ ২ ০
তা ত্রে কেট্‌, তেব্বা ধি ধি, তা তা তা তা, না ধি ধি না।

অৰ্দ্ধ মাত্রাকে এক মাত্রা কল্পনা করিয়া লইলে উপরিস্থ তালটী বুঝিবার সুবিধা হয়।

### ঝাঁপতাল—দশ মাত্রা।

+ ১ ০ ১ ১ ০
ধি নাক, ধা ধি না, খি টি তা গ, তা ধি না।

### খেমটা।

চারিটী দীর্ঘ অথবা বারটী লঘুমাত্রা।

+ ০ ১ ০
এ এ এ এ এ এ এ এ এ এ এ এ
ধা গে দে, না তে নে, না গে দে, না তে নে

### ঠুংরি—চারি মাত্রা।

+ ০ ১ ০
ধে দ্ধা কি টী নে দ্ধা কি টী।

তালের মধ্যে যেটীতে জোর বেশী এবং যেখানে তালটী বিশ্রাম লাভ করে, তাহার নাম সম। যেটীতে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প জোর, তাহার নাম ফাক। কওয়ালি জাতির যে চারিটী তাল, তাহার প্রথমটীর নাম বিষম, দ্বিতীয় তালের নাম সম, তৃতীয় তালের নাম অতীত ও চতুর্থ তালের নাম অনাঘাত বা ফাক। তালের চিহ্ন ১, ৩ ইত্যাদি। সমের চিহ্ন + এইরূপ এবং ফাকের চিহ্ন ০ শূন্য।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

## বেহালা।

আমাদিগের দেশে যে সকল যন্ত্র বাদিত হয়, বেহালা যে তাহাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন। বিশেষতঃ অধিক কার্যোপযোগিতায় ইহার সহিত অন্য কোন যন্ত্রই সমকক্ষতা লাভ করিতে পারে না। ইহাতে ইংরাজী গত, নেহারার গত, কন্‌সার্টের গত, খেয়াল, টপ্পা, আলাপ প্রভৃতি সঙ্গীত আলোচনার যাবতীয় অঙ্গগুলি অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। ক্লারিয়নেট, ফ্লুট, এবং হারমোনিয়ম প্রভৃতি যন্ত্রের সহিত, ইহার যে অতি পবিত্র প্রণয়, তাহা সকলেই শ্রবণ করিয়াছেন। আবার দূরগামী শব্দে বেহালার একাধিপত্য কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না; এবং তাহা যে কিরূপ সুধাবৃষ্টি করে, যিনি নিশীথ সময়ে অথবা রজনীর শেষযামে সুরল হস্ত-বাদিত বেহালার আলাপ দূর হইতে শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারই হৃদয়-ক্ষেত্র তাহার মধুরতা প্রমাণের একমাত্র সাক্ষ্যস্থল। সুতরাং, ইহা অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, বীণা বলিয়া যদি স্বতন্ত্র কোন যন্ত্র থাকে, তবে তাহা বেহালা। এই জন্য, ব্যবহারেও কি এসিয়া, কি ইউরোপ অথবা আমেরিকা কিম্বা অষ্ট্রেলিয়া, পৃথিবীর সকল দেশের কি ধনী, কি নির্ধন, কি মধ্যবিত্ত, সকলেই সমান আদরে সকল সমাজে অর্থাৎ কি যাত্রা, কি নাচ, কি থিয়েটার, কি বৈঠকি, সঙ্গীত আলোচনার সকল স্থানেই এই সুমিষ্ট সুরপ্রসবিনী বেহালাকে অতি যত্নপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া থাকেন। মূল্য সম্বন্ধেও বেহালা সকলের উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। মণি-মাণিক্যবিহীন, অর্দ্ধসের মাত্র নীরস দারুময় দেহ এক খানি বেহালার মূল্য পঞ্চবিংশতি সহস্র মুদ্রা, ইহা অনেকেই শ্রবণ করিয়াছেন।

কিন্তু ইহা শ্রবণে যেমন মধুর, অভ্যাস করিতে তেমনই পরিশ্রম আবশ্যক করে। সেতার, এস্রার আদি যন্ত্রে পর্দ্দা বাঁধা আছে, সুতরাং পর্দ্দায় পর্দ্দায় অঙ্গুলি দিয়া গেলে কু-সুর বাহির হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু বেহালায় তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। অল্প পরিসর স্থানের মধ্যে অদৃষ্ট পর্দ্দাগুলি বিদ্যমান্ রহিয়াছে, অঙ্গুলি সকল সূত্র পরিমাণ স্থান ভ্রষ্ট হইলে অমনি কু-সুর বাহির হইয়া যায়। এই জন্য, বেহালা-বাদকগণের হস্তে মিষ্ট সুর আসিতে বিশেষ কষ্টকর ও কালবিলম্ব হইয়া পড়ে।

অনেকের বিশ্বাস, বেহালায় রাগের আলাপ হইতে পারে না; কিন্তু এরূপ ধারণা অতি ভ্রমাত্মক। রাগের প্রধান উপাদান গমক, মূর্চ্ছনা, তান, গিট্‌কিরি আদি, যখন এই যন্ত্রে বিশুদ্ধরূপে সুসম্পন্ন হয়, তখন রাগের আলাপ যে কি জন্য হইবে না,

তাহা বুঝিতে পারা যায় না। তবে ইহা অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, যন্ত্র বিশেষে যেরূপ গম্ভীর শব্দ নিঃসৃত হয়, ইহাতে সেরূপ হয় না। কিন্তু তাহা বলিয়া যে রাগের পূর্ণতা রক্ষিত হইবে না, ইহা অতি ভ্রমাত্মক সংস্কার। কোন কোন যন্ত্রে মুর্চ্ছনা আছে, গিট্‌কিরী ভাল বাহির হয় না। কোন যন্ত্রে গিট্‌কিরী আদি সুসম্পন্ন হইতে পারে, মুর্চ্ছনা কার্য্য একেবারেই প্রকাশ হয় না। কিন্তু এক বেহালা যন্ত্রে সমস্ত অলঙ্কারই শোভা পাইয়া থাকে। স্বর ও পূর্ণ তিনগ্রাম বিদ্যমান থাকায়, উক্ত তিন গ্রামেই রাগাদির মূর্ত্তি অতি পরিষ্কার রূপে প্রতিফলিত হয়। আবার বাদকের সুবিধা দেখিতে গেলে, বেহালার সদৃশ যন্ত্র আর দৃষ্ট হয় না। শয়নে, উপবেশনে, দণ্ডায়মানে অথবা ভ্রমণে কিম্বা অশ্বারোহণে সকল অবস্থাতেই উহাকে সমানভাবেই বাজাইতে পারা যায়। ফলতঃ, ওজনে লঘু, শব্দে গুরু এবং তন্ত্র চারিটি মাত্র ও তাহাতেই সমস্ত কার্য্য শেষ, এমন উপাদেয় যন্ত্র আর কি হইতে পারে ?

## বেহালার উৎপত্তি ও আকৃতি প্রকৃতি।

বেহালা ভারতীয় যন্ত্র মধ্যে পরিগণিত। এই ধনু যন্ত্র ( ১ ) অতি প্রাচীন ও হিন্দুজাতির বড় আদরের সামগ্রী। কথিত আছে, লঙ্কাধিপতি দশানন কর্ত্তৃক এই যন্ত্র প্রথম সৃষ্ট হয়। তখন ইহা রাবণাস্ত্রম অথবা রাবণার বলিয়া অভিহিত হইত। কালক্রমে প্রদেশগত ভাষা বিভিন্নতায়, কিম্বা কথঞ্চিৎ রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া অমৃতি নামও ধারণ করিয়াছিল। যাহা পূর্ণ সত্য, তাহার কখনই ক্ষয় নাই ; সর্ব্বত্রই তাহার বিজয় নিশান উড্ডীয়মান হয়। এই জন্য জাতিগত বিদ্বেষানলে দগ্ধ হইলেও, মুসলমান বণিকগণ এই যন্ত্রকে হৃদয়ে স্থান দিয়া পারস্য ও আরবাদি দেশে লইয়া যায়। ঐ সকল দেশবাসীগণ এই নূতন যন্ত্র অতীব যত্নের সহিত ব্যবহার করিতে থাকেন ও ইহার "কমান্‌জে জোজ" নাম প্রদান করেন। আরব্য ও পারস্যাদি উপন্যাসে পাঠ করা যায় যে, মুসলমান গায়িকাগণ সুমধুর বীণাযন্ত্রের স্বরসংযোগে গান গাহিয়া, প্রেমিক-প্রেমিকাগণের হৃদয়রঞ্জন করিতেন। সম্ভবতঃ তাহা এই যন্ত্র হইতে পারে। অনন্তর মহম্মদীয়দিগের দিগ্বিজয়ের সহিত উহা ইউরোপখণ্ডের স্পেন দেশে নীত হয়। স্পেনিস্‌গণ সুখ, সম্পত্তি, স্বাধীনতা সমস্ত হারাইয়া যেন তাহার বিনিময় স্বরূপ ঐ "কমান্‌জে জোজ" যন্ত্রখানি প্রাপ্ত হইল। তাহার পর বহু শতাব্দি ধরিয়া ঐ যন্ত্র ইউরোপের নানা দেশে আদৃত ও রূপান্তরিত হইতে হইতে, সভ্য জগতের নব-রবি উদিত হইবার সময় ( অর্থাৎ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দিতে ) গ্যাস্‌পর্ড নামক জনৈক ইটালীয় শিল্পী দ্বারা আধুনিক আকার প্রাপ্ত হইয়াছে ও সমস্ত

( ১ ) ছড় দ্বারা যে সকল যন্ত্র বাদিত হয়, তাহাদিগকে ধনু যন্ত্র কহে।

অস্ত্রীমণ্ডলে অধিকার লাভ করিয়াছে (২)। ঐ যন্ত্রকে ইটালীয়গণ "ভিয়াল" ও ইংলণ্ডীয়গণ "ভায়লিন" কহিয়া থাকেন; এই জন্য আমরা ঐ নামের অপভ্রংশে বেহালা নাম ব্যবহার করিয়া থাকি। বেহালা আমাদিগের অতি পুরাতন সম্পত্তি হইলেও বর্ত্তমান যুগে উহা ইউরোপীয়গণ কর্ত্তৃক ভারতে আনীত হইয়াছে, এই জন্য উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ-গুলির নাম প্রায়ই ইউরোপীয় ভাষায় কথিত হয়। যাহা হউক, উহাদিগের সাধারণ বাঙ্গালা ও প্রধান প্রধান অঙ্গগুলির ইংরাজী নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

| বেহালার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। | | বাঙ্গালা নাম। | | ইংরাজী নাম। |
|---|---|---|---|---|
| যন্ত্রের উপরিভাগ | ... | বুক | | |
| „ নিম্নভাগ | ... | পীঠ | | |
| „ মস্তক | ... | মোড়া | | |
| „ গ্রীবাদেশ | ... | ঘাড়ী | | |
| „ তারবদ্ধ কীলক | ... | কাণ | | |
| „ যে গহ্বর হইতে কাণ সংযুক্ত তার বাহির হইয়াছে। | | তার-কোষ | | |
| „ যে ক্ষুদ্র কাল কাঠখানির উপর তার চারিটী শয়িত থাকে। | | গদি | | |
| „ যে লম্বালম্বী কাল কাঠখানির উপর বাজাইবার সময় অঙ্গুলী-গুলি পতিত হয়। | | আঙ্গুল-পোষ | ... | ফিঙ্গারবোর্ড |
| „ অঙ্গুলিপোষের অগ্রভাগ হইতে সোয়ারি পর্য্যন্ত অর্থাৎ যে স্থলে ছড়ের ঘর্ষণ করিয়া বাজাইতে হয়, তাহাকে। | | ক্ষেত্র বা ক্ষেত | | |
| „ বক্ষঃস্থিত যে পাতলা কাঠখানির উপর তারগুলি স্থাপিত থাকে, তাহাকে। | | সোয়ারি | ... | ব্রীজ |

(২) যদিও এই যন্ত্র দেশ দেশান্তরে নীত হইয়াছে এবং দেশ ও রুচিভেদে উহার রূপ স্বতন্ত্র হইয়াছে বটে, কিন্তু কার্য্যকারিতায় অধিক বিভিন্নতা লক্ষিত হয় না। আমাদিগের দেশে বৈষ্ণব ও হরবেশ সম্প্রদায়ের মধ্যে সারঙ্গে বলিয়া যে প্রাচীন যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহার স্বর অবিকল বেহালার ন্যায়।

| বেহালার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। | বাঙ্গালা নাম। | ইংরাজী নাম। |
|---|---|---|
| সোয়ারির পশ্চাতে যে কাল ত্রিকোণ কাঠখানিতে তন্ত চারিটী বাঁধা থাকে, তাহাকে। | তারবঁধ ... | টেল্‌পিস্‌ |
| তলস্থিত গুঁজীকে ... | খীল | |
| বক্ষঃস্থিত উভয় ছিদ্রকে ... | সুরদুয়ারি | |
| যন্ত্রের মধ্যস্থিত খুটীকে ... | সরস্বতী-কাঠ ... | সাউণ্ড পোষ্ট |

## ছড়ের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নাম।

| | |
|---|---|
| ছড়ের লম্বা কাঠখানিকে ... | শলা |
| অশ্বপুচ্ছকে ... | চুল |
| গোড়ায় যে কাল কাঠখানিতে চুল আবদ্ধ থাকে, তাহাকে। | চুলবঁধ |
| তলস্থ স্ক্রুকে ... | স্ক্রুপ |

## ধারণ-প্রণালী।

কোন্ হস্তে বেহালা এবং কোন্ হস্তে ছড় ধারণ করত কিরূপ প্রণালীতে বাজাইতে হয়, ইহা সকলেই অবগত আছেন। অতএব, সে বিষয়ে আর অধিক কিছু লিখিবার আবশ্যকতা নাই। তবে যন্ত্র খানি ও ছড়গাছটী কিরূপ ভাবে ধরিলে সকল প্রকার সুবিধা হইতে পারে, তাহারই পরিচয় কথঞ্চিৎ লিখিত হইতেছে। বেহালাখানি বাম স্কন্ধের উপর রাখিয়া বাম পার্শ্বের দাড়ি দ্বারা টেল্‌পিসের বাম দিকে একটু দৃঢ় রূপে ধারণ করাই উচিত; এবং যন্ত্রের ঘাড়ী অর্থাৎ গ্রীবা দেশটী যেন তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলির মধ্যস্থলে সংলগ্ন মাত্র থাকে। করতল অথবা হস্তের অন্য কোন স্থানে উহার সংস্পর্শ হইবে না। দাড়ী দ্বারা ধরিয়াই উহাকে আবদ্ধ রাখিতে হয়। এমন কি যন্ত্রের গ্রীবা দেশটী ছাড়িয়া দিলেও যেন বেহালাখানি পতিত না হয়। এইরূপ ধৃত হইলে, রাগাদি বাজাইবার সময় অঙ্গুলি সকল নানা স্থানে বিচরণ করাইবার যথেষ্ট সুবিধা হইবে। ইউরোপীয়গণ ঐ রূপেই যন্ত্রটী ধরিয়া থাকেন। ছড়গাছটীর গোড়াতেই ধরা বিধি। উপরে তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা এই তিনটী অঙ্গুলি নিয়ত ও কনিষ্ঠ অঙ্গুলি সময় সময় ব্যবহার করিতে হইবে। বৃদ্ধাঙ্গুলিটী চুল ও শলার মধ্যেই থাকিবে। বাজাইবার সময় হাত যেন আড়ষ্ট না থাকিয়া কব্‌জির সহিত সঞ্চালিত হয়, সেইরূপ অভ্যাস করিবেন।

## সুর-বন্ধন।

সুরবন্ধনটী লিখিবার সামগ্রী নহে। শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা যাহারি সূক্ষ্মতা ও পূর্ণতা অনুভব করিতে হয়, লিখিয়া তাহা কি প্রকারে জানাইব? তবে কর্ত্তব্য বোধে উহার আনুষঙ্গিক কতকগুলি বিষয় লিখিতে বাধ্য হইলাম।

বেহালা যন্ত্রে যে চারিটী তন্ত্র সংযুক্ত থাকে, ইউরোপীয়দিগের নিকট তাহা দক্ষিণ হইতে বামা গতিতে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ তার বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু এতদ্দেশীয়গণ প্রথমটীকে পঞ্চম অথবা জীল, দ্বিতীয়টীকে সুর, তৃতীয়টীকে মধ্যম এবং চতুর্থটীকে নিখাদ বা সিলভর তার কহিয়া থাকেন। নিখাদটী অতিউদারা গ্রামের কোমল নিষাদ। মধ্যমটী উদারা গ্রামের মধ্যম। সুর তারটী মুদারা গ্রামের খরজ অর্থাৎ সুর; এবং পঞ্চমটী মুদারার পঞ্চম স্বর করিয়াই সাধারণত সুর বন্ধন হইয়া থাকে। এই রূপ পঞ্চমত্ব অনুপাতে সুরগুলি বাঁধা হয় বলিয়াই বেহালার সুর স্বভাবত মিষ্ট। কোমল নিখাদের পঞ্চম, মধ্যম; মধ্যমের পঞ্চম সুর; এবং সুরের পঞ্চম জীল। উত্তমরূপে সুরটী বাঁধিয়া ছড় দ্বারা টানিলে যে কোন উভয় তারে আঘাত প্রযুক্ত সুর পঞ্চম সংযোগে সুমিষ্ট (১) সুরের ধারা বহিতে থাকে। অতএব, যন্ত্রের সুরটী ভাল করিয়া বাঁধা কর্ত্তব্য। নিজে সক্ষম না হইলে প্রথম প্রথম কোন সুরজ্ঞানীর নিকট হইতে ঠিক করিয়া লওয়া উচিত; এবং যত সত্বর পারা যায় ঐ ক্ষমতা আপন আয়ত্তে আনা বিশেষ প্রয়োজন। সাধারণ কথায় বলে যে, সুর বাঁধিতে পারিলে অর্দ্ধেক শিক্ষা হইল।

বেহালার সুর নরম হইলে তত মিষ্ট হয় না এবং শব্দও বেশী হয় না। এই জন্য ইউরোপীয়গণ চড়া সুরে বাজাইয়া থাকেন। তাঁহারা মনুষ্য কণ্ঠের সাধারণ সুর (ইংরাজী D ডি সুরে) মধ্যম তারটী বাঁধেন। ইহাতে গত ও গান উভয়েরই সুবিধা হয়। এতদ্দেশীয়গণ সচরাচর কণ্ঠের ওজনে সুর তারটী বাঁধিয়া থাকেন। উহাতে তার বাঁচাইবার সুবিধা ভিন্ন অন্য কোন ফলই পাওয়া যায় না। যাহা হউক, দেশীয় রীত্যনু-সারে, অথবা তবলা তাম্বুরাদির অনুরোধে, কিম্বা বাদকের ইচ্ছামত করিয়া, অগ্রে সুর তারটী বাঁধিয়া লইবেন। তৎপরে, অন্য তারগুলি যথামত ওজনে বাঁধিতে হইবে। অনন্তর তারার সুরে, মুদারার মধ্যমে এবং উদারার কোমল নিখাদে অঙ্গুলি সংযোগ করিয়া বাজাইয়া দেখিবেন, যদি উহাদিগের সুর তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী তারের সুরের সহিত মিশিয়া যায়, তবে সুরটী ঠিক বাঁধা হইয়াছে জানিতে হইবে। ইহা অপেক্ষা সুর বন্ধনের কথা বিশদরূপে লিখিবার সাধ্য নাই।

এক্ষণে একটী কথা বলা নিতান্ত আবশ্যক। বাজান শেষ হইলে তারগুলি নাবাইয়া রাখা উচিত নহে। উহাতে যন্ত্রের সুর ভাল থাকে না ও বাজাইবার সময় বড় নামিয়া যায়। অতি মন্দ যন্ত্রও নিয়ত বাঁধা থাকায় ভাল সুর প্রসব করে

---

(১) ইহার বিবরণ গণিত সঙ্গীতের স্বর প্রকরণের বাদী সংযোগে দেখুন।

## বাদন প্রণালী।

যন্ত্রের স্বরটী উত্তমরূপ বন্ধন পূর্ব্বক বেহালা ও ছড় গাছটী পূর্ব্ব কথিত রূপে ধারণ করিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিবেন। বাজাইবার সময় তারের উপর অঙ্গুলিগুলি যেন একটু চাপিয়া দেওয়া হয়। কারণ আল্‌গা টিপে কখন গোল স্বর বাহির হয় না। ছড় গাছটীও একটু চাপিয়া এবং চুলগুলি যাহাতে বিস্তৃত হইয়া তারের উপর পতিত হয় ও টানগুলি দীর্ঘ হয়, তাহা করিবেন। কেননা অগ্রে বড় অক্ষর না লিখিলে ছোট অক্ষর পাকা হয় না। ছড়ের টান, ক্ষেত্রের ঠিক মধ্যস্থলেই হইবে। যখন যে তারে বাজাইবেন, তখন যেন আর অন্য তারের সহিত ছড়ের সংস্পর্শ না হয়। তাহা হইলে স্বর গুলি পরিষ্কার ও স্পষ্ট রূপে শোনা যাইবে। ছড়ের যে টানটী বাম হইতে দক্ষিণ দিকে আসে, তাহাকে আগত এবং যে টান দক্ষিণ হইতে বাম দিকে যায়, তাহাকে বিগত টান কহে। 'ডা' চিহ্নে আগত এবং 'রা' চিহ্নে বিগত বুঝিতে হইবে।

আর একটী বিষয়ে সতর্ক হওয়া বিশেষ কর্ত্তব্য। বাজাইবার সময় গা দোলান কিম্বা কোন প্রকার মুখভঙ্গি আদি করা নিতান্ত দোষের কথা। উহাকে মুদ্রা-দোষ কহে। গায়ক ও বাদকদিগের পক্ষে উহা সামান্য দোষ নহে। উহাতে মুহূর্ত্ত মধ্যে সঙ্গীতকারী-দিগের সমস্ত গুণই নষ্ট হইয়া যায়। অতএব সুস্থিরভাবে বসিয়া বাজান অভ্যাস করিবেন। দিন কতকের চেষ্টায় উহা চিরদিনের মত অভ্যস্ত হইবে।

## আঙ্গুল-পোযস্থ সুরনিচয়।

আঙ্গুল পোষের উপর চক্রমধ্যস্থিত স্বরগুলির মধ্যে শুদ্ধ অতিউদারা গ্রামের নি কোমল নিষাদ ভিন্ন অপর সমস্ত স্বরই প্রকৃত সুর। উভয় প্রকৃত সুরের মধ্যে কৃষ্ণ বর্ণ-বিন্দুগুলি চিত্রের নিয় অর্থাৎ চড়া সুরের কোমল সুর। চড়ী মধ্যমের এক নাম কোমল পঞ্চম। ১ম অঙ্গুলি তর্জ্জনী, ২য় অঙ্গুলি মধ্যমা, ৩য় অঙ্গুলি অনামিকা এবং চতুর্থ অঙ্গুলি কনিষ্ঠ। স্থান বিশেষে সুরের নীচে ১, ২ ইত্যাদি চিহ্ন দিয়া অঙ্গুলি চতুষ্টয়ের বিশেষণ করা হইবে।

| | | |
|---|---|---|
| নি | ... | অঙ্গুলী পাত না করিয়া ছড়ের খোলা টান। |
| সা | ... | ১ম অঙ্গুলি। |
| ঋা | ... | ২য় „ |
| গা | ... | ৪র্থ „ |
| ম | ... | খোলা টান। |
| প | ... | ১ম অঙ্গুলি। |
| ধ | ... | ২য় „ |
| নি | ... | ৪র্থ „ |

উদারার গা ও নি কখন কখন ৩য় অঙ্গুলি দ্বারাও বাজান হয়, কিন্তু ঐ দুইটী সুর যখন কোমল করিয়া বাজান হইবে, তখনই ৩য় অঙ্গুলি বিশেষ সুবিধাজনক।

| | | |
|---|---|---|
| সা | ... | খোলা টান। |
| ঋা | ... | ১ম অঙ্গুলি। |
| গ | ... | ২য় „ |
| ম | ... | ৩য় „ |
| প | ... | খোলা টান। |
| ধ | ... | ১ম অঙ্গুলি। |
| নি | ... | ২য় „ |
| সাঁ | ... | ৩য় „ |
| ঋাঁ | ... | ৪র্থ „ |

ঋাঁ হইতে তারা গ্রামের আর আর সুরগুলি কনিষ্ঠ অঙ্গুলি দ্বারা বাহির করাই পদ্ধতি।

আঙ্গুলপোষ ও স্বরস্থান চিত্র।

LITH BY K D. C.
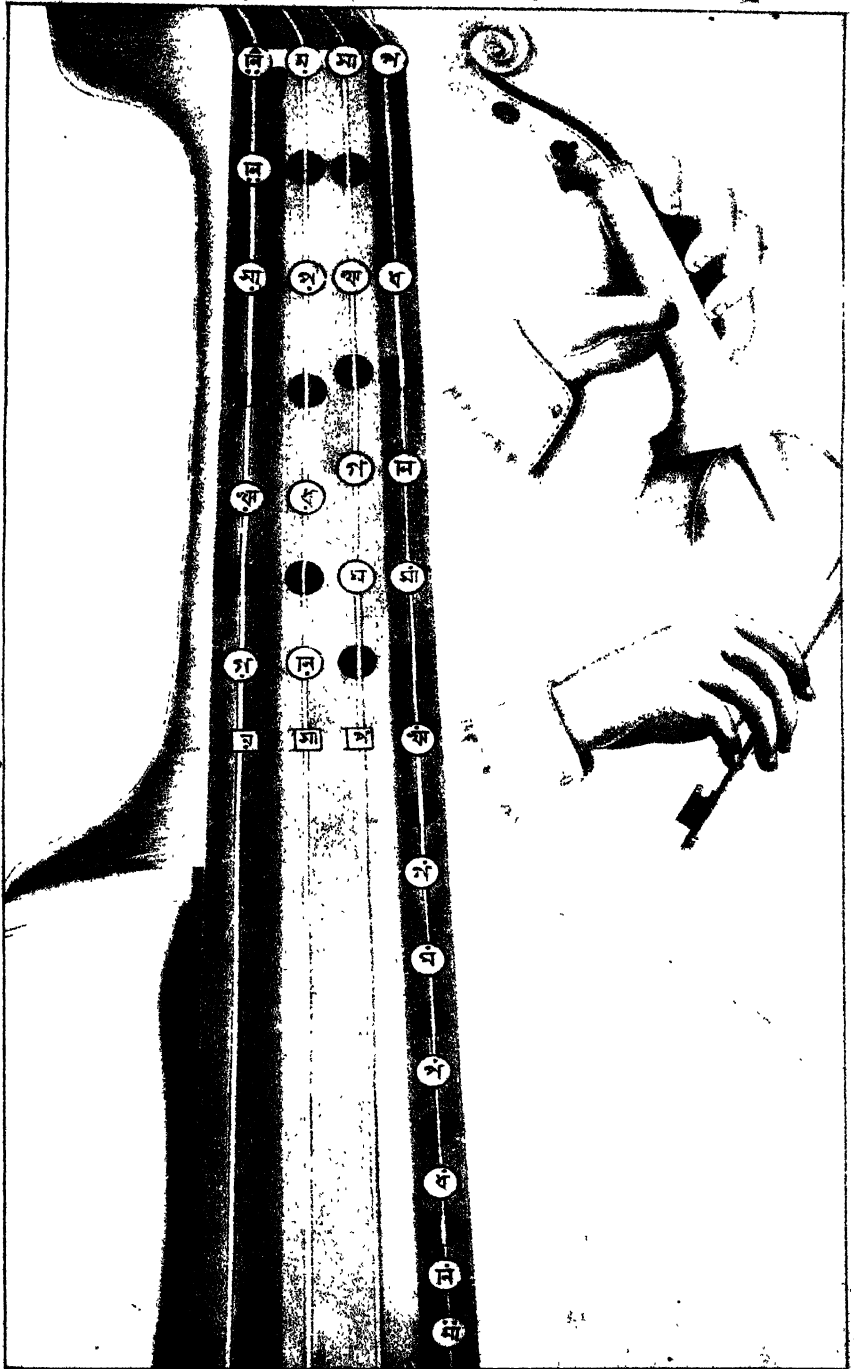
# তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

## সাধন প্রণালী।

মুদারা গ্রামের স্বরই সঙ্গীতের প্রধান আশ্রয়; এই জন্য প্রথমত মুদারা গ্রাম হইতেই স্বর সাধন আরব্ধ হইবে। কিন্তু আবশ্যক বিবেচনায় সেই সঙ্গে উদারা ও তারা গ্রামেরও দুই একটী স্বর গৃহীত হইবে। গ্রামের বিভিন্নতা, চিহ্ন দেখিয়া বুঝিয়া লইবেন। মাত্রার কাল এবং স্বরের শুদ্ধতা ও স্পষ্টতা বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইবেন। মাত্রা ও স্বর লইয়াই সঙ্গীত; সুতরাং ঠিক সুরে অঙ্গুলি সংযোগ ও মাত্রার স্থায়িত্ব নির্ভুল হওয়া একান্ত আবশ্যক। (১) পদের এক একটী আঘাতে এক একটী মাত্রা স্থির করিয়া লইবেন।

### গ্রাম চিহ্ন।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| উদারা | ... | ... | ... | সা̣ | নিম্নে বিন্দু |
| মুদারা | ... | ... | ... | সা | বিন্দু বিহীন |
| তারা | ... | ... | ... | সাঁ | উপরে বিন্দু |
| অতিউদারা | ... | ... | ... | সা (নিম্নে ••) | নিম্নে দুই বিন্দু |
| অতিতারা | ... | ... | ... | সা (উপরে ••) | উপরে দুই বিন্দু |

## মাত্রা ব্যবহারের নিয়ম।

### তিন অথবা প্লুত মাত্রা।

সা (উপরে ।।।) ... ছড়ের এক টান, পদের তিনটী আঘাত কালস্থায়ী।

* (১) সুরগুলি ঠিক করিবার জন্য কোন সুরজ্ঞানীর নিকট হইতে অথবা এই পুস্তকগত আঙ্গুল-পোষের চিত্র দেখিয়া কম্পাসের মাপে আপনার যন্ত্রের আঙ্গুল-পোষের উপর সাদা কাগজের টুকরা বসাইয়া লইবেন। আঙ্গুল-পোষের উপর সুরগুলির দূরত্ব এক প্রকার মাপ সই করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

## দুই কিম্বা দীর্ঘ মাত্রা।

সাঁ ... ছড়ের একটান, দুইটী আঘাত কালস্থায়ী।

## এক বা হ্রস্ব মাত্রা।

সা ... ছড়ের একটান, একটী আঘাতের কালস্থায়ী।

এক মাত্রায় এক স্বরের অধিক থাকিলে তাহা একটী বন্ধনীগত হইয়া থাকে। যদি সেই স্বরগুলি আবার সমসাময়িক হয়, তবে তাহাদিগের পূর্ব্ব স্বরের মস্তকেই একটী মাত্রা চিহ্ন দেওয়া হইবে; নচেৎ, যাহার যতটুকু স্থায়িত্ব, তাহার উপর সেই রূপ চিহ্ন দেখিতে পাইবেন।

## অর্দ্ধ মাত্রাযুক্ত এক এক স্বর।

এক আঘাতের কালমধ্যে দুইটী সুরে দুইটী টান।

## অনু অথবা সিকি মাত্রাযুক্ত এক এক স্বর।

সা ঋ গ ম
অথবা
সাঁ ঋঁ গঁ মঁ
ডা রা ডা রা

এক আঘাতের কালমধ্যে চারিটী সুরে চারিটী টান।

অর্দ্ধ ও অনু মাত্রামিশ্রিত পদগুলি সহজে বুঝিবার জন্য সিকি মাত্রাগুলিকে এক মাত্রা কল্পনা করিয়া লইলে বিশেষ সুবিধা হয়।

## আড়ী মাত্রা।

হস্ত কিম্বা পদের আঘাতটী পড়িবার সময় সুরগুলি বাহির না হইয়া উঠিবার সময় হইলেই, তাহাকে আড়ী মাত্রা কহে; যথা—

' সা ' ম গঁ ' গ ম ধ ' নি সাঁ

## সবিরাম মাত্রা।

স্বরগুলি স্রোতের ন্যায় গমনশীল না হইয়া থামিয়া থামিয়া গেলেই, তাহাকে সবিরাম মাত্রা কহে ; যথা—

অর্দ্ধ মাত্রা ছড়ের টান অর্দ্ধ মাত্রা বিরাম। বিরাম জ্ঞাপক চিহ্ন "  ́ " রেফ। যে স্বরের উপর রেফ দেওয়া হইবে, তাহাতে যে কোন মাত্রা দেখিতে পাইবেন অর্থাৎ এক, অর্দ্ধ প্রভৃতি, তাহা অর্দ্ধ বিরাম অর্দ্ধ ছড়ের টান বুঝিতে হইবে।

## ত্রিখণ্ডী বা তেহারা মাত্রা।

তেহারা মাত্রানুগত পদগুলি সর্ব্বথা তিন ভাগে বিভক্ত হয়। এক একটী মাত্রাও সম তিন অংশে বিভাগ করিয়া বাজান হইয়া থাকে। ⅓ অংশ মাত্রা 'এ' চিহ্নে এবং ⅔ অংশ মাত্রা 'ঐ' চিহ্নে বুঝিতে হইবে। সহজে বুঝিবার জন্য 'এ' কে এক মাত্রা ও 'ঐ' কে দুই মাত্রা এবং '।' এইরূপ দণ্ড-চিহ্ন অর্থাৎ পূর্ণ মাত্রাকে তিন মাত্রা কল্পনা করিয়া লইবেন। গতবিশেষে এই মাত্রা দ্রুত ও বিলম্বিত হইয়া থাকে। কিন্তু, দ্রুত বাজাইবার সময় শুদ্ধ পূর্ণ মাত্রাতেই এক একটী আঘাত করিতে হয়। ইংরাজী গতে এইরূপ ছন্দ সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

### উদাহরণ।

ধ় ম ম, ধ় ম ম, প ম, সা ; সা ধ় সা ম প সা নি

আমাদিগের আড়খেমটা ও খেমটা তালও তেহারা মাত্রানুগত।

# সাধন।

## মুদারা গ্রাম—প্রকৃত স্বর।

বিলম্বিত লয়ের সহিত পদের আঘাতে মাত্রা স্থির করিয়া ছড়ের দীর্ঘ টানের সহিত অঙ্গুলিগুলি একটু চাপিয়া বাজাইতে আরম্ভ করুন। ছড়, আগত বিগত উভয় দিকেই চালিত হইবে। ডা অর্থে আগত ও রা অর্থে বিগত টান বুঝিবেন।

১। সা ঋ গ ম প ধ নি সাঁ, সাঁ নি ধ প<br>
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

ম গ ঋ সা।<br>
ডা রা ডা রা

২। সা সা সা, ঋ ঋ ঋ, গ গ গ, ম ম ম,<br>
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

প প প, ধ ধ ধ, নি নি নি, সাঁ সাঁ সাঁ;<br>
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

সাঁ সাঁ সাঁ, নি নি নি, ধ ধ ধ, প প প, ম ম ম,<br>
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা.

গ গ গ, ঋ ঋ ঋ, সা সা সা।<br>
রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

৩। সা সা গ গ, ঋ ঋ ম ম, গ গ প প, ম ম

ধ ধ, প প নি নি, ধ ধ সাঁ সাঁ, নি নি ঋঁ ঋঁ সাঁ।

সাঁ সাঁ ধ ধ, নি নি প প, ধ ধ ম ম, প প গ গ,

ম ম ঋ ঋ, গ গ সা সা, ঋ ঋ নি় নি় সাঁ।

৪। সা ঋ গ, ঋ গ ম, গ ম প, ম প ধ,
প ধ নি, ধ নি সা;
সা নি ধ, নি ধ প, ধ প ম, প ম গ,
ম গ ঋ, গ ঋ সা।

৫। সা ঋ সা, ঋ গ ঋ, গ ম গ, ম প ম,
প ধ প, ধ নি ধ, নি সা নি, সা ঋ সা।
নি সা নি, ধ নি ধ, প ধ প, ম প ম,
গ ম গ, ঋ গ ঋ, সা ঋ সা।

৬। সা ঋ সা, সা ঋ গ ঋ সা, সা ঋ গ ম
গ ঋ সা, সা ঋ গ ম প ম গ ঋ সা,
সা ঋ গ ম প ধ প ম গ ঋ সা, সা ঋ
গ ম প ধ নি ধ প ম গ ঋ সা, সা ঋ
গ ম প ধ নি সা নি ধ প ম গ ঋ সা।

৭। সা গ ঋ ম গ, ঋ ম গ প ম, গ প ম
ধ প, ম ধ প নি ধ, প নি ধ সা নি, ধ সা
নি ঋ সা।

সা ধ নি প ধ, নি প ধ ম প, ধ ম প

গ ম, প গ ম ঋ গ, ম ঋ গ সা ঋ,

গ সা ঋ নি সা।

৮। সা সা প প, ঋ ঋ ধ ধ, গ গ নি নি,

ম ম সা সা, প প ঋ ঋ।

সা সা ম ম, নি নি গ গ, ধ ধ ঋ ঋ,

প প সা সা।

৯। সা সা ঋ ম নি প, ঋ ঋ গ প নি ম,

প ঋ নি ধ ঋ সা, নি প গ সা ঋ সা।

অর্দ্ধ মাত্রা সাধন।

১০। সা ঋ প ম গ ঋ গ ম, প ধ নি সা

ঋ সা সা। প সা নি ধ প ম গ ম

নি ধ প ম গ ঋ সা।

অনুমাত্রা সাধন।

১১। সা ঋ গ ম ঋ গ ম প গ ম প ধ

নঁ নি সাঁ; সাঁ নি ধ প নি ধ প ম

ধ প ম গ ঋঁ নি সাঁ।

উপরিস্থ স্বর সাধনগুলি কিছু দিন পুনঃপুন বাজাইয়া অঙ্গুলিগুলির কথঞ্চিৎ জড়তা দূর হইলে, নিম্নস্থ উদারা গ্রামের সাধনগুলি অভ্যাস করিবেন।

## উদারা গ্রাম সাধন।

১২। সা ঋ গ ম প ধ নি সা, সা নি ধ প

ম গ ঋ সা।

১৩। সা ঋ গ ঋ, গ ম প ম, প ধ নি ধ,

নি সা ঋ সা; সা নি ধ নি, ধ প ম প,

ম গ ঋ গ, ঋ সা নি সা।

১৪। সা ঋ গ ম প, ম প ধ নি সা, সা নি

ধ প ম প ম গ ঋ সা।

## মিশ্র গ্রাম সাধন।

১৫। ধ নি সা ঋ গ ম, ঋ ধ সা নি সা; গ ম

প় ধ় সা নি় সা, ঋ নি সাঁ নি সাঁ।

১৬। ম ধ় সা প় সা, ম় ঋ় ম় গ় ম়, প় সা

নি় ঋ সা; ধ ম প ঋ গ, সাঁ ঋ নি সাঁ ধ,

নি প ম ঋ সা।

১৭। সা় ঋ় গ় ম় প় ধ় নি় সা ঋ গ ম প

ধঁ নি সাঁ, সাঁ নি ধ প ম গ ঋ সা

নি় ধ় প় ম় গঁ় ঋ় সাঁ়।

## তারা গ্রাম সাধন।

বেহালা যন্ত্রে তারা গ্রামের স্বর সাধন কিছু কঠিন। অন্য গ্রামস্থ স্বরগুলি ভালরূপ অভ্যাস করিয়া একটু সুর বোধ হইলে, তাহার পর তারা গ্রাম সাধনার সুবিধা হয়। এই গ্রামের ষড়জ ভিন্ন অন্য সুরগুলি কনিষ্ঠ অঙ্গুলি দ্বারাই বাহির হইয়া থাকে। ইহার পঞ্চম সুর পর্য্যন্ত সাধিত হইলেই এক প্রকার কার্য্য সমাধা হয়, এই জন্য পঞ্চম পর্য্যন্ত একটী সাধন দেওয়া হইল। রাগাদি বাজাইতে বাজাইতে আর আর সুরনিচয় ক্রমে অভ্যস্ত হইবে।

১৮। সাঁ ঋঁ সাঁ, সাঁ ঋঁ গঁ ঋঁ সাঁ, সাঁ ঋঁ গঁ মঁ

গঁ ঋঁ সাঁ, সাঁ ঋঁ গঁ মঁ পঁ মঁ গঁ ঋঁ সাঁ।

পূর্ব্বোক্ত সাধনগুলি পুনঃপুন অভ্যাস করিলে স্বর জ্ঞান, গ্রাম ও মাত্রা বোধ এবং অঙ্গুলিগুলি যথাস্থানে পতিত হইবে, এরূপ ভরসা করা যায়। যাহা হউক, এক্ষণে দুই চারিটী অসংযুক্ত স্বরের গত লিখিয়া পরে বেহালা যন্ত্রের প্রধান অলঙ্কার আসের বিষয় লিখিত হইবে। বিকৃত স্বরের সাধনগুলিও ক্রমে এই সঙ্গে দেওয়া হইবে। নচেৎ, শিক্ষার্থিগণের একটা স্বতন্ত্র মহাকার্য্য পড়িয়া থাকে। বিকৃত স্বরগুলি ভাল রূপ অভ্যাস করা প্রয়োজন। কারণ, করুণ রসাত্মক ভাল ভাল রাগ রাগিণীগুলি ঐ উপাদানে গঠিত।

দুইটী স্বরের মধ্যস্থলের সুরটীকে উচ্চ সুরের কোমল অথবা নিম্ন সুরের তীব্র অর্থাৎ চড়ী সুর কহে। যেমন সা, ঋ, ইহাদের মধ্যস্থলে কোমল ঋ অথবা চড়ী সুর। কিন্তু হিন্দু-সঙ্গীতে সুর ও পঞ্চমের কোন বিকৃতি ভাব ঘটে না, এই জন্য পূর্ব্বোক্ত উভয় স্বরের মধ্যস্থ স্বরটীকে শুদ্ধ কোমল ঋখব কহে। আবার সুর ও কোমল ঋখব ইহাদের মধ্যের সুরটীকে অতিকোমল ঋখব কহা যায়। এই নিয়মে কোমল, অতিকোমল, তীব্র, অতিতীব্র আদি সুর স্থির করিয়া লইবেন।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

## গত প্রকরণ।

দুই, তিন বা ততোধিক বর্ণ একত্র হইলে যেমন একটী পদ হয়, সেই রূপ দুই তিন বা ততোধিক স্বর সংযোগে এক একটী ছন্দ হইয়া থাকে। ঐ রূপ গুটীকতক ছন্দ, কোন তালানুগত মাত্রায় সংযুক্ত হইলে তাহাকে পদ কহে। মন মুগ্ধকর স্বর সংযোগে ঐ রূপ দুই চারিটী পদে কোন রাগাদির মূর্ত্তি প্রকাশ করার নাম গত। গতের যে পদটী প্রথমে ধরা যায়, তাহাকে আস্থায়ী এবং পরে যে উচ্চ সুরের পদটী বাদিত হয়, তাহাকে অন্তরা কহে। অনন্তর খাদ সুরের ও অন্তরার ন্যায় উচ্চসুরের যে শেষ দুইটী পদ, তাহাকে যথাক্রমে সঞ্চারী ও আভোগ কহে। কিন্তু, গান ও আলাপ ভিন্ন, গতে সেরূপ পদ বড় ব্যবহার নাই। গত বাজাইবার সময় উপেজ অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ দ্বারা তাহাকে শোভিত করিতে পারিলে অতি মিষ্ট শুনায় এবং গতও বিস্তৃত হয়। ঐ রূপ উপেজ বাজাইয়া, পরে আস্থায়ী ধরাই রীতি।

পদের শেষে (।) এই রূপ দণ্ড চিহ্ন থাকিলে পদ বা ওয়াদার শেষ বুঝিতে হইবে। যে পদের অন্তে এই রূপ (॥) দুইটী দণ্ড থাকিবে, তাহা দুই বার বাজাইতে হইবে। যদি একাধিক পদ হইতে বাজাইতে হয়, তবে যে স্থান হইতে বাজাইতে হইবে, সেই স্বরের মস্তকে ও ঐ দুইটী দণ্ডের মস্তকে সমান অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত হইবে। পদ সম্পূর্ণ জ্ঞাপন চিহ্ন ঃঃ এইরূপ। যে তারে যে সুর আছে, যদি তাহার বাম পার্শ্বের তারে সেই সুর বাহির করিতে হয়, তবে তাহার মস্তকে □ এই রূপ একটী চতুষ্কোণ চিহ্ন প্রদত্ত হইবে। বিকৃত স্বরদিগের মধ্যে যদি কোন সময় প্রকৃত স্বর বাজাইবার আবশ্যক হয়, তবে সেই স্বরের মস্তকে ⊕ এই রূপ চক্র চিহ্ন ব্যবহৃত হইবে। গ্রাম ও স্বরের কোমলকড়ী আদি চিহ্ন যথাস্থানে দেখিয়া লইবেন।

# গত।

## আলেয়া—মধ্যমান।

০ ১ + ৩

প ম গ ঋ গ প ধ নি সা ধ নি প ॥

০ ১ + ৩ ০

ঋ ঋ গ গ ম প গ ম ঋ সা ॥ সা সা

১ + ৩ ০ ১ +

সা গ ম প প ধ নি । সা ঋ সা নি সা নি

৩

ধ প ম গ ঋ ঃঃ

## বিভাষ ম বিবাদী—মধ্যমান।

+ ৩ ০ ১

গ ঋ সা ঋ গ প ধ প ধ সা ঋ সা ।

সা ঋ গ ঋ সা নি ধ প | প ধ নি ধ

ধ ধ প ধ প প গ গ | গ ঋ গ প

ধ প গ ঋ ঋ সা | সা ধ প ধ সা ঋ

গ গ ধ প প গ ঋ সা ঃঃ

বেহাগ—মধ্যমান—দ্রুতমাত্রা।

প ম ম গ সা গ ম ম প নি | সা নি প ম গ |

প নি ধ সা নি প ধ প ম গ | গ ম প ম

গ ঋ সা প নি নি সা ||

প গ ম প নি নি সা ঋ সা নি সা | সা গ

ঋ সা প নি নি সা | প ম প ম গ সা সা

নি সা | গ ম প নি সা ঋ সা নি প ধ

প ম গ ম গ ঃঃ

উদারার প্রকৃত নিষাদ যথা ( নি ) কনিষ্ঠ অঙ্গুলি দ্বারা ও কোমল নিষাদ যথা ( নি ) অনামিকা দ্বারা বাজানই সুবিধা। তবে মূর্চ্ছনার সময় স্বতন্ত্র ব্যবস্থা।

## খাম্বাজ—নি—মধ্যমান।

সা নি সা ধ নি প ধ ম প ধ ধ নি নি ধ ||

সা ঋ সা ঋ ঋ ঋ সা নি নি ধ || সা ম গ ম

প ধ নি সা ঋ ঋ সা সা নি নি ধ ঃঃ

খাম্বাজে প্রকৃত ও কোমল দুইটী নিষাদই ব্যবহার হয়। প্রকৃত নিষাদ গুলি চক্র চিহ্ন দ্বারা পৃথক করা হইয়াছে। যাহা হউক কোমল সুরগুলি অঙ্গুলিগত করিতে বিশেষ যত্নবান হইবেন।

## সোহিণী—ঋ। প বিবাদী।

### একতালা।

ধ নি } ঋ সা সা সা নি সা নি নি ধ |

গ ম ধ ম ম গ গ ঋ ঋ সা |

সা সা গ ম গ ম ধ ধ সা সাঁ সাঁ |

সাঁ গঁ ঋঁ সাঁ নি সাঁ নি ধ ধঁ নঁ ::

এই গতটীর প্রথমেই ধ নি } এইরূপ বন্ধনীগত পদটীকে পূর্ব্বপদ কহে। গত যত বারই কেন বাজান হউক না, সর্ব্ব প্রথম ধরিবার সময় ভিন্ন অপর সকল সময়ই উহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। যে কোন গতে ঐরূপ দেখিবেন তাহা ঐরূপে বাজাইবেন।

## ইমন। র্ম (১)

### ঢিমে-তেতালা।

সাঁ ঋ } গ গ প র্ম প গ ঋ গ র্ম র্ম

প ধ নি ধ প র্ম গ | সাঁ নি ধ নি প ধ প

র্ম প ঋ গ ধ র্ম প গ ঋ গ সা ঋ ‖

গ গ গ প র্ম প ধ ধ ধ নি ধ নি সাঁ

(১) মুদারা গ্রামের কড়ি মধ্যম কনিষ্ঠ অঙ্গুলী দ্বারা বাজাইবেন। কিন্তু মুচ্ছর্না বাজাইবার সময় অনামিকা অঙ্গুলী দ্বারাই সুবিধা।

নি নি সা | সা ঋ গ ঋ সা নি ঋ সা নি ধ

প ম প গ ‖ ঋ গ ম ম প ধ নি ধ সা

নি সা প ম প গ ঋ গ সা ঋ ঃঃ

## সিন্ধু—নি গী—মধ্যমান।

ঋ ম প সা নি ধ ম ম প গ ঋ | নি সা

ঋ ম সা ঋ ম প সা নি ধ প ম গ ঋ সা ‖

নি ধ নি গ ঋ সা ঋ ম ম প | নি ধ

নি প ধ নি সা ম প ম গ ঋ সা ঃঃ

গতের কোমল সুরগুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। নচেৎ গত কখনই মিষ্ট হইবে না। ঠিক কোমল সুরে অঙ্গুলি পাত করিতে অবশ্য একটু কসরৎ আবশ্যক হইবে।

## বাহার—নি গী—একতালা।

প সা নি সা সা ধ নি প ম প |

গ ম ধ ধ নি সা নি সা সা নি ||

সা ঋ সা নি সা ধ ধ | নি প ম ম প গ গ |

ম ঋ সা নি সা সা সা | সা ম ম ম ম ম

প ম প গ গ ম | প নি প ম গ ম

প সা নি সা সা ম ঃঃ

রামকেলী—ঋ ধ—মধ্যমান।

প ধ } ম প গ ম ম প প নি ধ ধ প ম প ||

সা সা ঋ ম গ ম গ গ ঋ ঋ সা ||

সা ম ম ম প ম প প ধ ধ সা নি সা |

সা ঋ ঋ সা নি ধ প প ধ প ম গ সা ঃঃ

### ভৈরবী—ঋ গ ধ নি

### মধ্যমান।

+ ৩ ০ ১

সা ঋ } গ ম গ ঋ সা নি সা ধ নি গ সা ঋ ||

+ ৩ ০ ১

গ ম প ধ প ম প নি ধ প ম গ সা ঋ |

+ ৩ ০ ১

গ ম ধ নি সাঁ সাঁ ধ নি সা গ ঋ সা |

+ ৩ ০

৩ পঁ ধ প পঁ ধ প ম প নি ধ প

১

ম গ সা ঋ ঃ ঃ

উপরিস্থ দুইটী গতে সা সাঁ এবং প প এই রূপ যাহা দেখিতেছেন, তাহার অর্থ এই যে, মাত্রানুযায়ী কাল পর্য্যন্ত ঐ যুগল স্বর ছড়ের একটানে বাহির হইবে।

### অলঙ্কার।

ছড়ের এক এক টানে এক একটী স্বর বাজিলে গত কিম্বা আলাপাদি শুনিতে তত মিষ্ট হয় না। এই জন্য স্বর পরম্পরাকে আস, গিটকিরি, গমক ও মূর্চ্ছনাদি বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া বাজাইতে হয়। ক্রমে ঐ সকল অলঙ্কারের বিষয় লিখিত হইতেছে।

### আস।

এক টানে একাধিক স্বর বাহির হইলে তাহাকে আসালঙ্কার কহে। বেহালা যন্ত্রের অত্যুৎকৃষ্ট অলঙ্কার যে গিটকিরি, তাহা এই আসেরই অন্তর্গত। ফলত এক আসই

যদি সুন্দর রূপে বাজান যায়, তাহা হইলে মূর্চ্ছনাদি অন্য অলঙ্কার না হইলেও বেহালায় মিষ্টতা সম্পাদনের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে না। কিন্তু উহা বাদ দিলে এই যন্ত্র একেবারে প্রাণশূন্য হইয়া পড়ে। এই জন্য আসালঙ্কারটী বিশেষ যত্নের সহিত অভ্যাস করা কর্ত্তব্য।

এক টানে যে কয়টী সুর বাহির হইবে, নিম্নদেশে একটী রেখা দ্বারা সেই স্বরগুলি আবদ্ধ থাকিবে। সুতরাং পূর্ব্বস্বরে টান আরম্ভ করিয়া শেষ সুরে আসিয়া বন্ধ করিতে হইবে। পুনশ্চ এক্ষণ হইতে অঙ্গুলিগুলি একটু ভাল করিয়া চাপিয়া বাজাইবেন। অবশ্য, বেদনা না হয় এতদূর পর্য্যন্ত।

আসসাধন।

সা ঋ গ ঋ ম গ প ম ধ প নি ধ সাঁ নি সাঁ |

সাঁ নি নি ধ ধ প প ম ম গ গ ঋ ঋ সা সা |

নি

সাঁ ম গঁ ম গ ম প সাঁ নি সাঁ নি ধ, মঁ পঁ সাঁ

নি ধ ম প সাঁ ঋঁ গ ম প মঁ গ মঁ |

ম

প ম প গ ম ঋ গ ম প প ম প, প ধ নি

প ম প ধ প ম প গ ঋ সা নি সা |

ঋ ধ

ঋ মঁ গ মঁ প ধ, প ধ সাঁ নি সাঁ ঋ সা,

ঋ সা নিঁ ধ পঁ পঁ ধ মঁ, গ ঋ গঁ ঋ সাঁ সা নি়।

গ ধ নি

পঁ ধ নিঁ ধ প ম প গ ঋ, নি় সাঁ ঋ গঁ

সাঁ নি় ধ়ঁ প়, ম় প় নি় সা গ ঋ গ ঋ গ ঋ

গঁ ম পঁ, পঁ নি ধঁ পঁ ম পঁ ম গ ঋ সা ঋ।

ঋ গ ধ ম

নি় সা গ ম প ম প গ ম প ম গ ঋ সা,

সাঁ নি ধ প ম প গ ম প ম গ ঋ সা।

ঋ গ ধ নি ম

পঁ ম পঁ ধ প পঁ ম গঁ ঋ সা, নিঁ় সা গঁ

পঁ র্ম পঁ, নিঁ ধঁ ধঁ প, পঁ ধঁ নিঁ সাঁ নি সাঁ

ঋঁ সাঁ নি ধ পঁ র্ম গঁ, সাঁ ঋ গঁ ঋ সা নি ধ

ধ নি সা ঋ সা |

## নি

### হ্রস্বমাত্রা।

প ধ প ম গ ম প ধ নিঁ সাঁ নিঁ ধ

ঋ সাঁ নি ধ সাঁ নি ধ প নি ধ প ম গঁ ঋ সাঁ,

ধ নি সা ঋ সা নি ধ · প ম প ধ নি সা

গ ম ঋ গ র্ম পঁ সাঁ নিঁ ধঁ র্ম গ |

উপরিস্থ বিকৃত স্বরের সাধনগুলি অভ্যস্ত হইতে কিছুকাল বিলম্ব হইতে পারে। কিন্তু তাহা বলিয়া ব্যস্ত হইবেন না। একমাত্র কসরৎই সঙ্গীতের জননী। যে বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিলে সমাজ মধ্যে যথেষ্ট আদর ও সম্মান পাওয়া যায়, তাহা অনায়াসে উপার্জ্জিত হইবার নহে। তবে যত্ন, পরিশ্রম ও একাগ্রতা থাকিলে ইহাতে যে সফলকাম হইতে পারিবেন, ইহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে। যাহা হউক, সাধনগুলি নিয়ত না বাজাইয়া ঐ সঙ্গে সঙ্গে গতগুলিও অভ্যাস করিবেন। ফলত, অঙ্গুলি-নিচয় যাহাতে ঠিক নির্দ্দিষ্ট সুরে পতিত হয়, সেই রূপ কসরৎই প্রয়োজনীয়।

## আসালঙ্কৃত গত।

### মিশ্র বেহাগ——মধ্যমান।

আস্থায়ী।

+ ৩ ০ ১ | + ৩ ০ ১
সা ঋ ম গ | প ম গ . ম গ ঋ সা নি ||

+ ৩ ০ ১ | + ৩
প প ধ নি ধ প ম গ | প ম গ ম

০ ১
গ ঋ সা নি |

অন্তরা।

+ ৩ ০ ১ | + ৩ ০ ১
প নি সা সা নি | সা ঋ ঋ সা . নি সা ||

+ ৩ ০ ১ | + ৩
প প ধ নি ধ প ম গ | প ম গ . ম

০ ১
গ ঋ সা নি ঃঃ

### খাম্বাজ—নি—মধ্যমান।

বিলম্বিত লয়।

+ ৩ ০ ১ | + ৩
সা গ ম গ ম প | ম গ . ম গ ম প ধ নি

০ ১
প ধ প ম গ ম গ ||

খাম্বাজে দুইটী নিষাদই ব্যবহৃত হয়, এইজন্য প্রকৃত নিষাদ গুলিতে কোন চিহ্ন দেওয়া হইল না।

## উপেজ।

গ ম ; প সা নি সা ধ নি ধ নি প ধ প ধ

প ম গ ম | প সা নি সা ধ নি ধ নি

প ধ প ধ প ম গ ম ঃঃ

এই গতটীর প্রথম পদের শেষে প এর উপর ও সর্ব্বশেষে গ এর উপর দুই দুইটী করিয়া মাত্রা দেওয়া আছে। ঐ প কিম্বা গ যাহার পরই কেন উপেজ ধরুন না, উহাদের একটী মাত্রা ছাড়িয়া দিতে হইবে। সেই মাত্রাটী উপেজের প্রথম গ ম তে পূর্ণ হইবে। গতটী তিন চারি বার বাজাইয়া পরে উপেজ বাজাইবেন। উপেজ বাজাইবার পর পুনরায় আস্থায়ী ধরাই রীতি।

## ইমন—র্ম—মধ্যমান।

১ +ক ৩ ০
সা নি় সা ঋ } গ র্ম গ র্ম গ ঋ গঁ নি ধঁ ধ

১ + ৩
নি ধ নি | সাঁ নি সাঁ নঁ সা ধ প র্ম প

০ ১ ক
গ ঋ গ ঋ সা নি় সা ঋ ||

+ ৩ ০
সা সাঁ নঁ সা ধ সাঁ নি সা ঋঁ সা নি সা

১ + ৩
ধ প ঋ | গ প ধ প র্ম প প র্ম প

০ ১
গ ঋ গ ঋ সা নি় সা ঋ ঃঃ

### উপেজ।

+ ৩ ০
নি সাঁ ধ নি সাঁ ধ প র্ম প প ঋ গ ঋ
০ ০ ০

১
ঋ গ ঋ সাঁ নি় সাঁ সা ঋ ঃঃ
০

এক্ষণে পুনরায় গত ধরুন। গত বাজাইবার সময় তালের সম, ফাক ইত্যাদির হিসাবটী ঠিক রাখিবেন, অর্থাৎ গতটী কোন্ তালে ধরণ, উপেজটী বা কোন্ তালে এই সকল বিষয় একটু চিন্তার মধ্যে আনা উচিত। তাহা হইলে, তাল ও স্বর-লিপির মর্ম্ম সহজে হৃদ্গত হইবে।

## সিন্ধু—গৃ নি—মধ্যমান।

+ক ৩ ০ ১ +
সা ঋা গ ঋ গ ঋ সা ঋ | নি ধ নি ধ প ধ

০ ১ ক
ম প ঋ ম গ ঋ সা ঋ নি ||

+ ৩ ০ ১
প সাঁ সাঁ নি সাঁ ঋাঁ সাঁ নি ধ নি প ধ ম |

+ ৩ ০
প ধ নি সাঁ নি ধ প ধ ম প ঋ ম গ ঋ

১
সা ঋ নি ||

+ ৩ ০ ১ +
নি ধ নি ঋ ঋাঁ গাঁ সা ম | ঋাঁ গাঁ ঋ সা ঋ

৩ ০ ১ খ + ৩
প মাঁ গাঁ ম ঋ গ সাঁ || সা ঋ ম ম প

ন়ি ধ নি ধ প ধ ম | প ধ নি সাঁ নি ধ প ধ

ম প ঋ ম গ ঋ সা ঋ ন়ি ঃ ঃ

উপেজ।

১ম। সা ঋ ম প ধ নি সাঁ নি ধ প ম গ

ঋ সা ন়ি ঃ ঃ

২য়। সা ঋ ম প ধ ধ ধ ধ ধ নি ধ নি সাঁ

ধ নি সাঁ নি সা নি ধ | ম প ধ নি ধ প

ম প ঋ গ ঋ গ ম ঋ ম গ ঋ সা ন়ি ঃ ঃ

৩য়। বর মসি ধারা তরুতল বাসং।
বরমিহ ভিক্ষা বরমুপ বাসং॥
বরমপি ঘোরে নরকে পতনং।
নচ ধনগর্ব্বিত বান্ধব শরণং॥

+•　　　　　　৩　　　　　　০

নি ধ নি ঋ সাঁ ঋ গাঁ ঋ গা ঋ গা ম

ব র ম সি ধা ০ ০ রা ত ক ত ল

১　　　　　+　　৩

ঋ গা ম গা ঋ | ম গা ম গা ম গা ম প

বা ০ ০ ০ সং ব র্ মি হ ভি ০ ক্ষা ০

০　　১　　　+

ম ম গা গা ঋ গা ঋ সা ঋ | সা ঋ ম প

ব র মূ প বা ০ ০ ০ সং ব র ম পি

৩　　　০　　　　১

প ধ নি ধ প প প প ধ নি ধ পঁ ধঁ প

ঘো ০ ০ ০ রে ন র কে ০ ০ ০ প ত ০

+　　৩　　০

ম | প ধ নি সা ধঁ নি ধ প ধ ম প ম গা

নঃ ন চ ধ ন গ ০ ০ র্ব্বি ত বা ০ ক্ষ ব

১

ঋ সা নি ঃ ঃ

শ র ণং

১ম, ২য় ও ৩য় চিহ্নে তিনটী উপেজ দেওয়া হইল। ইহার একটী করিয়া বাজাইয়া এক এক বার গত বাজাইবেন ও পুনরায় আর একটী উপেজ ধরিবেন, ইত্যাদি।

## ভীমপলশ্রী—নি গী—মধ্যমান।

　　০　　　১

ঋ ম } প সা সাঁ নি ধঁ নি ধ পঁ ধঁ প

ম ম গ ম ম | নি নি সা ম গ ম প ম

গ ঋ সা সা গ ম ॥

প সা সা নি সা ঋ গ ঋ সা নি নি সা |

সা নি ধ নি ধ প ধ প ম প ম গ ম গ

ঋ গ ঋ সা | নি সা গ ম প নি সা ঋ সা নি

ধ প ম গ গ গ ম ঃ ঃ

পূরবী—ঋ র্ম ম—একতালা।

দ্রুতমাত্রা।

সা ' সা ' গ গ প র্ম প প ' প | গ '

গ ' প র্ম প গ ম গ ঋ সা নি ॥ প সা

সা সা নি সা নি ধ নি ধ | প ধ প র্ম প

গ ম গ ঋ সা নি ‖ সা গ ঋ গ গ প ম

ম প | প ধ নি সা ঋ নি সা ‖ সা গ ঋ সা

গ ঋ সা নি ধ প | সা সা নি নি ধ ধ প প

ম ম প প গ গ ম ম গ গ ঋ ঋ সা সা

নি নি ::

সতীন্দ্রনাথ (১)—নি

তেহারা মাত্রা—আড়খেম্‌টা।

সা নি ধ ম ধ নি সা ঋ গ | সা নি ধ ম

ধ নি সা | সা সা সা ঋ ঋ গ সা নি ঋ সা ‖

সা ম গ ম ঋ গ ঋ গ সা ঋ সা নি সা |

ম প ধ নি সা ঋ গ সা নি ধ নি ‖ সা ঋ সা

একারকে এক, ঐকারকে দুই এবং (।) দণ্ড অর্থাৎ পূর্ণ মাত্রাকে তিন মাত্রা কল্পনা করিয়া লইবেন।

(১) শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ বাবু, প্রাতরুত্থিত সূর্য্যের ন্যায় প্রাতঃস্মরণীয় প্রজাপালক জমিদার ৺প্রাণনাথ রায় চৌধুরী মহোদয়ের বংশধর। মদীয় প্রেম-ভক্তির উপহার স্বরূপ আমি এই গতটী প্রস্তুত করিয়া শ্রীযুক্তের নামে উৎসর্গ করিয়াছি।

গ ঋ ম গ ম প ধ প নি | ধ সা নি

ধ প ম গ ম গ ম ঃঃ

## ঝিঁঝিট—নি—কওয়ালি।

\+ ৩ ০ ১ +

মঁ গঁ ঋ র্সা র্সা সাঁ নি ধ প প | ম প ধ সা

৩ ০ ১ + ৩

ঋ গ প ম গ ঋ র্সা র্সা ‖ মঁ পঁ ম র্প র্প

০ ১ + ৩

ধ নি সা নি ধঁ প মঁ ‖ সাঁ ঋ সা নি নি সা নি ধ

০ ১ + ৩ ০

প নি ধ প র্ম র্ম ‖ সাঁ সা ঋঁ পঁ প মঁ গঁ গ ঋঁ

১ + ৩ ০ ১

সাঁ সা র্সাঁ | ধঁ নি র্সাঁ নিঁ ধ পঁ মঁ প ধঁ র্সা র্সা ঃঃ

এই গতটীর কোন কোন স্বরের মস্তকে "´" এইরূপ রেফ চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে; উহার অর্থ অর্দ্ধ ছড়ের টান অর্দ্ধ বিরাম।

## সিন্ধু—নি গী—কওয়ালি।

০ ১ + ৩ ০

ঋ গী ঋ সা নি ধ নি সা ঋ প ম | পঁ ধ নিঁ

১ + ৩ ০ ১ +

ধ নি প ধ ম প ম | পঁ সাঁ সা নি সা ধঁ নিঁ নি

প ধ | মঁ মঁ প ম প ঋ ম গ ঋ সা ||

সাঁ সা ঋঁ নিঁ নি সাঁ ঋঁ ম গ ঋ | ঋঁ গ ঋঁ

মঁ ম মঁ প ধ প ম প || পঁ প ধঁ প ম পঁ সাঁ সা

নি সাঁ || ঋঁ নিঁ নি ধঁ নি পঁ মঁ গঁ ঋ সা ::

খাম্বাজ—নি নি—মধ্যমান।

গ ম } প সা নি ধ নি ধ প ধ ম প গ ম |

প সা নি ধ প ম গ সা গ ম প গ ম ||

প সা নি ধঁ ধঁ ধ নি ধ পঁ পঁ | প ধ প

১ম বার ২য় বার

মঁ পঁ ধ প ম গ ম গ ম || মঁ |

ম ধ ধঁ নিঁ সাঁ নি সা সাঁ নিঁ ধ | ধ নি নিঁ ধঁ প প ধ

১ম বার ২য় বার

ম প পঁ গঁ ম গ গ || মঁ | সা সা সা গ ঋ গ

উপরিস্থ গতটীতে ম গ ম ॥ ম । এইরূপ বন্ধনী বেষ্টিত যে দুইটী পদ দেখিতেছেন, যাহা দুই বার বাজাইবার সঙ্কেত স্বরূপ দুইটী দণ্ড দ্বারা পৃথক্ হইয়াছে, উহার পূর্ব্বটীর নাম প্রথম পদ ও শেষটীর নাম দ্বিতীয় পদ। গত প্রথম বার বাজাইবার সময় প্রথম পদ এবং দ্বিতীয় বার বাজাইবার সময় দ্বিতীয় পদ বাজাইবেন। সুতরাং, প্রথম বারে দ্বিতীয় ও দ্বিতীয় বারে প্রথম পদ বাজান হইবে না। উভয় পদে অবশ্য মাত্রা সমান থাকিবে। যে যে স্থলে এইরূপ দেখিবেন, সেই সেই স্থলে ঐরূপই ব্যবস্থা।

---

## প্রভালঙ্কার বা গিট্‌কিরী।

এই অলঙ্কারটী আসের অন্তর্গত হইলেও ইহাতে একটু বিশেষত্ব আছে। ইহা সঙ্গীতের অতি উজ্জলতম রত্ন। কণ্ঠে কিম্বা বেহালাদি যন্ত্রে ইহা যথারীতি প্রদত্ত হইলে, সঙ্গীত অতি মধুরতায় পরিণত হয়। "সোরির" টপ্পা শুদ্ধ এই অলঙ্কারেই ভূষিত; এই জন্য শ্রবণমাত্রেই উহাতে সাধারণের মন মুগ্ধ হয়। নেহারার গতগুলি যে শুনিতে মিষ্ট লাগে, তাহারও কারণ ঐ। আবার আলাপাদির সময় এই অলঙ্কারটী উপযুক্ত স্থানে পরাইতে না পারিলে মূর্ত্তিটী মনোমোহিণী সাজে সজ্জিত হয় না। এই জন্য প্রভালঙ্কারটী উত্তম রূপে অঙ্গুলিগত করা কর্ত্তব্য।

ছড়ের একটানে এবং এক মাত্রা কালে অব্যবহিত পর পর গুটীকতক স্বর সংযোগে একটী ছন্দ হইলে, তাহাকে প্রভালঙ্কার বা গিট্‌কিরী কহে। মাত্রা যদি দ্রুত হয়, তবে উহা দুই মাত্রায়ও সম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রভালঙ্কার সাধারণতঃ একই প্রকার, কিন্তু দুই একটী স্বরের সংযোগ বিয়োগে তাহা আবার বিবিধ বর্ণে প্রকাশিত হয়। তাহার মধ্যে সরল ও মিশ্র নামে যে দুইটী অধিকাংশ স্থলে প্রয়োগ হয়, সেই উভয় জাতীয় গুটীকতক সাধন নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। সাধনগুলি এক মাত্রানুগত করিলে প্রথম শিক্ষার্থীদিগের পক্ষে কঠিন হইবে বিবেচনায় দুই মাত্রায় পূরণ করা হইল।

## প্রভালঙ্কার সাধন। (১)

| সরলপ্রভা। | মিশ্রপ্রভা। |
|---|---|
| ঋ সা ঋ সা নি সা | নিঁ সা ঋঁ সা ঋ সা নি সা |
| গ ঋ গ ঋ সা ঋ | সাঁ ঋ গঁ ঋ গ ঋ সা ঋ |
| ম গ ম গ ঋ গ | ঋঁ গ মঁ গ ম গ ঋ গ |
| প ম প ম গ ম | গঁ ম পঁ ম প ম গ ম |
| ধ প ধ প ম প | মঁ প ধঁ প ধ প ম প |
| নি ধ নি ধ প ধ | পঁ ধ নিঁ ধ নি ধ প ধ |
| সা নি সা নি ধ নি | ধঁ নি সাঁ নি সা নি ধ নি |
| ঋ সা ঋ সা নি সা | নিঁ সা ঋঁ সা ঋ সা নি সা |

| একমাত্রানুগত—সরলপ্রভা। | একমাত্রানুগত—মিশ্রপ্রভা। |
|---|---|
| ঋঁ সা ঋ সা নিঁ সা | নি সা ঋ সা ঋ সা নিঁ সা |
| মঁ গ ম গ ঋঁ গ | ঋ গ ম গ ম গ ঋঁ গ |

উপরিস্থ দ্বিমাত্রানুগত সরল ও মিশ্র সাধনগুলি উত্তম রূপে অভ্যাস করিয়া শেষে ঐ সাধনগুলিকে একমাত্রানুগত করিয়া বাজাইবেন। ঔদাস্য করিয়া একটীও পরিত্যাগ

(১) প্রভালঙ্কার বাজাইবার সময় অঙ্গুলী ঠোকরের সুর পূর্ণ না হইয়া একটু নরম হইলেও তত দোষ হয় না।

করিবেন না। এই অলঙ্কারই বেহালায় মিষ্টতা সম্পাদনের অদ্বিতীয় সহায়। সাধনগুলি শুদ্ধ প্রকৃত স্বরে দেওয়া হইয়াছে; শিক্ষার্থিগণ ঐ গুলিকে বিবিধ বিকৃত স্বরে ও গ্রামান্তরে পরিণত করিয়াও অভ্যাস করিবেন। অঙ্গুলীর ঠোকরগুলি যাহাতে সজোরে পতিত ও নিয়মিত হয়, সে বিষয়ে যত্নশীল হইবেন। কিছুদিন সাধন করিতে করিতে যখন দেখিবেন অঙ্গুলিগুলির মস্তকে বিলক্ষণ জোর দাঁড়াইয়াছে, তখনই বুঝিবেন অনেকটা সিদ্ধিলাভ হইয়াছে। যাহা হউক, ইহার পরে যে সমস্ত গত দেওয়া হইয়াছে, তাহাও এই সঙ্গে অভ্যাস করিবেন।

নেহারাদি ভাল ভাল গতগুলি, আস, প্রভা, গমক, মূর্চ্ছ্ণা প্রভৃতি বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত; এই জন্য, গমক এবং মূর্চ্ছ্ণালঙ্কার দুইটীও এই স্থলে লিখিত হইতেছে।

## গমক।

সুর কম্পনের নাম গমক। কোন একটী সুরে অঙ্গুলীপাত করত অতি দ্রুততার সহিত ঘর্ষণ যোগে সেই সুরকে কম্পিত করার নাম গমক। উহার চিহ্ন m এই রূপ গজ-কুম্ভাকৃতি।

### সাধন।

সা গ প নি সা ঋ ম ধ

## মূর্চ্ছ্ণা। (১)

কোন একটী সুর স্রোতের ন্যায় অবিচ্ছেদ গতিতে তদপেক্ষা উচ্চ অথবা নিম্ন সুরে গিয়া মিশ্রিত হইবার নাম "মূর্চ্ছ্ণা"। সুতরাং মূর্চ্ছ্ণা দ্বারা বিভিন্ন স্বরের পরস্পর সংযোগ কার্য্য সাধিত হইয়া সেই সুর সুললিত গম্ভীরতায় পরিণত হয়। সুনিপুণ চিত্রকর হস্তে বিভিন্ন বর্ণদ্বয় যেরূপ শেড্ সংযোগে মিলিত হয়, মূর্চ্ছ্ণা দ্বারাও সুর-সম্মিলন তদ্রূপ হইয়া

(১) হিন্দু সঙ্গীতে মূর্চ্ছ্ণার সংখ্যা একবিংশতি, তাহাদের নাম যথা;—১ গোপী। ২ বিস্তারিণী। ৩ চৈবজ মাল্যা। ৪ রামিণী। ৫ আলাপনী। ৬ বয়স্কা। ৭ প্রমোদিনী। ৮ সঙ্কোচিকা। ৯ বিহারিণী। ১০ নির্ম্মলী। ১১ কামিনী। ১২ প্রলাপিকা। ১৩ বিনোদিনী। ১৪ শিখরা। ১৫ লজ্জা। ১৬ আধারিণী। ১৭ বিশ্রামিণী। ১৮ কোমলী। ১৯ আনন্দী। ২০ দীর্ঘিকা। ২১ আমোদিনী—মতান্তরে ইহাদের অন্য নামেরও উল্লেখ আছে।

থাকে। এই জন্য রাগাদি বাজাইবার সময় মূর্চ্ছনালঙ্কারের বিশেষ প্রয়োজন হয়। হিন্দু-সঙ্গীতে এই মূর্চ্ছনাই সর্ব্বপ্রধান অলঙ্কার এবং ইহা বাজাইতেও একটু সুর-জ্ঞানের আবশ্যক। মূর্চ্ছনার চিহ্ন ~~~~~~~~ এইরূপ শৃঙ্খলের ন্যায়। যে যে স্বরের নিম্নে উহা প্রযুক্ত হইবে, তাহা মূর্চ্ছনাগত বুঝিতে হইবে।

### দৃষ্টান্ত।

উপরিস্থ দুইটী ছন্দের প্রথম নি ও গ গ্রহস্বর। উহার সুর বাহির হইবে না; অতি দ্রুততার সহিত উহাদের অব্যবহিত স্বর সা ও ম তে সুর মিশ্রিত হইয়া সেই একই টানে মাত্রানুযায়ী পর পর সুরগুলি একটি অঙ্গুলীর ঘর্ষণে বাহির হইবে। এক্ষণে এই কথাটি স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, মূর্চ্ছনা বাজাইবার সময় সুর-গুলির ধারণায় যদি সন্দেহ থাকে, তবে অগ্রে তাহা আসে বাজাইয়া সুর বুঝিয়া লইবেন, তাহার পর মূর্চ্ছনায় আনিতে অনেক সুগম হইবে।

সুরের নিম্নে ১, ২, ৩ ইত্যাদি অঙ্কপাত থাকিলে যথাক্রমে তর্জ্জণী, মধ্যমাদি অঙ্গুলী বুঝিতে হইবে।

### মূর্চ্ছনা-সাধন।

মূর্চ্ছনা বাজাইবার সময় অঙ্গুলী নির্দ্দেশের সাধারণ সঙ্কেত এই যে, মূর্চ্ছনার অন্তর্গত যে সুরটী সকলের নিম্ন, সেই সুরের অঙ্গুলীই ব্যবহার্য্য।

১। সা ঋ সা ঋ গ ঋ গ ম গ ম প ম
১ ১ ২ ৩

প ধ প ধ নি ধ নি সা নি সাঁ ঋ সা |
১

২। ঋঁ গ ঋঁ ঋ মঁ ঋ পঁ ধ. সাঁ ধ প
১ • ১ ১

মঁ গঁ ম ঋঁ সা |
২

৩। গ ম গ ম গ গ পঁ ম পঁ ধ নি ধ নি ধ
• ২ • ৩ • ১

ধ সাঁ |
০ ১

৪। ম গঁ ম গঁ ঋঁ গঁ ঋ সা প সাঁ সাঁ নি
• ২ ১ ০ ২

ধঁ নিঁ ধ প ম ম গঁ ঋঁ গঁ ঋ সাঁ |
১ • ২ ১

৫। ম্ প্ সাঁ নি্ সাঁ, ম্ প্ সাঁ নি্ সাঁ
১

ঋঁ প মঁ ঋ সা, ঋঁ পঁ মঁ ঋ সা |
১

এই পঞ্চম সাধনটী, প্রথম আসে এবং পরে মূর্চ্ছনায় যেরূপ দেখান হইয়াছে, আর আর সাধন, গত ও আলাপের মূর্চ্ছনাও ঐ রূপে অভ্যাস করিবেন।

## ঝিঁঝিট—নি—মধ্যমান।

সা ঋ } গ ম ঋ গ ম গ ম গ ঋ গ

সা নি ঋ সা ঋ সা নি সা | ধ নি প ধ

ঋ গ ম গ ম ঋ গ সা ঋ সা ঋ সা নি ধ প

১ম বার ধ সা ঋ ‖ ২য় বার ধ | ম প ম প সা ঋ গ ঋ গ সা

সা ঋ সা ঋ সা নি ধ প ধ ‖

ম গ ম প ধ নি সা নি ধ প ধ প ধ প ম |

গ গ ম ঋ গ ম গ ম গ ঋ গ সা |

ধ নি প ধ ঋ গ ম গ ম ঋ গ সা ঋ সা ঋ সা

নি ধ পঁ ধ সা ঋ :: *

## হাম্বির—ম—মধ্যমান।

গঁ ম } ধ নিঁ সাঁ নি সাঁ ধঁ সাঁ নি ঋঁ সাঁ

ঋঁ সাঁ নি সাঁ নি ধ নিঁ সাঁ নি সাঁ নিঁ ধ প

পঁ ম ধঁ প ধ প গঁ ম | ধ নিঁ সাঁ নি সাঁ ধঁ

সাঁ নি ঋঁ সাঁ ঋঁ সাঁ নিঁ সাঁ নি ধ নিঁ সাঁ নি সাঁ

নিঁ ধ প পঁ ম ধঁ প ধ প ঋঁ সা | ঋঁ সাঁ ধঁ প

ম পঁ ম পঁ ঋ গঁ প গঁ প পঁ পঁ ঋ সা

নি সাঁ নি সাঁ ::

* আসের রেখা উভয় পংক্তিতে থাকায় তাহাদের দুইটার সংযোগ-স্থল একটু বর্দ্ধিত করিয়া দেওয়া হইল।

২ ৩ ০
সাঁ নি সাঁ ম্ঁ ম্ঁ গ ম গ প ম ধ প সাঁ নি সাঁ ঋঁ

১
সাঁ নি সাঁ ধঁ প ম গ ম ঋঁ সা নি সা নি সাঁ ঃঃ

কালাংড়া—নি ঋ ম্ম—মধ্যমান।

+ক ৩ ০
ধ নি } ঋ ম গ ম প ম প ম গ ম গ ম গ

১ + ৩
ঋ গ সাঁ ঋ সা ঋ সা নি সা | নি ধ নি ধ নি সা ঋ

০ ১ ১
১ম বার ২য় বার
সাঁ ঋ সা ঋ সা নি ধ নি ধ ধ নি ‖ক ধ |

+ ৩ ০
ম ম গ ম গ ম প ম প ম গ ম গ ম গ

১ +
ঋ গ সাঁ ঋ সা ঋ সা নি সা | নি ধ নি ধ

৩ ০ ১
নি সা ঋ সাঁ ঋ সা ঋ সা নি ধ নি ধ ‖

ম্ ম্ ম্ নি্ ধ্ নি্ সাঁ নি্ সাঁ নি্ সা ঋ গ ম

ম ম গঁ মঁ গ ঋ সা নি্ সা ‖ সা ঋ গ ম

প ধ নি ধ পঁ ধ পঁ ম প গঁ প ম মঁ ম

গঁ মঁ গ ঋ সা ধ্ নি্ ঃঃ

মিশ্র যোগিয়া—ঋ ধ—পঞ্চম সোয়ারী।

সা সা } ঋ ম পঁ ধ, ধ ঋ সা নি নি ধ প,

ম ম প প প ধ ধঁ নি ধঁ, প ম গ ঋ

গ ঋ সা | ঋঁ প ম মঁ প ম, ম গ গ ঋ

ঋ প ম, প ধ সা সাঁ নঁি নি্ ধ নি ধঁ, পঁ ধঁ ধ

প ম গ ঋ সা ‖

মুলতানী—ঋ গ ধ র্ম—মধ্যমান।

বিলম্বিত মাত্রা।

৩ সাঁ ঋ } নিঁ সাঁ সা র্ম গ র্ম ধঁ পঁ পঁ গঁ র্ম

৩ পঁ নিঁ নি ধঁ নি পঁ র্ম প গ র্ম ঋ গ সা ঋ ‖

প প প সাঁ সাঁ | নি সা নি সা নি ৺ নি ধ নি

প ধ ম প প প সা সা || ম প ধ নি ৺ ধঁ

প পঁ ধ পঁ ম ম মঁ পঁ ম গ গ গঁ ম গঁ |

ঋ ঋ ঋঁ গ ঋঁ সা সা সাঁ ঋ সাঁ নি সা সা

সা ম্‌ ম্‌ ঃঃ

নিম্নস্থ দুইটী গত মধ্যম ঠাটে অর্থাৎ উদারার মধ্যম তারকে মুদারা স্থর কল্পনা করিয়া বাজাইবেন, তাহা হইলে ম্‌=সা, প্‌=ঋ, ধ্‌=গ, নি্‌=ম যথাক্রমে ঐ রূপে সপ্তক স্থির করিয়া লইবেন।

## আলেয়া—মধ্যমান।

৺ ঋঁ ঋ } গ প প প নঁি ধ নঁি সা সাঁ ধঁ নি

সাঁ ঋঁ ঋ সাঁ নি সাঁ ধঁ নি পঁ ম গ ঋ ঋ |

গ প প প নঁি ধ নঁি সা সাঁ ধঁ নি সাঁ ঋঁ ঋ

সাঁ নি সাঁ ধ প ধ প ম গ ঋ ঋ | ম প

প প নি ধ নি সাঁ সাঁ ধ নি সাঁ ঋ ঋ

সাঁ নি সাঁ ধ নি প ম গ ঋ ঋ | ঋ র্গ ম র্গ

ম প ম ম ঋ সা সা সাঁ সাঁ সা ম গ ম

প প প নি ধ নি | সাঁ ঋ ঋ সাঁ নি ধ নি সাঁ

সাঁ ধ নি সাঁ ঋ গ ম প ম গ ঋ সাঁ নি ধ প

ম গ ঋ ঋ ::

সিন্ধুড়া—নি, গী—ঢিমেতেতালা।

সা সা } ঋা ম ম প ধ, ধ সা নি ধ প,

মঁ গাঁ ম প, মঁ গঁ ম গঁ ঋ সা ॥

সা ঋ গী ঋাঁ গঁ ঋ সা, ঋা ম ম প. ধ, ম প প

সাঁ নি সাঁ, নি ধ প ম গী ঋ সা সা ॥

ম প প সাঁ নি সাঁ, ঋাঁ মঁ গঁ গঁ মঁ ঋা সাঁ,

সাঁ নি সা নি ধ নি প ধ, ম গঁ ম গঁ

ঋ গী সা ঃঃ

লগ্নী—নি—মধ্যমান, দ্রুতমাত্রা।

নিতান্ত সাধারণ হইলেও ছাত্রদিগের অনুরোধে এই গতটী প্রদত্ত হইল।

ধঁ ধ ধ নিঁ ধঁ প ধ ম প ম প নি ধ প

ম গ | সা গ গ ম প প সা নি ধ প ম ॥

নি নি নি সাঁ সাঁ সাঁ । সাঁ ঋঁ নি সা ঋঁ গঁ |

ঋঁ সাঁ নি সাঁ সাঁ সাঁ । সাঁ ঋঁ নি সাঁ ঋঁ গঁ |

ঋঁ সাঁ নি সাঁ সাঁ সাঁ । প সাঁ নি ধ প ম : :

নিম্নের তিনটী গত রাজ শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের সঙ্গীত-সমাজ হইতে, গুরুদেব ৺ ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়ের দ্বারা প্রস্তুত। যদিও এই গত অনেকেই অবগত আছেন, তথাপি উহার মিষ্টতার পক্ষপাতী হইয়া এই পুস্তক সন্নিবিষ্ট করিলাম।

আড়ানা বাহার—নি গী—পঞ্চমসোয়ারি।

প সাঁ নি সাঁ, ধ ধ নি প ম ম, ম প ধ নি প

প ধ, ম প ম ধ প ম ঋ | গ গ ম ঋ,

সাঁ ঋ গ সা সা সা, ঋ ম প ধ ম প নি সাঁ,

নি ঋ সা নি প ম ||

নি নি নি নি, নি সা ঋ সাঁ সাঁ সা, নি সা ঋ

ঋ ঋ সা, নি ঋ সা নি প ম ‖ ম প নি সা,

ঋ ম গ ম ঋ সা, নি সা ঋ ঋ ঋ সা,

নি ঋ সা নি প ম ঃঃ

কেদারা—ম ম—মধ্যমান।

সা } ম ম ম ম ম গ প ম ধ প প | ম গ

প প গ ম ঋ সা নি সা ‖ সা নি নি ধ নি ধ

প ধ প | ম গ প প গ ম ঋ সা নি সা ‖

প ম ধ প প প সা সা সা সা | নি সা নি নি

ধ নি ধ ধ প প | ম ম ঋ সা গ ম সা নি সা |

ম গ প প গ ম ঋ সা নি সা ‖

### ঝিঁঝিট—নি—মধ্যমান।

ধ্ সা নি ধ্ নি ধ্ প্, সা নি সা ‖ নি সা ঋ সা

ঋ ঋ, সা নি সা গ গ গ | সা নি সা ম ম ম,

গ ঋ গ ঋ সা সা ‖ ধ্ সা নি ধ্ নি ধ্ প্,

প ম প | ম গ সা, ঋ ঋ গ ঋ | ঋ গ ম প

ম ম, গ ঋ গ ঋ সা সা ঃঃ

## যুক্তালঙ্কার।

বাদী সম্বাদী প্রভৃতি অনুপাতে দুই তিনটী অনুকূল স্বর একত্র বাদিত হইলে যে সুমধুর স্বর প্রস্তুত হয়, তাহার নাম যুক্তালঙ্কার। ইহা ইউরোপীয় সঙ্গীতের পক্ষে যেরূপ অনন্য প্রধান ভূষণ, হিন্দু সঙ্গীতের অনুকূলে সেরূপ উপযোগী নহে। তথাপি গত কিম্বা আলাপাদি বাজাইবার সময় সাবধানে স্থান বিশেষে এই অলঙ্কারটী সংযোগ করিতে পারিলে মূর্ত্তিটীকে নব নব বর্ণে সুরঞ্জিত করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহার বাহুল্য ব্যবহার হারমোনিয়ম ও পিয়ানো যন্ত্রেই অধিক হইয়া থাকে। বেহালায় দুইটীর অধিক স্বর সংযোগ হয় না। যাহা হউক, নিম্নে উহার গুটীকতক সাধন মাত্র প্রদত্ত হইল।

সুক্তালঙ্কারের সাধনগুলি লিখিবার পূর্ব্বে হিন্দু সঙ্গীত-শাস্ত্রে সাতটী স্বরের সহিত সাতটী বর্ণের যেরূপ সাদৃশ্য উপমিত হইয়াছে; তাহা শিক্ষার্থিগণের অবগতির জন্য এই স্থানে লিখিত হইল; যথা—

কৃষ্ণ বর্ণো ভবেৎ ষড়্জো, ঋষভ স্তুকপিঞ্জরঃ।
কনকাভস্তু গান্ধারো, মধ্যঃ কুন্দ সমপ্রভঃ॥
পঞ্চমস্তু ভবেৎ পীতো, ধূসরং ধৈবতং বিদুঃ।
নিষাদঃ শুকবর্ণস্যাৎ ইত্যুক্তঃ স্বরবর্ণতা॥ নারদসংহিতা।
তথা যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা।

অর্থাৎ ষড়্জ কৃষ্ণবর্ণ, ঋষভ ধূম্র, গান্ধার সুবর্ণ, মধ্যম শ্বেত, পঞ্চম হরিদ্রা, ধৈবত ধূসর এবং নিষাদ হরিৎ বর্ণের সহিত উপমিত। ইউরোপীয় সঙ্গীত শাস্ত্রেও ঠিক ঐ রূপ বর্ণিত আছে। কেবল, হিন্দুদিগের নিকট গান্ধার সুবর্ণ বর্ণ, ইউরোপীয়দিগের নিকট তাহা রক্ত বর্ণ এই সামান্য মাত্র বিশেষ। সুচতুর শিক্ষার্থিগণ বর্ণদিগের অনুকূল মিলনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া স্বর সংযোগ করিতে পারেন। স্বর ও বর্ণ পরস্পরার শ্রবণ ও নয়নানন্দজনক মিলনেব নাম অনুকূল মিলন ও বিরক্তিকর মিলনের নাম প্রতিকূল মিলন। ইউরোপীয় ভাষায় যথাক্রমে ঐ দুইটী মিলনকে কনকর্ড ( concord ) ও ডিসকর্ড ( discord ) কহে। যাহা হউক, যুক্তালঙ্কার গ্রন্থনে বাদী সম্বাদী আদি সূত্র ব্যবহার করিলেই সকল আশা পূর্ণ হইবে।

## সাধন।

ছড়ের একটানে দুইটী স্বর প্রকাশ হইবে।

| যুক্তজাতীয় সংযোগ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | নি | ম | সা | সা | প | ঋ |
| | নি | ম | সা | সা | প | ঋ |

মধ্যম তারে কনিষ্ঠ অঙ্গুলী যোগে সা এবং স্বর তারে ঐ অঙ্গুলীতে প বাহির হইবে।

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বাদী সংযোগ | নি | সা | ঋ | গ | ম | প | ধ | নি | সা | ঋ | গ | ম |
| | ম | প | ধ | নি | সা | ঋ | গ | ম | প | ধ | নি | সা |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সম্বাদী সংযোগ | সা | ঋ | গ | প | ধ | নি | ঋ | গ | ম |
| | ম | প | ধ | সা | ঋ | গ | প | ধ | নি |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| অনুবাদী সংযোগ | ঋ | গ | ধ | নি | গ | ম |
| | ম | প | সা | ঋ | প | ধ |

# শ্রেষ্ঠালঙ্কার বা ছেড়।

বেহালা যন্ত্রে ছেড়ের সাধারণ সংজ্ঞা পরম্। তালিম, সুরল ও নিপুণ হস্তে ইহা বহুবিধ প্রকারে অনুষ্ঠিত হয়। গত, গান, আলাপ প্রভৃতি সর্ব্ব সঙ্গীতেই উহা প্রযুক্ত হইতে পারে। একটী সাধারণ লক্ষ্ণৌ ঠুংরী গানে সোপান স্বরূপ তিন প্রকার ছেড় লিখিত হইতেছে। এই সূত্রাবলম্বনে যত্ন করিলে বিবিধ ছন্দের ছেড় হস্তগত হইবে।

## সাধন।

১ম প্রকার। সাধারণ ছেড়।

সাঁ ঋঁ ঋ সাঁ মঁ ম গঁ গঁ গ গঁ গঁ গ | মঁ মঁ ম<br>
দা দি রি দা দি রি দা দি রি দা দি রি দা দি রি

পঁ পঁ প প গঁ গঁ গ | মঁ মঁ ম পঁ পঁ প পঁ পঁ প<br>
দা দি রি দা দা দি রি দা দি রি দা দি রি দা দি রি

সাঁ নিঁ নি | ধঁ ধঁ ধ পঁ মঁ ম গঁ গঁ ম ঋ গ ::<br>
দা দি রি দা দি রি দা দি রি দা দি রি দা রা

দা দি রি ইত্যাদি শব্দগুলিকে ছেড়ের বোল কহে। সুতরাং, ইহাতে আগত বিগ্রস্ত টানের নিয়ম খাটিবে না।

২য় প্রকার। ছুন্ ছেড়।

সা সা ঋ ঋ সা সা ম ম গ গ গ গ গ গ গ গ |<br>
দি রি দি রি দি রি দি রি দি রি দি রি দি রি দি রি

ম ম ম ম প প প প প প প প গ গ গ গ |<br>
দি রি দি রি দি রি দি রি দি রি দি রি দি রি দি রি

ম ম ম ম প প প প ধ ধ ধ ধ সা সা নি নি
দি রি দি রি দি রি দি রি দি রি দি রি দি রি দি রি

ধ ধ ধ ধ প প ম ম গ গ ম ম ঋ ঋ গ গ ::
দি রি দি রি দি রি দি রি দি রি দি রি দি রি দি রি

ইহার এক মাত্রার স্বর চারিটীকে অর্দ্ধ মাত্রায় বাজাইলে, তাহাকে চৌদুন ছেড় কহে।

৩য় প্রকার। আড়ি ছেড়।

সাঁ ঋঁ ঋ সা ম মঁ গঁ গ গঁ গঁ গ |
দা দি রি দা রা ० দি রি দা দি রি

মঁ মঁ ম প প পঁ পঁ প গ গ গ গ |
দা দি রি দা রা ० দি রি দি রি দি রি

মঁ মঁ ম প প পঁ পঁ প সাঁ সাঁ নি নি |
দা দি রি দা রা ० দি রি দি রি দি রি

ধঁ ধঁ ধ প ম মঁ পঁ ম ঋঁ ঋঁ স ::
দা দি রি দা রা ० দি রি দা দি রি

# ইংরাজী গত।

**FAIRY LAND** বা নাচের গত।

নি—থ্যাম্‌টা।

১ম ভাগ।

ম প } ধ ধ ধ ধ নি ধ প | প প ধ ম প

ধ প ম ম প ‖ ধ ধ ধ ধ ধ নি সা ঋ |

১ম বার ২য় বার

ধ সা নি ধ প ম ম ম ম প ‖ ম ম সা সা

সা সা ঋ গ ঋ সা সা সা সা | সা সা ঋ গ

সা ঋ সা নি ধ প ম প |

২য় ভাগ

সা সা ঋ সা নি ধ ধ ম ম প সা সা

১ম বার ২য় বার

ধ সা সা ‖ ম সা প সা সা ধ সা সা নি সা সা ‖

ধ ম প ধ নি সা সা ঋ সা নি ধ ধ ম ম

ম ম প ঃঃ

## ROSE. ( সমাধি সঙ্গীত )

নি স্বী। বিলম্বিত মাত্রা।

নি সা ঋ নি ধ প ম ঋ | নি সা ঋ ম গ ঋ

সা ঋ সা নি | নি সা ঋ নি ধ প ম ঋ | নি সা

ঋ ম ঋ গ সা ঋ সা নি নি | ম ঋ নি ধ প

ম ঋ | ম ঋ নি ধ প ম প ধ নি | নি সা ঋ

নি ধ প ম ঋ | নি সা ঋ ম ঋ গ সা ঋ

সা নি নি ঃ ঃ

এই গতটীতে যে কয়টী পদ, সেই কয়টী ছেদ দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু, তাহাতে মাত্রার সমতা নাই, এই জন্য হিন্দু সঙ্গীতের কোন তালে ইহা সঙ্গত হইবে না।

## GOD SAVE THE QUEEN,

অর্থাৎ মহারাণীর মঙ্গল প্রার্থনাসূচক শেষ-সঙ্গীত।

বিলম্বিত মাত্রা।

সা সা ঋ নি সা ঋ | গ গ ম গ ঋ সা |

ঋ সা নি সা সা ঋ গ ম | প প প প ম গ |

ম ম ম ম গ ঋ | গ ম গ ঋ সা গ ম প |

ধ প ম গ ঋ সা ঃ ঃ

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

# রাগ রাগিণী।

শ্রবণ ও হৃদয়রঞ্জনকর সুরচিত সুরপরম্পরার নাম রাগ রাগিণী। ষড়জকে আশ্রয় করতঃ আর আর সুরগুলি কোন নিয়মিত অনুপাতে আরোহণ পূর্ব্বক গ্রাম পূর্ণ করিয়া, পুনরায় ঐরূপ কোন অনুপাতে অবরোহণান্তে পূর্ব্বস্থানে আসিয়া বিশ্রাম করে। ইহাতে যেন একটী পদ বা মূর্ত্তি গঠিত হয়। ইহাই রাগ রাগিণীর বিশুদ্ধ ভাব। ঐ বিশুদ্ধ কাঠামটী স্থির রাখিয়া উহাকে আবার নানা বর্ণালঙ্কার দানে মোহিণী মূর্ত্তিতে পরিণত করিতে হয়। যাহা হউক, ঐরূপ স্বরানুপাত বিভিন্নতায় বিবিধ রাগ রাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে যে গুলির সুর পুরুষোচিত গম্ভীরতা ব্যঞ্জক, তাহারা পুরুষজাতীয় অর্থাৎ রাগ। যাহাদিগের সুর প্রেম বাৎসল্য আদি স্ত্রীজাতি সুলভ কোমলতায় পরিপূর্ণ, তাহারা স্ত্রীজাতি অর্থাৎ রাগিণী। এই সকল রাগ রাগিণী আবার কুলগত ভাগত্রয়ে বিভক্ত হইয়া শুদ্ধ, সালঙ্ক ও সঙ্কীর্ণ অভিধানে অভিহিত হইয়াছে। যে সকল রাগ (১) স্বয়ংসিদ্ধ অর্থাৎ অমিশ্র ভাবে স্বয়ম্ভুরূপে উদিত হইয়াছে, তাহারা শুদ্ধ কুল। যে সকল রাগ দুইটী রাগ হইতে প্রসূত, তাহারা সালঙ্ক কুল, এবং যাহারা বহুরাগ হইতে উৎপন্ন, তাহারা সঙ্কীর্ণ কুল বলিয়া কথিত হয়। পুনশ্চ, ঐ সকল রাগ রাগিণী আবার সম্পূর্ণ, খাড়ব ও ওড়ব এই ত্রিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। যে সকল রাগে সাতটী সুরই ব্যবহৃত হয়, তাহা সম্পূর্ণ; যে যে রাগে ছয়টী সুর আবশ্যক হয়, তাহা খাড়ব এবং পাঁচ সুরের রাগদিগকে ওড়ব শ্রেণী কহে।

রাগ রাগিণীদিগের মধ্যে যে সুরটী রাজার ন্যায়, অর্থাৎ যে সুরটী সর্ব্বদা প্রয়োজনীয় ও গুরুমাত্রাবিশিষ্ট, তাহাকে বাদী, অংশ ও হিন্দি ভাষায় জান কহে। যে সুরটী মন্ত্রীর ন্যায় রাজার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় থাকে অথচ বাদী অপেক্ষা মাত্রায় লঘু, তাহাকে সম্বাদী এবং যাহারা ভৃত্যের ন্যায় মধ্যে মধ্যে আবশ্যকীয় এবং মাত্রায় অতি লঘু, তাহাদিগকে অনুবাদী কহে। যে সুর শত্রুর ন্যায় রাগের মূর্ত্তি বিনাশ করে, তাহার নাম বিবাদী সুর। যে সুর গ্রহণ করিয়া রাগ আরম্ভ করিতে হয়, এবং যে সুরে গিয়া বিশ্রাম করে, তাহাদিগের নাম যথাক্রমে গ্রহ ও ন্যাশ সুর।

(১) চলিত ভাষায় রাগ ও রাগিণী উভয়ই রাগপদবাচ্য।

ইহা ভিন্ন শাস্ত্রে রাগ রাগিণীদিগের এক একটী মূর্তিগত ধ্যান আছে। আলাপের সময় সেই মূর্তিটী হৃদয়ে ধারণা করিয়া সঙ্গীত করিতে হইবে, ইহাই শাস্ত্রকারদিগের উদ্দেশ্য। ইহা তাঁহারা বৃথা অর্থশূন্য বাক্যের ন্যায় লিখেন নাই। আমাদিগের ক্ষীণ মস্তিষ্ক সেই নিভৃত স্থলে উপনীত হইতে না পারিলেও উহার অন্তস্তলে অতি মূল্যবান সত্য নিহিত আছে। যাহা হউক, এস্থলে কেবলমাত্র ভেঁরঁ রাগের ধ্যানটী উদ্ধৃত হইল।

---

## ভৈঁরঁ বা ভৈরব রাগের ধ্যান।

গঙ্গাধরঃ শশীকলা তিলক ত্রিনেত্রঃ সর্পৈর্বিভূষিত তনু গজকৃত্তি বাসা
ভাস্ব ত্রিশূল কর এষ রুদ্রাক্ষধারী শুভ্রাম্বরো জয়তি ভৈরব আদি রাগঃ।

সঙ্গীত রত্নাকর।

### এই রাগের ধ্যান ও ধারার একটী পুরাতন বঙ্গানুবাদ।

ভয়রোঁ আদি রাগ শিবের বেশ। শিব অবয়ব গুণে বিশেষ ॥
ভুজঙ্গ নিন্দিত শিরেতে জটা। জটায় বেড়িয়া ভুজঙ্গ ঘটা ॥
হিল্লোল কল্লোল তরঙ্গ বায়। ঝর ঝর গঙ্গা ঝরিছে তায় ॥
ভাল শোভা হরিতাল তিলকে। সুধাংশু কলা কপাল ফলকে ॥
আসন বসন বাঘের ছালা। দল মল দোলে মুণ্ডের মালা ॥
কোটী শশধর জিনিয়া কায়। তাহাতে বিভূতি কলঙ্ক পায় ॥
বৃষভ বাহন করে ত্রিশূল। অক্ষির ভাব ঢুলু ঢুলু ঢুল ॥
সম্পূরণ ভাবে বেড়ান ফিরি। ধৈবত গান্ধার ছুয়েতে গিরি ॥
ঋষভ সম্বাদী গান্ধার বাদী। খরজ তাহাতে হবে অম্বাদী ॥
ছয় দণ্ড নিশি থাকিতে গাবে। অরুণ উদয়ে সমাধা পাবে ॥

---

শাস্ত্রে ও ব্যবহারে রাগ রাগিণীদিগের আলোচনা করিবার যেরূপ সময় নিরূপিত আছে, নিম্নে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি প্রচলিত রাগ রাগিণীর তালিকা প্রদত্ত হইল।

### দিবা।

| | |
|---|---|
| প্রভাত হইতে বেলা চারি দণ্ড পর্য্যন্ত। | ভৈরব, রামকেলী, যোগিয়া, ভৈরবী, আশাবরী, ভাটিয়ারি ও খট্ প্রভৃতি। |
| চারি দণ্ড হইতে বেলা দশ দণ্ড পর্য্যন্ত। | বিভাষ, আলেয়া, পটমঞ্জরী, দেবগিরি, কুকুভ ইত্যাদি। |

| | |
|---|---|
| দশ দণ্ড হইতে বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত। | সিন্ধু, কাফিসিন্ধু, সিন্ধু বিজয়, টোড়ী, গুজরাটী টোড়ী, বাহাদুরি টোড়ী ইত্যাদি দ্বাদশ টোড়ী। |
| দুই প্রহর হইতে তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত। | সারং, বৃন্দাবনী সারং, মধুমাধবী প্রভৃতি সপ্তসারং। |
| তৃতীয় প্রহর হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত। | মুলতানী, ভীমপলশ্রী, রাজবিজয়, বারোঁয়া, পিলু, ধানী পূরবী, পুরিয়া, ধানেশ্রী ইত্যাদি। |

## রাত্রি।

| | |
|---|---|
| সন্ধ্যা হইতে রাত্রি চারি দণ্ড পর্য্যন্ত। | শ্রীরাগ, গৌরী, মাড়োয়া, হাম্বির, কেদারা, কল্যাণী, কামোদী, ছায়ানট ইত্যাদি। |
| চারি দণ্ড হইতে দশ দণ্ড পর্য্যন্ত। | ইমন, ভুপালী, ইমনকল্যাণ, জয়জয়ন্তী, বাগীশ্বরী, দরবারী প্রভৃতি অষ্টাদশ কানাড়া। |
| দশ দণ্ড হইতে দুই প্রহর পর্য্যন্ত। | ঝিঁঝিঁট, খাম্বাজ, পরজ, কালাংড়া, আড়ানা, সাহানা ইত্যাদি। |
| দ্বিতীয় প্রহর হইতে তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত। | বেহাগ, বেহাগ খাম্বাজ, বিহঙ্গড়া, শঙ্করা, শঙ্করাভরণ, নটনারায়ণ ইত্যাদি। |
| তৃতীয় প্রহর হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত। | মালকোশ, হিণ্ডোল, সোহিনী, ললিত ইত্যাদি। |

ইহা ভিন্ন কোন বিশেষ ঋতু সমাগমে, অথবা কোন সাময়িক ঘটনায়, বিশেষ বিশেষ রাগ রাগিণী গীত হইবার প্রথা প্রচলিত আছে; যথা—আনন্দ উৎসবের সময় আড়ানা, সাহানা, শ্যাম ইত্যাদি। বসন্ত ঋতুতে বসন্ত, বাহার, সোহিনী, হিণ্ডোল, মালকোশ ইত্যাদি। বর্ষা ঋতুতে মোল্লার, মেঘ, সুরট, জয়জয়ন্তী, দেশ ইত্যাদি রাগ গীত হইয়া থাকে।

## আলাপ্।

শুদ্ধ স্বরানুপাতিক রাগ রাগিণীর যে অনলঙ্কৃত বিশুদ্ধ ভাব, তাহা আলোচনায় মানবজগতের আশা নিবৃত্তি হয় না। এই জন্য, ঐ সকল রাগ রাগিণীকে বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুতাদি লয় সহযোগে, গমক, মূর্চ্ছনা, তান, মান ও কর্ত্তবাদি বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া, গ্রামান্তর পরিভ্রমণ পূর্ব্বক মানবের শ্রবণ সম্মুখীন করিতে হয়; ইহার নাম আলাপ।

সঙ্গীতশাস্ত্রকারগণ আলাপের আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ এই চারিটী পদ স্থির করিয়াছেন। যে অংশ দ্বারা রাগ আরব্ধ হইয়া কতকাংশ মূর্ত্তি প্রকাশিত হয়, অথচ পূর্ণ হয় না, তাহার নাম আস্থায়ী। যে অংশ দ্বারা অবশিষ্ট ভাগ পূর্ণ হইয়া রাগটী সম্পূর্ণ আকার ধারণ করে, তাহাকে অন্তরা কহে। সঞ্চারী ও আভোগ, আস্থায়ী ও অন্তরার নানান্য প্রকার ভেদ মাত্র। আলাপ প্রথমত বিলম্বিত লয়ে আরম্ভ করিতে হয়। বিলম্বিত আলাপ শুনিতে অতি মধুর, কিন্তু বাজান একটু কঠিন। যাহা হউক, ঐ বিলম্বিত লয়ে বিবিধ কৌশলে ও মূর্চ্ছনাদি বিবিধ অলঙ্কার যোগে স্বরাদিগের অনুপাত ও বাদী সম্বাদী প্রভৃতি সুরের প্রাধান্য স্থির রাখিয়া, যেন সেই রাগের একটী ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হয়। তৎপরে মধ্য ও দ্রুতাদি লয় সহযোগে রাগটীকে বিস্তৃতরূপে প্রকাশ করিতে পারিলেই আলাপের কার্য্য শেষ হইল। আলাপের সময় বাদী ও বিবাদী সুরের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। বাদী সুরের স্থিরতায় মূর্ত্তি বর্ত্তমান থাকে, আর বিবাদী স্বর সংযোগে তাহা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। আলাপের বিশেষ কোন তাল দেখা যায় না। তবে, সুশিক্ষিত ব্যক্তি বন্টন সময় আপন ইচ্ছামত তাল, লয় সঙ্গতে আলাপ করিয়া থাকেন।

সারং—ওড়ব জাতি—গ ধ—বিবাদী।

রাগের অনলঙ্কৃত বিশুদ্ধ ভাব।

সাঁ ঋ ম প নি প ম ঋ সা |

স্বরানুপাতিক বিস্তৃত ভাব।

সা নি সা ঋ সা, ঋ ম ঋ সা, ঋ ম প ম

ঋ সা, ঋ ম প নি প ম ঋ সা, ঋ ম প নি সাঁ,

নি প ম ঋ, প ম ঋ সা, নি প ম ঋ সা নি সা ঃঃ

রাগের বিশুদ্ধ ভাবটী অবলম্বন করিয়া, অর্থাৎ স্বরদিগের আরোহণ ও অবরোহণের অনুপাত ও অবস্থিতি কালের প্রতি নির্ভর রাখিয়া রাগাদিকে বিবিধ ছন্দে বিস্তৃত করা যাইতে পারে। কোন অট্টালিকায় উঠিবার ও নামিবার জন্য যেন উভয়বিধ প্রকারে সোপানগুলি চিহ্নিত আছে। যেমন উঠিবার জন্য ১, ৩, ৫, ৬, ৭, ৮। নামিবার জন্য ৮, ৬, ৪, ৩, ২, ১। এক্ষণে ঐ সোপানাবলম্বনে অট্টালিকায় একটীবার আরোহণ অবরোহণ কার্য্যে যদি কালবিলম্ব করিবার আবশ্যক হয়, তবে যথা চিহ্নিত সোপান ও তাহার অবস্থিতি কালটী স্মরণ রাখিয়া যে কোন স্থান হইতে কখন দুই ধাপ উপরে এক ধাপ নিম্নে, কখন তিন ধাপ উপরে দুই কিম্বা এক ধাপ নিম্নে, এইরূপ বিবিধ ক্রীড়ায় সময় ক্ষেপ করিয়া রাগাদিকে বিস্তৃত করাই পদ্ধতি। মাত্রা দীর্ঘ হইলে রাগ বিলম্বিত এবং হ্রস্ব হইলে দ্রুত হয়। কিন্তু, তাহাতে মূর্ত্তির কোন রূপ বৈলক্ষণ্য ঘটে না; যেমন টাকাকে আধুলি অথবা সি‌ঁকির আকারে আনা হয় মাত্র; আকার ক্ষুদ্র হইলেও মূর্ত্তি কিম্বা ভাব ভঙ্গি আদি পূর্ব্বরূপই থাকে।

---

## সারং আলাপ।

### আস্থায়ী।

সাঁ নি় সা ঋ ম ঋ ঋ ম ঋ সাঁ সা নি় সাঁ,

ঋ ম প নি প, ম প নি প ম ঋ, প ম ঋ ম

ঋ সা সাঁ নি় সা ঋ সাঁ ॥

### অন্তরা।

ঋ ম প নি প ম, ম প নি সাঁ ঋ সা ঋ সা

নি সা সাঁ সা সাঁ, নি সা ঋ ম ঋ সাঁ ঋ সা

নি নি সাঁ, নি প ম প; ম প নি প ম ঋ

প ম ঋ ম ঋ সা সাঁ নি সা ঋ সা ঃঃ

বিস্তার বা বণ্টন।

নি সা ঋ ম ঋ সা নি প নি প ম ম প নি সা

ঋ ম ঋ সা প ম ঋ ম ঋ প ম ঋ প ম ঋ ম

ঋ সা নি সা ঋ সা |

ম ঋ ঋ ম প ম প প নি প ম ঋ প ম প

নি সাঁ ঋ সাঁ নি সাঁ ঋ ম ঋ সাঁ নি সাঁ নি প

প ম প ম প নি প ম ঋ ম প ম ঋ ম

ঋ সা নি সা ঋ সা ঃঃ

## মধ্যম ঠাটের পরিচয়।

নিম্নে বিভাষের আলাপ মধ্যম ঠাটে লিখিত হইল। মধ্যম ঠাট অর্থে,—উদারার মধ্যম তারকে মুদারার ষড়্জ কল্পনা করিয়া লওয়া। মধ্যমকে সুর করিতে হইলে বেহালা অবশ্য একটু চড়া করিয়া বাঁধিতে হয়। নচেৎ, ষড়্জের ওজন মনুষ্য কণ্ঠের সাধারণ সুর D (ডি) সুরের নিকটবর্ত্তী হয় না। বিশেষত, একটু নরম সুর না লইলে আলাপের গাম্ভীর্য্য নষ্ট হয়। পুনশ্চ উদারার মধ্যম তারকে মুদারার সা করিয়া বাজাইলে তারা গ্রামের যথেষ্ট কার্য্য দেখাইতে পারা যায় এবং তাহা অতীব মিষ্ট হয়। এই জন্য যত্ন পূর্ব্বক ম্ হইতে অনুলোম গতিতে সপ্তকাদি সুরগুলি ঠিক করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। নিম্নে তাহার একটী আদর্শ দিলাম।

যে যে আলাপের শিরোনামায় মধ্যম ঠাট বলিয়া লিখিত হইবে, তাহা উদারার মধ্যম এবং যাহাতে সাধারণ ঠাট বলিয়া লিখিত, তাহা মুদারার সুর তার আশ্রয়ে বাজাইবেন। ফলতঃ সমস্ত আলাপই ক্রমে মধ্যম ঠাটে অভ্যাস করা ভাল।

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সাধারণ ঠাটের | ম্ | প্ | ধ্ব | নি | সা | ঋ | গ | ম | প | ধ্ব | নি | র্সা |
| মধ্যম ঠাটে | সা | ঋ | গ | ম | প | ধ | নি | র্সা | ঋ | র্গ | র্ম | র্প |

বিভাষ—খাড়ব জাতি। *

ম—বিবাদী। ধ—বাদী।

মধ্যম ঠাট।

আস্থায়ী।

সা ঋ গ ধ্ব প ধ নি সা নি ধ্ব নি ধ প, গ প

* রাগবিশেষে অলঙ্কারাদি প্রয়োগ সময় বিবাদী সুরও লঘু মাত্রায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ফলতঃ বিবাদী সুরের স্থায়িত্বই দোষের।

গ ঋ গ ম গ ঋ সা সা, সা ঋ গ ঋ গ ঋ

সা ধ নি ধ প, প ধ সা ঋ গ ম গ ঋ, ঋ গ

ধ প ধ নি সা নি ধ নি ধ প, গ প গ

ঋ গ ম গ ঋ সা সা ‖.

অন্তরা।

গ গ প ধ নি সা নি ধ প, প ধ সা ঋ গ

ম গ ম গ ঋ ঋ গ ঋ গ ঋ ঋ সা ঋ সা,

সা ঋ গ প ধ ধ সা নি সা ধ প, গ প গ

ঋ গ ম গ ঋ সা ঋ সা, প প প ধ নি

সা নি ধ ধ ধ ধ, ধ নি ধ নি ধ প প

ধ প ধ প প গ গ গ, গ ম গ ম গ ঋ

ঋ গ ধ নি সাঁ নি ধ নি ধ প, গ প প

ঋ গ ম গ ঋ সা সা ঃঃ

## বিস্তার—তেহারা মাত্রা।

আলাপের এক মাত্রা, তেহারার এক ঘরের সহিত সমান।

সা ধ সা সা গ ঋ সা সা প সা সা গ ঋ সা,

সা গ ধ প গ ঋ সা সা সা সা সা, প গ প

প সাঁ নি সাঁ সাঁ গঁ ঋঁ ঋঁ সাঁ নি সাঁ, সাঁ পঁ গঁ

ঋঁ সাঁ নি সাঁ সাঁ গ সাঁ সাঁ, প সা সা সা সা

সা গ প গঁ সাঁ সাঁ সাঁ সাঁ সাঁ গ সাঁ, পঁ পঁ ধঁ

পঁ পঁ গঁ সাঁ প প গ প প, প প ধ নি সাঁ

ঋঁ সাঁ সাঁ গঁ সাঁ সাঁ ঋঁ সাঁ সাঁ, প সাঁ নি ধ প

প গ প প গ ঋ সা সা ঃঃ

এই বিস্তারটী গতরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। যেহেতু ইহাতে অঙ্গুলী সঞ্চালনের বিশেষ নৈপুণ্য সাধিত হইবে।

## আলেয়া—সম্পূর্ণ।

### মধ্যম ঠাট।

### আস্থায়ী।

নি নি সা ম প পঁ ম পঁ, ম গঁ ম প পঁ, পঁ

মঁ গ মঁ ঋ গ ঋঁ, গ প প নি ধ নি ধ প ধ

নি সাঁ ঋঁ সাঁ সাঁ সাঁ সাঁ, সাঁ নি সাঁ নি সাঁ নি ধঁ

নি ধ নিঁ ধ নি ধ ধঁ ধ নি প ধঁ প ধ প পঁ

ম পঁ ধঁ প ধ প ম ম গ মঁ গ ম গ ঋঁ,

ঋ গঁ ম গঁ ম প পঁ ম গ ম ঋ গ ঋ

সা নি ঋ সাঁ |

### অন্তরা।

সা সা গ প ম প গঁ মঁ গ ঋঁ গঁ ম গ ম ঋঁ,

গ প প ধ নি ধ নি সাঁ ঋঁ সাঁ সাঁ সাঁ সাঁ, সাঁ সাঁ

ঋঁ গঁ ঋঁ গঁ মঁ পঁ মঁ পঁ ধঁ পঁ ধঁ পঁ মঁ গঁ মঁ গঁ

ঋ গঁ ঋঁ গঁ ঋঁ ঋঁ সাঁ নি ঋঁ সাঁ, সা নি সাঁ নি

সাঁ নি ধঁ নি ধঁ নিঁ ধ নি ধ ধঁ ধ নি পঁ ধঁ পঁ

ধ প পঁ ম পঁ ধঁ প ধ প ম ম গ মঁ গ ম

গ ঋঁ, ঋ গঁ ম গঁ ম প পঁ, ম গ ম ঋ গ ঋ

সা নি ঋ সা | নি সাঁ নি সা ধ নি ধ প ম প

ধ ধ সাঁ নি সাঁ সা সা সাঁ, ঋ গঁ ম গঁ ম প পঁ

ম গ ম ঋ গ ঋ সা নি ঋ সা ঃঃ

বিস্তার।

পঁ পঁ প ধ নি সা ঋঁ সাঁ নি ধ প ম গ ঋ সা

ঋ ঋ প প পঁ প ধ নি সা ঋঁ সাঁ | ঋঁ ঋঁ ঋঁ

ঋঁ ঋঁ ঋঁ গঁ গ মঁ পঁ ধঁ পঁ মঁ পঁ পঁ মঁ পঁ ঋঁ

ধঁ পঁ ঋ ঋ সাঁ নি সাঁ | সাঁ নি সা ধঁ নি পঁ

ম প ধ প মঁ গ ঋঁ পঁ সাঁ সা প সা পঁ সাঁ সা প |

ঋঁ ঋঁ ঋ ঋ ঋ ঋ গ ম প মঁ গ ঋঁ গঁ ধ পঁ

মঁ গ ঋঁ ঋ ম গ ঋ সা | পঁ সাঁ সা প প সা সা

ঋঁ পঁ প ঋ ঋ প প গঁ পঁ প ধ নি সা ঋ

সা গ ঋ ম গঁ ঋ সাঁ | ঋঁ পঁ প ধ নি সা নি

ধঁ নি পঁ ম প ধ প মঁ গ ঋঁ ঋ প ম গ

ঋঁ গ ঋঁ সা ঃ ঃ

এই বিস্তারটীও গতরূপে গ্রহণীয়। কেননা ইহাতে অঙ্গুলী-নিচয় দ্রুত সঞ্চালনেব সহিত চারিটী তারেই ভ্রমণ করিবে। সুতরাং ইহা কস্‌লতের একটী সামগ্রী। কিন্তু অঙ্গুলীব যেমন কস্‌লৎ ও কায়দা, ছড়েরও সেইরূপ কায়দা আছে। ছড় গাছটী যদৃচ্ছাক্রমে টানিলে চলিবে না। আলাপ ও বিস্তারাদির স্বর ও চিহ্নগুলি দেখিয়া ঠিক পুস্তকানুযায়ী সংখ্যামত ছড়ের টান দিয়া বাজাইতে হইবে ; এবং পুনঃ পুনঃ কহিতেছি, তারের উপর অঙ্গুলীগুলি ও ছড় গাছটী একটু চাপিয়া বাজাইবেন। আঙ্গুলপোষের উপর আঙ্গুলগুলি এরূপ জোরে চাপিবেন যেন কোন স্থানে ফাঁক না থাকে। ছড়ের দীর্ঘ টানও অতি আবশ্যকীয়। এই সকল ক্রিয়া নির্ভুল ও সুন্দর হইলে, আপনার আলাপাদি যদি মিষ্ট না হয়, তাহা হইলে আমি তাহার দায়ী হইতে পারি ; কিন্তু সুরগুলি ঠিক হওয়াই যে আসল কাজ, একথাটীও সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন।

## ঝিঁঝিট—সম্পূর্ণ। ধ নি।

### সাধারণ ঠাট।

রাগ বিশেষে কোমল কড়ী আদি যে যে স্বর ব্যবহৃত হয়, শিরোনামায় তাহা লিখিত হইবে। গর্ভস্থ কোন স্বরে তাহা প্রযুক্ত হইবে না। শিক্ষার্থীগণ বিশেষ সতর্ক হইয়া ঐ স্বরগুলির প্রতি সর্ব্বদা মন রাখিবেন। আর এই পঞ্চম জাতীয় রাগে ধৈবতকে যিনি ঠিক অনুকোমল করিয়া বাজাইতে না পারিবেন, তিনি যেন দেশাচার মতের অনুসরণ করেন; কিন্তু গণিত সঙ্গীত খানি পাঠ করিয়া তাহার পর।

### আস্থায়ী।

ধ্‌ নি্‌ ধঁ্‌ নি্‌ সা ঋঁ সা ঋ সা নি্‌ঁ ধ্‌ পঁ্‌ পঁ্‌ ধঁ্‌ নি্‌

ধ্‌ নি্‌ প্‌ ধ্‌*, ম্‌ প্‌ ধ্‌ সা ঋ গ গ ম ঋঁ গ ম

পঁ ম পঁ ম ঋ গ ম গ ম গ ঋ সা সা সাঁ, সাঁ ঋ

ঋঁ প ধঁ প ধ প মঁ ম মঁ গঁ মঁ গ ম গ ঋ সা

সাঁ ঋঁ গ ঋ সা ঋ সাঁ নি্‌ ধঁ্‌ নি্‌ ধ্‌ পঁ্‌ ধঁ্‌ নি্‌ ধ্‌

---

* সরল অথবা মিশ্রপ্রভা অর্দ্ধ মাত্রায় বাদিত হইলে তাহাকে জ্যোতি কহে। যেমন—

পঁ্‌ ধঁ্‌ নি্‌ ধ্‌ নি্‌ প্‌ ধ্‌ | প্‌ অর্দ্ধ মাত্রায়, ধ্‌ নি্‌ ধ্‌ নি্‌ প্‌ ধ্‌ অর্দ্ধ মাত্রায়। সুতরাং শেষোক্ত অর্দ্ধ মাত্রানুগত ছন্দটীর নাম জ্যোতি। এই অলঙ্কার একটু দ্রুত সুরে বাজান রীতি।

নি় প় ধ় ম় প় ধ় সা ঋ প গ ম ঋ গ ম গ

ম গ ঋ গ সা, ধ় নি় সা ঋ সা ঋ সা নি় ধ় প়

ধ় নি় ধ় নি় প় ধ় ম় প় ম় ম় প় ধ় ঋ সা সা ||

অন্তরা।

গ ম প ধ নি ধ নি প ধ সাঁ, ধ নি ধ নি সাঁ

ঋঁ সাঁ ঋঁ সাঁ নি ধ প প, প ধ সাঁ ঋঁ গঁ গঁ মঁ

ঋঁ গঁ সাঁ, ধ নি ধ নি সাঁ ঋঁ সাঁ ঋঁ সাঁ নি ধ প

প ধ প ধ নি সাঁ নি সাঁ নি ধ প ম ম প ম

প ধ নি ধ নি ধ প ম গ ঋ গ ম গ ম গ

ঋ গ সা, ধ় নি় সা ঋ সা ঋ সা নি় ধ় প় ধ় নি়

ধ় নি় প় ধ় ম় প় ম় ম় প় ধ় ঋ সা সা ॥

বিস্তার।

ধ় সা নি় ধ় প় ধ় ম় প় ধ় সা ঋ গ ঋঁ ম গঁ,

ম ম প ম প ম প ধ নি ধ, সাঁ ঋঁ সাঁ নি ধ

ধ ধ ধ ধ ধঁ সাঁ নি ধ প প প প প পঁ নিঁ

ধ প ম ম ম ম ম গ ঋ গ ঋ সা, সাঁ ঋঁ গ ম

গঁ ঋ গঁ সাঁ গঁ ঋ সা নি় ধ় প় ম় প় ধ় নি় সা

নি় ধ় প় ধ় গ় প় ধ় সা, মঁ ধঁ ধ় সাঁ মঁ ম়

ঋঁ ধঁ ধ় সাঁ সাঁ সা, ম গ ম ম পঁ পঁ প

ধ নি সাঁ নি ধঁ প মঁ, সাঁ ঋঁ গ ম গ ঋ গ গ

মঁ় পঁ় ধঁ় সা ঃঃ

## খাম্বাজ—সম্পূর্ণ—ধ্রি প্রি

### সাধারণ ঠাট, বিলম্বিত মাত্রা।

### আস্থায়ী।

সা ঋ গ ম প ধঁ নি সাঁ নি সা নি ধঁ প ধঁ

প ধ প মঁ গ ঋ গ মঁ প প, গ ম প ধ নি

সাঁ ঋঁ সাঁ ঋঁ সাঁ ধ নি সাঁ নি সাঁ নি ধ প ধঁ,

নিঁ সা নিঁ সা সাঁ ঋঁ সা ধ নি ধ সা নিঁ ধ পঁ ধঁ,

মঁ প ধ নি ধঁ প মঁ গ, ম সা সাঁ নিঁ ধ প ধ

নি সা ঋ সা ঋ সা নিঁ ধ মঁ গ, সাঁ ঋঁ গ ম প

মঁ গ ঋ গ ম গ ম ঋ গ মঁ প প |

### অন্তরা।

সাঁ ঋঁ গ ম গ মঁ গ ঋ গ মঁ প ধ নিঁ সাঁ

নিঁ সা নি ধ, নি সাঁ নিঁ সা সাঁ সা সাঁ নি সা ঋ

র্ম র্গ র্ম ঋঁ সাঁ ঋঁ ধ্ ,নি সা ঋ সা ঋ সা নি

ধ প ধ, ম প ধ নি সাঁ নি সাঁ নি ধ প পঁ ধঁ

প ধ প মঁ গ সাঁ ঋঁ গ, ম প মঁ গ ম ঋঁ সা

নি সা ঋ সাঁ | ধ্ ,সাঁ নিঁ সা নিঁ ধঁ নি পঁ ধ্ পঁ

পঁ ধ্ সাঁ নিঁ ধ্ নি ধ্, ধ্ প্ ম্ গ্ সাঁ ম্ পঁ

ম্ গ্ ম্ প্ প্, ধ্ সাঁ নিঁ সা সাঁ ঋ গ মঁ গ

ম প ধ নি ধ প ম গ সা নিঁ সা ঋ সাঁ সা ঃঃ

ইহার মূর্চ্ছনাগত সুরগুলি বাজাইতে যদি সুবিধা না হয়, তাহা হইলে আসে বাজাইলেও চলিবে। তবে যে যে সুরের নীচে বিন্দু আছে সেইগুলি মাত্র বাদ দিতে হইবে।

## বিস্তার।

সা ঋ সা সা গ ঋ ম গ ম প ধ নি সাঁ নি ধঁ,

সাঁ নিঁ সা ঋ সাঁ নি ধ ধ ম গ ঋ গ ম প,

সাঁ ঋ গ ম গঁ গ সাঁ, ঋ গ ম পঁ প সাঁ ঋ

গ ম ধঁ ধ নিঁ ধ পঁ, সাঁ নিঁ সা ঋঁ সা নি ধ

নি ধ নি সা নি ধ প পঁ ধ প ধ প ম গঁ

মঁ গঁ ঋ সাঁ সাঁ নিঁ নি় সাঁ সা ধ় নি় নি় ধঁ় প়

মঁ় নি় নি় ধঁ় প় মঁ় গ় মঁ়, সাঁ় সাঁ় সা় গঁ় গ় মঁ় পঁ় ধ়

মঁ় পঁ় ম় প়, ধঁ় ধঁ় নি় পঁ় ধ় নি় সাঁ সা সাঁ সা

গঁ মঁ ম পঁ ধ নি ধ, ঋঁ ঋঁ সাঁ সাঁ নি নি ধ ধ

সাঁ সাঁ নি নি ধ ধ প প নি নি ধ ধ প প ম ম

গঁ গ ঋ ঋ সাঁ ঃঃ

বেহাগ—ওড়বজাতি।—

ঋ ধ—বিবাদী *। গ—বাদী।

সাধারণ ঠাট।

আস্থায়ী।

নি নি সা গ গ ম প ম প ম গ ম গ গ গ

ঋ সা সা নি সা সা, গ ম প সা নি নি নি ধ প

প নি ধ সা নি সা নি প ম প ম গ, গ প ম

প গ ম গ গ ঋ সা নি সা নি সা, প সা নি সা

সা গ, গ ম প নি সা ঋ সা নি প ম গ গ গ

ঋ সা সা নি সা সা |

অন্তরা।

সা সা গ ম প ম প ম প ম গ, গ ম প

সা নি নি সা ঋ সা ঋ সা নি সা সা সা সা,

* দেশ প্রচলিত নিয়মে বেহাগের বিবাদী স্বরও লঘু মাত্রায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

নি নি সাঁ গাঁ গাঁ মঁ পঁ, মঁ গাঁ গাঁ ঋাঁ সাঁ নি সাঁ,

নি সাঁ নি নি ধ প প নি ধ সাঁ নি নি ধ প

প মঁ প গ মঁ গাঁ, গ ম প ম গ গ ঋ সা সা

নি সা সাঁ, নি সা নি সাঁ নি প ম গ সা, নি নি

সা গ গ ম প সা নি নিঁ সাঁ সা সা সাঁ, গ ম

প নি সাঁ ঋাঁ সাঁ নি প ম গ গ গঁ গঁ ঋ সা সা

নি সা সাঁ।

বিস্তার।

সাঁ নিঁ নিঁ সাঁ গাঁ গ গাঁ ঋ সা সাঁ সা নি সা,

গাঁ ম পাঁ, গ ম প নি পাঁ ম গাঁ, গ ম প নি

সাঁ নি প ম পাঁ ম গাঁ, গ ম প নি সাঁ ঋ সা নি

প ম প ম গা, প ম প প ম গ ম গাঁ গাঁ ঋ সা

সাঁ সা নি সা সা গ ম প নি সা ঋ সা নি

প ম গ গ সা সাঁ গাঁ ম পাঁ সা নিঁ নিঁ সাঁ

সাঁ সা সাঁ সা ঃঃ

---

সিন্ধু—সম্পূর্ণ *। গ নি ঋ ধ

সাধারণ ঠাট।

আস্থায়ী।

সা ঋ গ ঋাঁ গ মঁ গ ম গ সা ঋ প পাঁ ধঁ

নি ধ নি প মাঁ প ধঁ প ধ প ম, ঋাঁ গ ঋাঁ গ

প ম গ ম গ ঋ সা ঋ সা সা | ঋ ম ঋ ম

প ধ ধ নি প ধ নি সা নি সা নি ধ ম প প,

ঋ গ ম গ ম গ ঋ গ ঋ সা সা | নি ধ নি ঋ

ঋ গ সা ঋ গ ম গ ম · গ সা ঋ প, ম প ধ প

ধ প ম প ঋ গ ম গ ঋ সা নি সা ঋ সা সা |

অন্তরা।

ম প ধ নি নি প ধ নি সা ঋ সা ঋ সা নি সা

সা সা সা সা, সা নি নি সা নি সা ঋ গ ঋ সা

সা নি নি সা নি ধ প ম প ম গ ম গ ম গ

ঋ গ ঋ সা সা | নি ধ প ধ ম প ঋ গ ঋ গ

* সিন্ধু রাগিনীতে গান্ধার, নিষাদ অতিকোমল, ও ঋষভ, ধৈবত অনুকোমল লিখিত হইয়াছে। যদিও ইহা দেশাচার হইতে একটু বিভিন্ন, কিন্তু বিজ্ঞান সম্মত। এই জন্য সূক্ষ্ম সুরজ্ঞানী মহোদয়গণের নিকট নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন ইহা একটু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখেন, এই পুস্তকগত গণিত সঙ্গীতের ঋষভ গ্রামে ইহার পরিচয় পাইবেন।

ম গ ঋ সা নি সা, নি নি সা নি ঋ সা সা |

ঋ ম ম ঋ ম প ধ ধঁ নঁ প ধ নি সা ঋঁ সা

ঋ সা নঁ সা সাঁ সা সাঁ সা | ঋ ম প ধ নঁ সাঁ নঁ

সাঁ নি পঁ ম গঁ ম গ ঋ সা নি সা ঋ সা সা ঃঃ

বিস্তার—তেহারা মাত্রা।

এ এ এ এ এ এ এ এ এ এ এ এ এ এ এ
সা ঋ সা ন ধ ন সা সা সা ঋ গ ঋ সা ম গ

এ এ এ এ ঐ এ এ এ এ এ এ এ এ এ
ঋ গ গ ঋ সা সা | সা ঋ ম প ধ ধ ম প ধ

এ এ এ এ এ এ এ এ এ এ এ এ
ন সাঁ ন প ধ ন সাঁ ঋঁ সাঁ সা সা সা সা |

ঐ এ এ এ এ ঐ এ এ এ এ ঐ এ এ এ এ
ঋ ন ধ ন ধ প প প ধ প ম প ঋ ম গ

এ ঐ এ এ এ এ এ এ এ এ এ এ এ এ
ঋ সা সা | সা ন ধ প ধ প ম প ম গ ম গ

এ এ এ এ এ এ এ এ এ ঐ এ এ এ এ
ঋ গ ঋ সা ঋ সা সা | ন ঋ সা ঋ ঋ ঋ ম গ

ঋ ঋ সা ঋ সা নি নি সা | সা ঋ ম প ধ নি

সা নি নি নি প ম গ ঋ সা নি সা ঃঃ

---

## ভৈরবী—সম্পূর্ণ। ঋ. গ ধ নি |

### সাধারণ ঠাট।

### আস্থায়ী।

সাঁ ঋঁ নি সা নি ধঁ ধ নি ঋ গঁ ঋ সা ঋ গঁ ঋ

গঁ ম গ ম ঋঁ গ ঋ সা সা, সা ঋ গ ম মঁ

প ম প ম গঁ ঋ সা ঋ গ ঋ গঁ ম গ ম ঋঁ গ

ঋ সা সা, সা ঋ, গ ম প নি ধঁ পঁ ম প ধ প

ম গঁ মঁ গ ঋ সা সা, সা ঋ গ ম মঁ ম মঁ মঁ ম

গঁ মঁ মঁ ম মঁ ম মঁ, গ ঋ গঁ ম গ ম ঋঁ গ গ

সাঁ ঋ গঁ ম গ ম ঋ গ ঋ সা সা নি নি সা নি

ঋ সা সা ||

অন্তরা।

সা ঋ গ ম পঁ ম গঁ মঁ নি ধঁ ধঁ নঁ ধ ধঁ

নি নি সা, গ ঋ গ সা, সা নি ধ প পঁ ধঁ মঁ প

নি ধ প ম ম গ ম মঁ ম গ ঋ সা, সা ঋ

গ ম মঁ ম মঁ, গ ম গ ম পঁ ম গ ঋ ঋ গ

ঋ গ মঁ গ ঋ সা সা ঋ সা ঋ গ ঋ সা ঋ

নি সা নি ধঁ, ধ নি ঋ গ ঋ গঁ ম ম ম ঋঁ গ

ঋ সা সা | নি ধ প পঁ ধঁ ম প নি ধ প ম

পঁ ধ পঁ প ম নি ধ প ম গ ঋ সা, নিঁ নি নিঁ

সাঁ সা সাঁ সা ঋ গ ঋ সা, নি সা গ ম ধঁ নি সাঁ

সাঁ ধঁ নি ঋ গঁ সাঁ ঋ গঁ ম গ ম ঋ গ ঋ সা

সাঁ নিঁ সাঁ ঃ ঃ

ভৈরবী * রাগিণীটী অতি কোমলা ও করুণার মূর্ত্তিমতী দেবী স্বরূপা। অতএব শিক্ষা কিম্বা সাধন সময় মাত্রা, সুর ও ছড়ের টান এই সকল বিষয়ে যেমন মনোযোগ করিবেন, নিয়মিত সুরগুলি আবার ঠিক কোমল হইতেছে কি না, তাহাতেও সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবেন।

* ভৈরবী গান্ধার জাতীয়া রাগিণী; সুতরাং গান্ধার গ্রামে ইহা গীত হইবে। সঙ্গীতাধ্যাপক ৺ ক্ষেত্র মোহন গোস্বামী মহাশয় তাঁহার সঙ্গীত সার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, গান্ধার গ্রাম স্বর্গে ব্যবহৃত হয়। এই মহাজন-বাক্যের প্রমাণ আমরা যাহা কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হইয়াছি, নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম। হিমাচলের পাদমূলস্থিত পবিত্র হরিদ্বারধাম হইতে কৈলাস শেখর পর্য্যন্ত এই বিস্তীর্ণ পার্ব্বতীয় প্রদেশ পুরাণে ও তদ্দেশবাসীগণের নিকট স্বর্গ বলিয়া অভিহিত। উহার মধ্যে হৃষীকেশ, রুদ্র প্রয়াগ, কর্ণ প্রয়াগ, বদ্রি-নারায়ণ, কেদারনাথ ও পূতসলিলা অলকনন্দার তীরবর্ত্তী সিদ্ধাশ্রম সকল অতি পবিত্র ও প্রসিদ্ধ। প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে ঐ সকল আশ্রম ও প্রদেশবাসী সাধু সন্ন্যাসী ও গায়ক গুণীগণ কন্‌খল (দক্ষালয়) তীর্থে সমাগত হইয়া প্রতি সোমবারে একটী সঙ্গীত মেলা করিয়া সতী ও শিব মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আমরা তাঁহাদিগের সহিত একত্র হইয়া অনেক প্রকারের সঙ্গীত ও ভজন শ্রবণ করিয়াছিলাম। সেই সকল গান অধিকাংশই গান্ধার গ্রামে গীত হইয়াছিল। তাঁহাদিগের নিকট প্রশ্ন করায় কহিয়াছিলেন যে, এ দেশের চা'লই এইরূপ। অতএব গোস্বামী মহাশয় গান্ধার গ্রামের কথা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সারময় ও ভ্রমশূন্য বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে। গান্ধার গ্রামের বিবরণ গণিত সঙ্গীতের গ্রাম প্রকরণে দেখুন।

তোড়ী—সম্পূর্ণ। ঋ, ধ্ব গ নি ম |

সাধারণ ঠাট।

আস্থায়ী।

সা নি সা ম গ গ ঋ ঋঁ সাঁ সা, নি ঋ সা ম গ

প ম প নি ধ ধঁ পঁ প প প, গ প ম প

ধ প ম প ম গ গ ঋ ঋঁ সাঁ সা, ঋ নি সা ধ

ধঁ পঁ প প ম প নি ধ ধ সা নি সা সা সা সা,

ম গ গ প ম প ম ম গ গ ঋ ঋঁ সাঁ সা নি নি

সা ঋ সা সা |

অন্তরা।

সা সা গ প ম প নি ধ সা নি সা ঋঁ সা ঋ সা

নি সা সা সা সা, সা গ ঋ ঋঁ সাঁ সা, ঋ নি

নি ধ ম প গ প ম প ধ প ম গ ঋ সা নি

সা, নি ধ প প প ম প প ধ প ম প প

ম ম গ ঋ সা, নি ঋ ঋ সা গ গ প ম ম

ধ প প সা নি নি ঋ সা সা সা নি নি সা,

গ গ প প ম ম প প ধ ধ প প ম ম প প

প ধ নি সা নি ধ প প গ গ ঋ ঋ সা ঃ ঃ

দেশ মল্লার—সম্পূর্ণ। নি ধি |

সাধারণ ঠাট।

সা ঋ গ ম প ম প ম ম গ গ ম গ ম গ ঋ

ঋ প ঋ গ ঋ সা সা ঋ সা ঋ সা নি নি সা সা ঋ

ঋ প প ধ প ধ প ম ম প ম প ম গ ম গ

ম গ ঋ গ ঋ গ ঋ সা, সা সা ঋ ম ঋ ম প

প সা সা সা নি সা নি ধ নি ধ প ম ম প

ধ নি ধ প প, সা সা ঋ গ ম প ম প ম

গ ম গ ঋ গ ঋ সা, নি সা নি ধ নি ধ প ধ প ধ

প ম ম প প সা সা, সা ঋ ঋ ম ম প ম প

ম গ গ ম গ ম গ ঋ ঋ গ ঋ গ ঋ সা সা

ঋ সা ঋ সা নি নি সা সা ঋ ঋ গ ঋ গ ঋ সা |

অন্তরা।

সা সা ঋ ম ম প প সা নি ধ প ম প প সা

নি সা সা সা সা, সা সা ঋ ম ম ম গ গ ম গ

ঋঁ ঋ গঁ ঋ সাঁ সা নি ঋঁ, সা ঋ সা নি সা সা সা

সা, সা নিঁ সা নি ধঁ নি ধঁ প ম ম প ধ নি ধ প

পঁ, সা সা ঋঁ গ মঁ পঁ ম পঁ ম গঁ ম গ মঁ গ ম

গ ঋঁ ঋ গঁ ঋ গ ঋ সাঁ সা নি ঋঁ সাঁ সা ||

প সা ঋঁ সা ঋ সা নিঁ ধ প প ধ নি ধ প ম

ম প পঁ, সা ঋ ম ম মঁ গঁ গ মঁ গ ঋঁ ঋ

গঁ ঋ সাঁ সা, ঋ ম ম প পঁ ধ সাঁ সা নি ধ পঁ

ধ নি ধ প ম ম প প ধ সা নি সা সা সা সা

সা সা ঋ গ ম ম পঁ ম পঁ ম গঁ গ মঁ গ ম গ

ঋঁ ঋ গঁ ঋ গ ঋ সাঁ সা ::

বিস্তার।

সাঁ সাঁ সা, ঋঁ মঁ ম ক্ষ প প ধ নি ধ পঁ প মঁ

প সা নি ধ পঁ প মঁ গ ঋ গ ঋ সা, নি সা ঋ সা

নিঁ ধ পঁ ম সা সা ঋঁ ক্ষঁ ম ম প মঁ প ধ পঁ ধ

নি ধ প ম প ধ নি ধ নি প ধ মঁ পঁ প প

ম প ধ নি সা সাঁ সাঁ. সা ঋঁ গ মঁ মঁ গঁ গঁ গঁ গ

ঋ গ ঋ ঋ গ ঋ সা সা সাঁ ঃ ঃ

ভীমপলশ্রী *।—সম্পূর্ণ। গঁ নিঁ ঋি ধি ||

সাধারণ ঠাট।

আস্থায়ী।

নিঁ সা মঁ ম ক্ষ ম গ গঁ মঁ গ ঋঁ গঁ ঋ সা ঋ

* ভীমপলশ্রীর সাধারণ নাম ভীম পলাসী। ইহাও সিন্ধুর ন্যায় খণ্ডজাতীয় রাগ। সুতরাং, ইহাতেও খণ্ড ধৈবত অনুকোমল ব্যবহৃত হইবে।

সা , নি সা ম ঋ ম প ঋ প , প সা সা নি নি

সা নি ধ নি ধ প ধ প ধ প ম ম প গ ম

ম , নি সা গ ম প ম ম গ ম গ গ ম গ ঋ

গ ঋ সা ঋ সা ॥

অন্তরা।

ম গ গ ম গ গ ম প নি প ম গ ম প সা নি

নি সা ঋ সা ঋ সা নি সা সা সা সা , নি নি সা

ঋ ম গ ম গ ঋ সা ঋ সা , সা নি নি সা নি

ধ নি ধ প ধ প ধ প ম ম প গ ম ম , নি সা

গ ম প ম ম গ ম গ গ ম গ ঋ গ ঋ সা

ঋ সা । নি নি সা নি ধ নি ধ প ধ প ধ প ম

ম প গ ম মঁ, নি সা ম গ ম ঋঁ গঁ ঋ সা

সা ঋ গ ঋ সাঁ, নি সা সাঁ মঁ ম ম প পঁ, প

সা সাঁ নিঁ ধঁ নিঁ ধ পঁ ধঁ প মঁ পঁ ম গ ম প নিঁ

সাঁ ঋ গঁ ঋ সা সাঁ, নি সা মঁ গ ম প ধ নিঁ

পঁ ম ম গ ম গঁ ঋঁ গঁ ঋ সা ঋ সাঁ ::

বিস্তার।

নিঁ সাঁ সা মঁ গ মঁ পঁ মঁ ম গঁ ঋ সাঁ নিঁ সাঁ সা

মঁ গ মঁ প ম মঁ পঁ ধ নিঁ সাঁ সাঁ নি সা নি ধ

পঁ পঁ প প নি ধ প মঁ মঁ ম ম পঁ ম গ গ ম

গ ঋ সাঁ সাঁ ঋ, নিঁ সাঁ সা নি ধ নি ধ পঁ পঁ প

ধ প ধ প মঁ মঁ ম প মঁ প প গ ম গ ঋ সা,

নি সা ম ম র্ম গ ম গ ঋ সা ম গ ম গ ঋ

সাঁ নিঁ নি, সা ম গ ম র্প প ধ নি ধ নি পঁ ম

গ ঋ সা নি সা ম গ ম র্প প ধ নি ধ নি পঁ ম

গঁ ঋ সাঁ, নি ধ নি সা নি ধ প ধ সাঁ নি সা ঋ

সাঁ নি সাঁ নি ধ নি ধ পঁ মঁ প গ ম গ ঋ সা ঃঃ

মূলতানী *।—সম্পূর্ণ। ঋ ধ গ র্ম |

সাধারণ ঠাট।

আস্থায়ী।

নি নি সা ম গঁ ম পঁ ম পঁ প প পঁ, প ম প

* এই রাগ মুসলমান সংগীত কার সুলতান হোসেন কর্ত্তৃক তোড়ী, গৌরী ও ভীম পলাসীর সার সংগ্রহে প্রস্তুত।

ম গ ম প, গ ম প সাঁ নি নি সাঁ নি ধ প,

গ ম প নি ধ প ম প ম গ ম গ, সাঁ নি

সাঁ ঋাঁ সা ঋা সা নি ধ প ম ম গ ঋ সা নি নি

সা ঋা সাঁ সা ঃঃ

অন্তরা।

প ম প ম গ ম গ গ ম প সাঁ নি নি সাঁ

সাঁ সা সাঁ, নি নি সাঁ গঁ ঋঁ সাঁ সাঁ নি ঋাঁ সা ঋঁ

সা নি সা সাঁ সাঁ সাঁ, সাঁ নি সাঁ সাঁ নি ধ প,

গ ম প নি ধ প ম প ম গ ঋ সা।

নি সাঁ নি সাঁ নি ধ প ম প গ ঋ সা নি নি

সা ঋ সা, নি সা গ ম প ম প গ ম প সা

নি নি সা সা সা সা, নি নি সা ম গ ঋ সা

নি নি সা নি ঋ সা সা ঃঃ

বিস্তার।

সা নি সা ঋ সা নি সা, নি সা গ ম গ ঋ সা,

নি সা গ ম প ম গ প ম প ম গ ঋ সা,

নি সা গ ম প নি ধ প প ম প গ ঋ সা,

নি সা গ ম প নি সা ঋ সা নি সা সা, গ ঋ সা

ঋ সা নি ধ প ম প ম গ ঋ সা, সা নি সা

ধ প প ম প গ ঋ সা, নি সা গ ম প ম প

ধ সা নি সা সা গ ঋ সা সা নি ঋ সা সা ঃঃ

ইমন কল্যাণ—সম্পূর্ণ। র্ম

সাধারণ ঠাট।

আস্থায়ী।

নি সা ঋ সা ঋ সা নি সা সা নি ধ নি ধ ধ প প,

ম প ধ প ধ প ম প প প ধ ধ. সা সা ঋ ঋ

ধ সা নি ঋ ঋ সা সা, সা ঋ গ গ ম প ধ প

ধ প ম প ঋ; গ প ম ধ ধ প প, ধ ম প

গ, গ ঋ গ ঋ গ ঋ গ ম গ গ ঋ গ ঋ ঋ সা

সা নি ঋ সা সা |

অন্তরা।

গ গ প ম ধ সা ঋ সা ঋ সা নি সা সা সা

সা, সা ধ ঋ ধ সা নি ঋ ঋ সা সা সা সা

সাঁ ঋাঁ গঁ গঁ ঋঁ গ ঋঁ ঋাঁ সাঁ সা সা ঋাঁ সা ঋা সাঁ

নাঁ সাঁ সাঁ, সাঁ নি ধ ধ নি ধ ধঁ পঁ প প পঁ, মঁ প

ধঁ প ধ প ম প ঋাঁ, গ পঁ ম ধঁ ধঁ পঁ পঁ, ধঁ

মঁ প গঁ, গ ঋা গ ঋা গঁ ঋা গ মঁ গঁ গ ঋা গ ঋা

ঋাঁ সাঁ সা নি ঋাঁ সাঁ সাঁ ঃ ঃ

ইহার মূর্চ্ছনাগত সুরগুলি অগ্রে আসে বাজাইয়া সুর বুঝিয়া লইবেন।

বিস্তার।

ধ সাঁ নি সাঁ ধ নি প ম প ধ প ম প গ ঋা গ

ঋা ঋাঁ সাঁ সা সা সাঁ, সা ঋা গ প ম প প ধ

ধ সাঁ নি ঋা সা সা সাঁ, সা ঋা গ ম প ধ নি ধ

সাঁ নি ঋাঁ সা নি সাঁ ধ প ম প গ ঋা গ ঋা,

গ্ম ম প ধ্ব নি সাঁ ঋঁ ঋাঁ সাঁ নি সাঁ সাঁ সাঁ সাঁ নি সাঁ

নি সাঁ ধ্ব প ম পঁ ধঁ ধ্ব পঁ ম পঁ গ্ব, ঋ গ ঋ

ঋঁ সাঁ সা নি ঋ সা সাঁ ঃ ঃ—

দরবারী কানাড়া।*—সম্পূর্ণ। ঋ গ ধ নি

সাধারণ ঠাট।

আস্থায়ী।

ধ্ব সাঁ নি সাঁ নি সা ঋ ম গ গ গঁ মঁ ঋ গ সা

সাঁ ঋঁ নি সাঁ নি সাঁ নি ঋ ঋঁ সাঁ সা, সা ঋ নি সাঁ নি মঁ

* কথিত আছে এই রাগ মিয়া তানসেন কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়া আকবর বাদসাহের দরবারে গীত হয়। বাদসাহ তচ্ছ্রবণে অতীব পরিতুষ্ট হইয়া, তানসেনকে পঞ্চদশ লক্ষ টাকার মণীময় বাজু পারিতোষিক দিয়াছিলেন।

ঋ প পঁ মঁ. পঁ মঁ গঁ গঁ মঁ ঋঁ ঋঁ গঁ সা সা নি

সা নি ঋ সা সা ঃঃ

বিস্তার।

ধ সাঁ নি সাঁ সা সা ঋ সা ঋ, ম গঁ মঁ ঋ সা

ঋ সা, নি সা ঋ ম ঋ গ সা ঋ নি সা ঋ সা

নি ধঁ ধঁ নঁ পঁ ধ মঁ পঁ, ম প নি সা ঋ সা নি সা

ম গঁ মঁ ঋ সা, ঋঁ ম পঁ পঁ নি ধঁ নঁ প ম

মঁ প নঁ সাঁ ঋ ম গঁ মঁ ঋঁ সা নি সাঁ নি সাঁ

নি ধঁ নঁ পঁ মঁ প ম গঁ মঁ ঋ সা ঋ সাঁ ঃঃ

# গান।

গান অনেক আছে। কিন্তু সব গানই যে যন্ত্রে ভাল লাগে এমত নহে। উহার মধ্যে যে গান বেহালা যন্ত্রে মিষ্ট শুনায়, সেইরূপ তিনটী গান প্রদত্ত হইল।

## রাগিণী—মিশ্রসার্ফর্দ্দা।

## তাল—আড়্খেমটা।

প্যারী } কার তরে আর গাঁথ হার যতনে।
গলার, হার কিশোরী (আরাধনের ধন ও তোর
চিন্তামণি) গলার হার কিশোরী, সেহার
হারালে হারালে শুননা শ্রবণে।
একজন অক্রূর মুনি ব'লে, সাধুর মূর্ত্তি ধ'রে,
কংশের দূত এসেছে বৃন্দাবনে।
হ'রে লয়ে যায় ও তোর সর্ব্বস্ব ধন দস্যুবৃত্তি ক'রে,
আমরা দেখে এলেম রথে তুলেছে রতনে।

| | | | ০ | | | | | ১ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সা | সা | } | ঋ | গঁ | মঁ | গ | ম | প | ধ | নি | ধ | নি | সা | নি | ধ |
| প্যা | রী | } | কা | ০ | ০ | ০ | ০ | র্ | ত | ০ | রে | ০ | ০ | ০ | ০ |

| +৩ | | | | ০ | | | | | ১ | | | | | | | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পঁ | সা | সা | \| | ঋ | গঁ | মঁ | গ | ম | পঁ | ধঁ | প | ম | গঁ | মঁ | গ | ঋ |
| আর | গাঁ | থ | \| | হা | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | র্ | য | ত | ০ | ০ | নে |

| | | | | ৩ | | ১ম বার | | | ক | ২য় বার | | | ০ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| গ | ম | গ | ম | ঋ | গ | সা | সা | ‖ | ধ | ধ | নি | \| | প | পঁ | সাঁ | সাঁ |
| ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | প্যা | রী | | গ | লা | র্ | | হা | ০ | র্ | কি |

নি সাঁ নি ধ নি সা নি ধ প প ধ ধ সা | সা ঋ সা

শো ০ ০ রী ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ রা ০ ধ নের ধন

সা সা নি ধ নি নি সা নি ধ ধ ধ নি | প প সা

ও তো র্ চি স্তা ম ০ ০ পি গ লা র্ হা ০ র্

সা নি সা নি ধ নি সা নি ধ প প প প | ধ নি

কি শো ০ ০ রী ০ ০ ০ ০ ০ ০ সে হার হা রা

সা নি সা ঋ সা নি সা নি ধ নি প ম প গ ম

০ ০ লে হা রা লে ০ ০ শু ০ ন না ০ শ্র ০

ঋ গ সা |

ব ০ ণে কার তরে আর গাঁথ হার যতনে।

সা সা } ঋ ঋ প ম গ ম গ ঋ ঋ ঋ ঋ ঋ প

এক জন } অ ক্রূ র মু নি ০ ০ ০ ব’ লে, সা ধু র্

ম গ ম গ ঋ ঋ গ ঋ সা সা | ঋ ম গ ম প

মূ র্ত্তি ০ ০ ০ ধ’ ০ ০ ০ রে কং শে র দূত এ

১ম বার ২য় বার

ধ নি প ম প সা নি সা ধ নি ধ প সা সা || প ধ |

সে ০ ছে বৃ ০ ন্ দা ০ ব ০ নে ০ এক জন হ’ রে

০ ১ + ৩
ধঁ র্সা র্সা ঋঁ র্সা র্সা র্সা র্সা নি ধ ধঁ নি নঁ সা নঁ ধঁ
ল' য়ে ০ ০ যায় ও তো ০ ০ র্ স র্ব্ব স্ব ০ ০ ধন

১ ০ +৩ ০
ধঁ ধঁ নি | র্পঁ র্সা নঁ র্সা নঁ ধঁ নি ধ র্প র্প র্প | ধঁ নঁ
দ স্যু ০ বৃ ত্তি ক' ০ ০ রে ০ ০ ০ আম রা দে খে

১ + ৩
র্সা নঁ র্সা ঋঁ র্সা নঁ র্সা নঁ ধঁ নি প ম প গ ম
০ ০ এ লেম্ র থে ০ ০ তু ০ লে ছে ০ র ০

ঋঁ গ সা ঃঃ—
ত ০ নে। কার তরে আর গাঁথ হার যতনে ইত্যাদি।

---

## রাগিণী—মিশ্রহাম্বির।

### তাল—কওয়ালি মধ্যলয়।

দরশন বিনে মম প্রাণ যে যায়।
কোথা গেলে পাব তারে ব'লে দে আমায়॥
শুন গো সজনী, আগে ত নাহি জানি,
ভালবেসে অবশেষে কাঁদালে আমায়।

এই গানটী, মধ্যম তারকে স্বর করিয়া বাজাইলে উপরের গান্ধার ও মধ্যম স্বর বাজাইবার বিশেষ সুবিধা হয়।

১ম বার | ২য় বার

মঁ পা গঁ ম ধঁ নঁ সাঁ ধ নঁ সাঁ ধঁ নঁ সাঁ নি ‖ সাঁ |
০ ০ ম ম প্রা ণ ০ ০ যে যায় দ র ০ ০ যায়

সাঁ সাঁ ঋাঁ ঋাঁ ঋাঁ ঋাঁ ঋাঁ ঋাঁ গঁ মঁ গঁ গঁ সাঁ ঋাঁ সাঁ নি
কো থা গে লে পা ব তা ০ ০ রে ০ ব' লে দে আ

সাঁ ধঁ নঁ সাঁ নি | সাঁ ঋাঁ নি সাঁ ধ নি পঁ ধঁ প ধ প
মায় দ র ০ ০ শ ০ ন ০ বি ০ নে ০ ০ ০ ০

মঁ প গঁ ম ধঁ নঁ সাঁ ধ নঁ সাঁ | সাঁ ধঁ ধঁ নি ধ নঁ
০ ০ ম ম প্রা ণ ০ ০ যে যায় ০ শু ন ০ ০ গো

সাঁ ঋাঁ ঋাঁ ঋাঁ সাঁ সাঁ নঁ সাঁ ধঁ সাঁ নি সাঁ সাঁ সাঁ | সাঁ ‖
স জ নী ০ আ গে তো ০ না হি ০ ০ জা নি

সাঁ ঋাঁ ঋাঁ ঋাঁ ঋাঁ ঋাঁ ঋাঁ গঁ মঁ গঁ গঁ সাঁ ঋাঁ সাঁ নি
ভা ল বে সে অ ব শে ০ ০ যে ০ কাঁ দা লে আ

সাঁ ধঁ নঁ সাঁ নি | সাঁ ঋাঁ নি সাঁ ধ নি পঁ ধঁ প ধ প
মায় দ র ০ ০ শ ০ ন ০ বি ০ নে ০ ০ ০ ০

মঁ প গঁ ম ঃ ঃ—
০ ০ ম ম

অন্যূন চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে স্বনাম প্রসিদ্ধ গোবিন্দ ও বদন অধিকারী আপন আপন যাত্রায় যে সকল গান গাহিতেন, তাহার অধিকাংশ গানই পদাবলীর সহিত গীত হইত। সুরের সহিত পদগুলি অগ্রে গাহিয়া পরে গান ধরিতেন। তাহা শুনিতে অতি মিষ্ট হইত। নিম্নে বদন অধিকারীর সেইরূপ একটী গান লিখিত হইল।

## পদাবলী।

বৃষভানু নন্দিনী, রমণীর শিরোমণি, নব নব সঙ্গিনী সঙ্গে।
হায় গো নব নব সঙ্গিনী সঙ্গে।
তাহে, চলিল রাই বৃন্দাবনে, শ্যামচাঁদ দরশনে, রসভরে ডগ মগ অঙ্গে॥
তায়, মুখ খানি পূর্ণিমার শশী, তাহে মৃদু মৃদু হাসি, শিরে শোভে চাঁচর কেশের বেণী।
হায় গো শিরে শোভে চাঁচর কেশের বেণী।
তাহে, বেণীর উপর সোণার ঝাঁপা, তার উপরে কনক চাঁপা, গোবিন্দের হৃদয় মোহিনী॥
তায়, নীলমণিচুড়ী হাতে, সোণার কঙ্কন তাতে, কাল বসন রাধিকার গায়।
হায় গো কাল বসন রাধিকার গায়।
পায়, সোণার নূপুর পাটামল, তাহে করে ঝল মল, হংস গমনে চ'লে যায়॥

## গান।

### রাগিণী—গৌড় সারং।

### তাল—ঠুংরী।

বৃষ ভানু রাজ নন্দিনী, সঙ্গে ল'য়ে সব গোপিনী,
যৌবন ভরে ঢ'লে পড়ে রাই, হংসগতি রাই গামিনী।
হেলিতে দুলিতে চলে তায় খসিয়ে পড়িছে বেণী।
ঝল মল কুণ্ডল, যিনি রবি মণ্ডল, সিন্দূরে মণ্ডিত ভাল
আজ, সেজেছে রাই বিনো, আমাদের রাই সেজেছে আজ
বিনোদিনী।—

## পদাবলী।

### তাল ঠুংরী।

সাঁ নি সাঁ নি সাঁ নি সাঁ ঋঁ সাঁ | নি ধ নি ধ
বৃ থ ভা নু ন ০ ন্দি ০ নী | র ম ণী র

নি ধ নঁ সাঁ নঁ | প প ধ ধ নি সাঁ ঋঁ সাঁ |
শি রো ম ০ ণি | ন ব ন ব স ০ ঙ্গি নী |

সাঁ নঁ সাঁ সাঁ ধ নি ধ নি সাঁ নি সাঁ নি ধ নি |
স ০ ০ ঙ্গে হা য় গো ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ |

প প ধ ধ নি সাঁ ঋঁ সাঁ | সাঁ নঁ সাঁ সাঁ নি নি |
ন ব ন ব স ০ ঙ্গি নী | স ০ ০ ঙ্গে তা হে |

সাঁ নি সাঁ নি সাঁ নি সাঁ ঋঁ সাঁ | ধঁ নি ধঁ নঁ সাঁ নঁ
চ লি ল রাই বৃ ন্দা ব ০ নে | শ্যা ০ ম্ চাঁ ০ দ

প প ধঁ নি ধঁ | ম ম প ম গঁ গঁ ম গ ঋঁ সা |
দ র শ ০ নে | র স ভ রে ড গ ০ ০ ম গ |

ঋঁ ঋঁ ঋঁ গ | ম গ ম ম ম ম মঁ মঁ গ ম |
অ ঙ্গে তা য়্ | মুখ খা নি পু র্ণি মার শ শী ০ ০ |

ঋঁ গঁ ম গ মঁ পঁ ধ প ম মঁ মঁ গ ম | ধ ধ
তা হে ০ ০ মৃ দু ০ মৃ দু হা সি ০ ০ | শি রে

ধ ধ নি সাঁ ঋঁ সাঁ | নি সাঁ সাঁ ধ নি ধ নি সাঁ
শো ভে চাঁ চর্ কে শের | বে ণী ০ হা য় গো ০ ০

নি সাঁ নি ধ নি | প প ধ ধ নি সাঁ ঋঁ সাঁ
০ ০ ০ ০ ০ | শি রে শো ভে চাঁ চর কে শের

নি সাঁ সাঁ নি নি | সাঁ নি সাঁ নি সাঁ নি সাঁ ঋঁ সাঁ
বে ণী ০ তা হে | বে ণীর উ পর্ সো ণার ঝাঁ ০ পা

ধ ধ নি সাঁ নি প প ধ নি ধ | ম ম প ম
তার উ প ০ রে ক নক চাঁ ০ পা | গো বি ন্দে র

গ গ ম গ ঋ সা | ঋ ঋ ঋ ঋ গ |
হৃ দ ০ ০ য় মো | হি নী ০ তা য়্ | নীল মণি চুড়ী

ইত্যাদি এই তৃতীয় পদটীর সুর, দ্বিতীয় পদের ন্যায় হইবে।

গান।

ঋ প ম প | গ গ ম প ম প ম গ ম ঋ
বৃ ষ ভা নু | রাজ্ ন ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ন্দি

গ | গ গ গ প ম প | ধ নি প প গ গ ম গ ম
নী | ০ ০ স ঙ্গে ল' য়ে | স ব্ গো ০ পি নী ০ ০ ০

প ম গ ঋ সা সাঁ সাঁ ঋ ঋ ঋ | ঋ গ গ ম
০ ০ ০ ০ ০ ০ যৌ বন ভ রে | ঢ' লে ০ ০

১ ০ | + ০ ১ ০

ঋ ম গ | প ম প ম গ ঋ সা সাঁ সাঁ ঋ ঋ ঋ

প ড়ে রা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ই ০ যৌ। বন ভ রে

+ ০ ১ ০ | + ০ ১ ০

ঋ গ গঁ মঁ ঋ ম গ | গ গঁ পঁ সাঁ সা নি সাঁ |

চ' লে ০ ০ প ড়ে রা ই ০ হং স গ তি ০

+ ০ ১ ০ | + ০

ধ নি প পঁ গঁ গ ম গ ম | প ম গ ঋ সা সাঁ ঋঁ

রা ই গা ০ মি নী ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ বৃ

১ ০ | + ০ ১ ০

প ম প | গ গঁ ম পঁ ম প ম গঁ ম ঋঁ গ |

থ ভা নু | রাজ ন ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ন্দি নী

+ ০ ১ ০ | + ০ ১

গ গঁ পঁ সাঁ সাঁ নি সাঁ | ধ নি পঁ ধঁ প ধ প মঁ

০ ০ হে লি তে দু ০ | লি ০ তে ০ ০ ০ ০ ০

০ | + ০ ১ ০ | +

গ মঁ প | প ধ প ধ নঁ ধঁ প ম গ ম | ঋ প

০ চ লে | তা ০ ০ ০ য় থ সি য়ে প ০ | ড়ি ছে

০ ১ ০ | + ০ ১

প পঁ গঁ গ ম গ ম | প ম গ ঋ সা সাঁ ঋঁ প ম

০ ০ বে ণী ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ বৃ থ ভা

০ | + ০ ১ ০ | + ০

প | গ গঁ ম পঁ ম প ম গঁ ম ঋঁ গ | গ গঁ

নু | রাজ্ ন ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ন্দি নী ০ ০

প প ধ নঁ সা নঁ | সা সা ঋা গ ঋা সা | সা

ঝ ল ম ল ০ ০ | কু ০ ০ ০ গু ল ০

সা সা ঋা ঋা গ | গ সা সা নঁ নি সা নি সা

০ যি নি র বি ০ ম ০ গু ল ০ ০ ০

ধ নি সা নি ধ প | প প ‖ প সা সা নি সা |

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ সি ন্দূ রে ম ০

ধ নি প ম গ ম প | প ধ প ধ নঁ ধঁ প ম

ণ্ডি ০ ত ০ ০ ভা ল | রা ০ ০ ০ ই সে জে ছে

গ ম | ঋ প প প প ম প | প ধ প ধ নঁ ধঁ

আ জ্ | বি নো ০ আ মা দের রা ০ ০ ০ ০ ই সে

প ম গ ম | ঋ প প পঁ গঁ গ ম গ ম | প ম

জে ছে আ জ্ | বি নো ০ ০ দি নী ০ ০ ০ ০ ০

গ ঋ সা সা ঋা প ম প | ঃ ঃ—

০ ০ ০ ০ বৃ ষ ভা নু |

## পদ্য।

পদ্যও এক জাতীয় গান। অনেক পদ্য সুরের সহিত পঠিত হয়, এবং এমন পদ্যও যথেষ্ট আছে যাহা মাত্রানুগত করিয়া শুদ্ধ ছন্দোবদ্ধে পাঠ করাই পদ্ধতি। সেইরূপ একটী পদ্য প্রস্তুত করিয়া নিম্নে প্রদত্ত হইল। উহার এক একটী পদ বার মাত্রায়, সুতরাং দ্রুত একতালার দুই পদে সম্পন্ন হইবে।

# মৃতের বিলাপ।

যায় রে জীবন, যতনের ধন, ত্যজিয়ে ভবন, কোন্ প্রবাসে,
না পুরিল আশ, উঠিল নিবাস, উড়িল বাতাস, আপন বশে।
শ্বাসের দমক, হরিল চমক, ঘুচিল ঠমক, ঠসক রেলা,
উঠানে প'ড়ি, যাই গড়াগড়ি, আনে বাঁশ দড়ী, ফুরাল খেলা।
যতেক ভর্সা, হইল ফর্সা, কালের বর্শা, পশিল বুকে,
প্রতিবাসী জন, বিরস বদন, সুহৃদ্ স্বজন, ভাসিল শোকে।
দিয়ে হরিবোল, মিটাইল গোল, রোদনের রোল, উঠিল জেঁকে,
করিল বিদায়, ঠেকিলাম দায়, যাই বা কোথায়, সুধাই কাকে।
দেখে বাসী মড়া, ভূতে করে তাড়া, দুয়ারেতে খাড়া, গৃহিণী মোর,
হেন অসময়, হ'ল না সহায়, হেরে হাসি পায়, ব্যাভার ওর।
কাহার জন্য, সদা বিপন্ন, হ'য়েছি শীর্ণ, ম'রেছি খেটে,
ছড়ী ঘড়ী যান, বড় বাড়ী খান, কেহ নাহি যান, শ্মশান ঘাটে।
বাজী হ'ল ভোর, ভাঙ্গিল গুমোর, কোথা গেল মোর, মাণিক হীরে,
ছিলাম আমীর, হ'লাম ফকীর, চলিলাম চীর বসন প'রে।
পরের মন্দ, সদা পছন্দ, কত আনন্দ, তাহাই ল'য়ে,
সে সুখের দিন, রহিল ক দিন, এবে আমি দীন তাদের চেয়ে।
লভিতে অর্থ, কত অনর্থ, ক'রেছি নিত্য লোভেতে ম'জি,
থাকিতে সময়, হ'ল না উদয়, এ যে সমুদয় ভোজের বাজি।
কি করি এখন, কি হবে ঘটন, হই উচাটন ভাবনা বিষে,
কিছু নাই ঠিক, যাই কোন্ দিক্, সকলি অলীক লাগিল দিশে।
চলে না চরণ, সরে না বচন, মুদিত নয়ন তাহে একেলা,
সমুখে আঁধার, অকূল পাথার, না জানি সাঁতার নাহিক ভেলা।
ঘুচিবে সন্দ, নাশিবে ধন্দ, এ সব ছন্দ কে দিবে ব'লে
আগুনে পুড়িব, পবনে উড়িব, মাটিতে মিশিব অথবা জলে।

কহে কোন লোক, রহিবে ভূলোক, কেহ বা গোলোক কেহ বিমানে,
কেহ কহে নাশ, কেহ অবিনাশ, প্রকৃতি নিবাস কেহ না জানে।
বুঝেছি সত্য, সবই অনিত্য, নিগূঢ় তত্ত্ব গভীর গুহায়,
তবে পাব ত্রাণ, যদি ভগবান, করি কৃপাদান রাখেন পায়।

সম্পূর্ণ।

# গণিত সঙ্গীত।

## উদ্দেশ্য।

সঙ্গীত বিদ্যা, ঔপপত্তিক ও ক্রিয়াসিদ্ধ এই দুই অংশে বিভক্ত। ঔপপত্তিক অংশ দ্বারা সঙ্গীতের রূপ গঠিত, শৃঙ্খলিত ও অলঙ্কৃত হয়; এবং ক্রিয়াসিদ্ধ অংশ দ্বারা তাহা সাধারণের শ্রবণ সম্মুখে সুপ্রকাশিত হইয়া থাকে। সুতরাং মূর্ত্তিটীকে সৌন্দর্য্যময়ী ও সুখকরী করিতে হইলে, ঔপপত্তিক শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করা একান্ত প্রয়োজন। ঔপপত্তিক অংশটী আবার পুঙ্খানুরূপে শিখিতে গেলে গণিত-বিজ্ঞানের শরণ লইতে হয়। স্বর কি, প্রত্যেক স্বরগুলির পরিমাণই বা কত, উহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধ কিরূপ, এক স্বরের সহিত অপর স্বরের শত্রু ও মিত্র ভাব অথবা কর্কশতা ও মিষ্টতার নিদান কি, এই সকল বিষয়ক জ্ঞানের নামই ঔপপত্তিক বিদ্যা। সুতরাং ইহা সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞান ও গণিত সাপেক্ষ। বিজ্ঞান রজ্জু সহযোগে গণিত দণ্ড দ্বারা মন্থিত না হইলে, কোন বিষয়েরই সত্য রূপ অমৃত লাভের আশা নাই।

অধুনা আমাদিগের দেশে যে সকল সঙ্গীত পুস্তক প্রচারিত আছে, তাহাদিগের মধ্যে এক খানিও গণিত সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় না। অথচ স্বর গুলিকে সীমা বিশিষ্ট করিয়া গন্তব্য স্থানের ঠিকানা করিতে হইলে, পদে পদে গণিত সঙ্গীতের প্রয়োজন। এই জন্য আমি অশেষ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে এই গণিত সঙ্গীত নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকা খানি প্রণয়ন করিয়া সাধারণের হস্তে সমর্পণ করিলাম। ইহা কেবল নিদ্রা-ভঙ্গ সূচক প্রভাত সঙ্গীত স্বরূপ। হিন্দু সঙ্গীত ভিত্তিহীন বা অঙ্গুলি গণনার সামগ্রী নহে। মাঝামাঝি একটা স্বর ধরিয়া লইয়া, সূক্ষ্মতম স্বরাংশ শ্রুতিগুলিকে পরিত্যাগ করিলে ইহা বাজীকরের গান হইয়া যায়। অতএব, জনসাধারণকে ঐ সকল স্বর ও শ্রুতি নিচয়ের পূর্ণতা, প্রয়োজনীয়তা ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অনুসন্ধানে মনোযোগী করিবার জন্য, ইহা আমার কেবল প্রভাত সঙ্গীত মাত্র।

অনন্তর বক্তব্য এই যে, এই গণিত সঙ্গীত খানি আমার স্বাধীন চিন্তার সামগ্রী। নানা অসংযোগ বশতঃ এ বিষয়ে কোন পুস্তক সাহায্য বা গুরূপদেশ লাভের সুবিধা ঘটে নাই। সুতরাং ইহা যে ভ্রমপ্রমাদ শূন্য হইবে, এরূপ আশা করা যাইতে পারে না। অতএব কোন মহাজন কর্ত্তৃক কোন অংশ সংশোধিত হইলে, তাহা আমি অবনত মস্তকে গ্রহণ করিব।

পরিশেষে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, এই গণিত সঙ্গীত খানি প্রণয়ন বিষয়ে আমার বাল্য সুহৃদ শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ হালদার মহাশয় আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। ইতি

শ্রীনবীনকৃষ্ণ শর্ম্মণঃ,
গোকনা।

# গণিত সঙ্গীত।

## সপ্তস্বর।

এই অখণ্ড মহীমণ্ডলের যে কোন প্রদেশে আপনি গমন করুন, দেখিতে পাইবেন যে, এক এক গ্রামে সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি, এই সাতটী সুর ভিন্ন আর নাই। ইটালি, ইংলণ্ড, তুরস্ক, জাপান কিম্বা ভারতবর্ষ প্রভৃতি সুসভ্য দেশেই হউক, অথবা কুকি, সাঁওতাল, বেহারা, বাজীকর ইত্যাদি অসভ্য সমাজেই হউক, ঐ সপ্ত স্বরের অবস্থান ও ওজন প্রায় সমভাবেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু সপ্ত স্বরের ঐরূপ ভুবনব্যাপিনী একতার কারণ কি? তবে কি উহা ঈশ্বরের আজ্ঞা? অথবা যে আজ্ঞায় রক্ত, পীত, নীলাদি বর্ণ পরম্পরা সর্ব্ব স্থানেই সপ্ত খণ্ডে বিভক্ত হইয়া জীব কুলের নয়নানন্দ বিধান করে, যে আজ্ঞায় রসনার তৃপ্তি সাধনে সংসারে ছয়টী মাত্র রসেরই পূর্ণাধিকার, সুরগুলিও সেই আজ্ঞায় ত্রিভুবনের সর্ব্ব স্থানেই সপ্ত খণ্ডে গ্রাম পূর্ণ করিয়া সর্ব্ব জীবের শ্রবণ-সুখ বিতরণ করিয়া থাকে। যাহা হউক, অবশ্যই উহার মধ্যে কোন বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত রহিয়াছে। একটী প্রক্রিয়া দ্বারা সেই রহস্য বোধ হয় কথঞ্চিৎ উন্মুক্ত হইতে পারে।

একটী পর্দ্দা বিহীন সেতারে শুদ্ধ একটী তার চড়াইয়া সম্ভবমত ওজনে বাঁধুন। নিম্নে অঙ্কিত করিয়া দেখান যাইতেছে;—
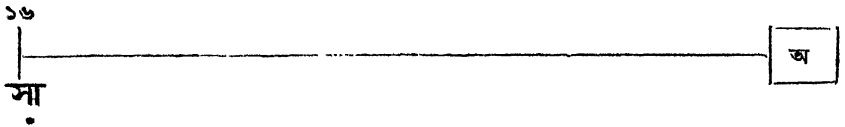
সা এর মস্তকোপরি ক্ষুদ্র দণ্ডটী সেতারের আড়ি। তাহাতে সংলগ্ন লম্বালম্বী রেখাটী তার। তারের অপর প্রান্তে "অ" চিহ্নিত চতুষ্কোণটী সোয়ারি। আড়ি হইতে সোয়ারি পর্য্যন্ত এই অখণ্ড তারটীর সুরকে উদারা গ্রামের সা এবং উহার ওজন অর্থাৎ এক মাত্রা কাল মধ্যে অনুকম্পন-তরঙ্গ যেন ১৬ ধরিয়া লউন। অনন্তর ঐ তারটীকে সমদ্বিখণ্ডে বিভক্ত করিয়া ঐ খণ্ডিত স্থানে এক খানি পর্দ্দা বাঁধুন। এক্ষণে ঐ পর্দ্দায় অঙ্গুলি দিয়া বাজাইয়া দেখুন, উহার সুর পূর্ণ তারের অর্থাৎ উদারার সা সুরের সহিত

মিশিয়া গিয়াছে। কেবল উচ্চতা ও নিম্নতা মাত্র প্রভেদ। সুতরাং, ঐ মধ্যবর্ত্তী পর্দ্দা হইতেই পরবর্ত্তী গ্রাম আরম্ভ হইয়া উহা মুদারা গ্রামের সা স্থির হইল।
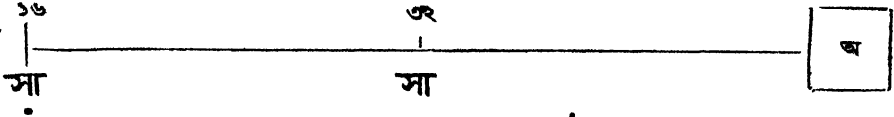
এক্ষণে এই মুদারা সা এর ওজন কত জানিতে হইলে নিম্নলিখিত প্রণালীতে ফল পাওয়া যাইতে পারে ; যথা—

সা-অ এই পূর্ণ তারটীর ওজন যদি ১৬ হয়, তবে ঠিক তাহার অর্দ্ধ খণ্ড সা-অ তারটীর ওজন সুতরাং ১৬×২=৩২ হইতেছে।

কেননা সমান টানযুক্ত তার ক্রমে যত ছোট হইবে তাহার অনুকম্পন তরঙ্গও সেইরূপ ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া পর পর উচ্চ সুর প্রসব করিতে থাকিবে। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। সেই জন্য সা-অ তারটী এক মাত্রা কালে যদি ১৬ বার কম্পিত হয়, তবে তাহার অর্দ্ধ খণ্ড তার সা-অ সেই এক মাত্রা কালে সুতরাং ৩২ বার কম্পিত হইয়া উদারা সা এর দ্বিগুণ সুর প্রকাশ, অর্থাৎ মুদারা গ্রামের পত্তন স্থির করিবে, ইহা নিশ্চয়।

এই ক্রিয়া দ্বারা উদারা গ্রামের সীমাও সুন্দররূপে নির্দ্দিষ্ট হইল, অর্থাৎ উদারার সা হইতে মুদারার সা পর্য্যন্ত এই অর্দ্ধ খণ্ড অথবা প্রথম খণ্ড তারের মধ্যেই যে উদারা গ্রামের আর আর সুরগুলি নিমগ্ন রহিয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহ রূপে অবধারিত হইল।

এক্ষণে ঐ সুরগুলি আবিষ্কার জন্য ঐ সা-অ পূর্ণ তারটীকে সমান তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া, দ্বিতীয় ভাগের প্রারম্ভে একখানি পর্দ্দা বাঁধুন। পরে ঐ সা-অ পূর্ণ তারটীকে আবার সম চারি খণ্ডে বিভক্ত করিয়া তাহারও দ্বিতীয় খণ্ডের পূর্ব্ব সীমায় একখানি পর্দ্দা বাঁধুন। অনন্তর বাজাইয়া দেখুন, ঐ দুইটী সুর অতি শ্রুতিমধুর হইয়াছে। যাহা হউক, যথাক্রমে উহাদিগের নাম রাখা হইল প ও ম। নিম্নে দেখুন ;—
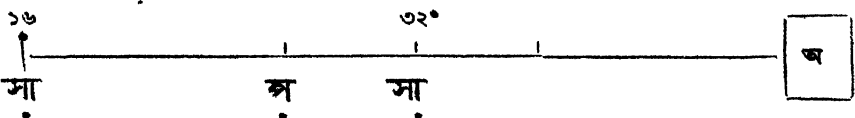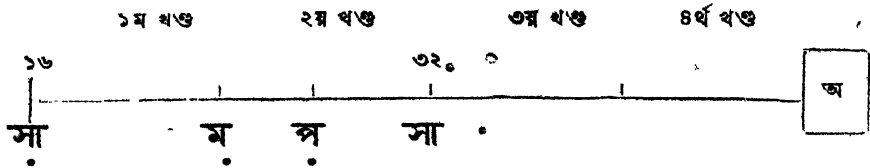
প্রকৃতির রমণীয় রহস্য হইতে আপনি উদারা গ্রাম মধ্যে প ও ম এই দুইটী অতি পবিত্র প্রাকৃতিক সুর প্রাপ্ত হইলেন। এক্ষণে উহাদিগের কাহার কত ওজন জানিতে পারিলে পরস্পর সম্বন্ধও স্থিরীকৃত হইবে।

সা-অ এই পূর্ণ তারটীকে সম তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াই প স্থির হইয়াছে। সুতরাং ১৬×৩=৪৮ তৃতীয় বিভাগের ওজন। কিন্তু প দ্বিতীয় ভাগের সুর এবং উহার দৈর্ঘ্যও তৃতীয় বিভাগের ঠিক দ্বিগুণ হইতেছে; সুতরাং উহার অনুকম্পনও ৪৮/২=২৪ স্থির হইল।

সা-অ এই পূর্ণ তারটীকে আবার সম চারি খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ম পাওয়া গিয়াছে। অতএব ১৬×৪=৬৪ চতুর্থ বিভাগের ওজন। কিন্তু ম দ্বিতীয় বিভাগের সুর এবং উহার দীর্ঘতাও চতুর্থ ভাগের ঠিক ত্রিগুণ হইতেছে; এই জন্য ম এর ওজন ৬৪/৩= ২১⅓ স্থির হইল।

১৬ = ১৬ সা

১৬×২ = ৩২ সা

১৬×৩=৪৮÷২=২৪ প

১৬×৪=৬৪÷৩=২১⅓ ম
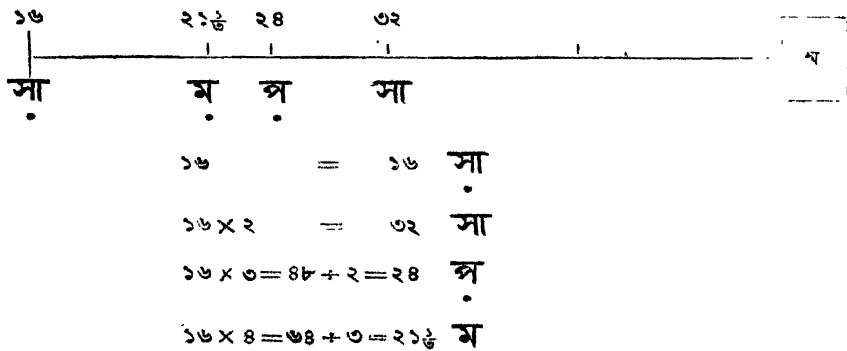
উপরোক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা মূল তারটী সম ত্রিখণ্ড ও চতুষ্খণ্ড দ্বারা উদারা গ্রামের পঞ্চম ও মধ্যম স্বর লভ্য হইল। অতএব প ও ম এর মধ্যে আর প্রকৃত স্বরের স্থান নাই, কারণ সাড়ে তিন প্রভৃতি ভাঙ্গা ভাগ না হইলে আর উহাদিগের মধ্যে কোন প্রকারেই পর্দ্দা বসিতে পারে না।

এক্ষণে ঐ চারিটী স্বরের পরস্পর সম্বন্ধ কিরূপ বুঝিয়া দেখুন। সা এর সহিত প এর যে সম্বন্ধ, ম এর সহিত মুদারা সা এর সেই সম্বন্ধ। কেননা সা = ১৬, প = সা এর দেড়া ২৪। ম = ২১⅓, সা = ম এর দেড়া ৩২। সুতরাং, এইরূপ দেড়া স্বরসূচক পঞ্চমস্থ সম্বন্ধে স্বরগুলির অবস্থানই যেন ভগবানের পূর্ণ আজ্ঞা।

অনন্তর আর আর স্বরগুলি আবিষ্কার জন্য এইরূপ যুক্তি অবলম্বন করা যাইতে পারে যে, ম এর পঞ্চম যদি সা হয়, তবে তাহার অব্যবহিত পরের স্বর প এর পঞ্চমও সা এর অব্যবহিত পরে অবশ্যই হইবে। অতএব প এর পঞ্চম স্থির করিয়া (১) সেই স্থানে ঋ বলিয়া এক খানি সারিকা বন্ধন করুন।

তাহার ওজন সুতরাং ২৪ এর দেড়া ৩৬ হইবে। কিন্তু উহা মুদারা গ্রামের ঋ। এক্ষণে ঐ ঋ-অ তারটীর ঠিক সমান করিয়া উদারা সা এর দক্ষিণে এক খানি পর্দ্দা বাঁধিলে তাহা উদারা গ্রামের ঋ হইবে এবং তাহার ওজনও সুতরাং $\frac{৩৬}{২}$=১৮ হইবে। এখন ঐ ঋ এর পঞ্চম স্থির করত সেই স্থলে এক খানি পর্দ্দা বাঁধিয়া তাহার নাম ধ রাখুন। তাহার ওজনও সুতরাং ১৮ দেড়া ২৭ হইবে।

এক্ষণে উদারা গ্রামস্থ গ ও নি এই দুইটী স্বরের অভাব রহিয়াছে। সেই দুইটী স্বরের উদ্ধার হইলেই উদারা গ্রাম পূর্ণ হয়।

একটু অভিনিবেশ পূর্ব্বক দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, প-অ এই তারটীকে তিন ভাগ করিলে ঋ এবং চারি ভাগ করিলে সা, পর পর এই দুইটী প্রকৃত স্বর হয়।

(১) কোন একটা পরিমিত তারকে সম তিন ভাগ করিলে দ্বিতীয় ভাগের প্রারম্ভে তাহার পঞ্চম এবং সম চারি ভাগ করিলে ঐ দ্বিতীয় ভাগের প্রারম্ভে তাহার মধ্যম হয়।

সুতরাং ঐ প-অ তারটীকে পাঁচ ভাগ করিলে অবশ্য সা এর অব্যবহিত পূর্ব্বে একটী প্রকৃত স্বর পাওয়া যাইতে পারে। অতএব ঐ প-অ কে পাঁচ ভাগ করিয়া দ্বিতীয় ভাগের প্রারম্ভে এক খানি পর্দ্দা বাঁধিয়া তাহার নাম নি রাখুন। উহার ওজনও এইরূপে স্থির করা যাইতে পারে; যথা—

প = ২৪ × ৫ = ১২০ পঞ্চম ভাগের ওজন। কিন্তু নি দ্বিতীয় বিভাগের সুর। সুতরাং উহার ওজনও এক ভাগ বাদ দিয়া ১২০/৪ = ৩০ হইতেছে।
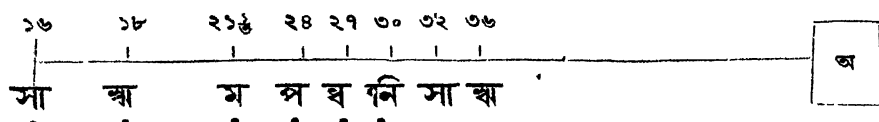
এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে সা এর পঞ্চম প, ঋ এর পঞ্চম ধ, ম এর পঞ্চম সা, এইরূপ পঞ্চমত্ব সম্বন্ধে সুরগুলি শৃঙ্খলিত হইয়াছে। অতএব নি যাহার পঞ্চম হয়, এমন একটা সুর ঋ ও ম এর মধ্যে নিশ্চয়ই আছে। তাহা স্থির করিতে হইলে নি-অ তারটীকে সমদ্বিখণ্ড করুন। তাহার এক খণ্ড তারের সমান করিয়া নি এর বাম দিকে ঋ এবং ম এর মধ্যে এক খানি পর্দ্দা বাঁধিয়া তাহার নাম গ রাখুন। গণনা দ্বারা তাহার ওজনও ২০ হইবে; এতক্ষণের পর গ্রাম পূর্ণ হইল।

## পূর্ণ গ্রাম।
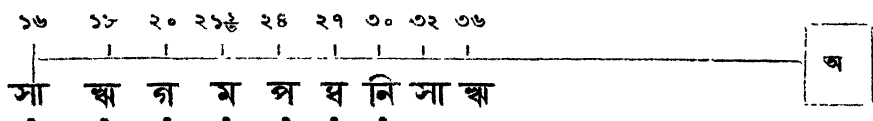
পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে সা এর কাল্পনিক অনুকম্পন তরঙ্গ ১৬; এক্ষণে সেই ১৬র স্থলে যদি ১ ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে

| ১ | ১৵ | ১। | ১।/৩॥ = | ১॥ | ১॥৵ | ১৸৵ | ২ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সা | ঋ | গ | ম | প | ধ | নি | সা | অথবা |

১ ১⅛ ১¼ ১⅓ ১½ ১$\frac{১১}{১৬}$ ১⅞ ২
সা ঋ গ ম প ধ নি সা এইরূপ অনুপাতে অবস্থিত হয়। এই স্বরানুপাতের প্রতি দৃষ্টি করিলে সুরগুলি পরস্পর অতি মনোমুগ্ধকর পঞ্চমত্ব সম্বন্ধে সন্নিবেশিত হইয়াছে, ইহা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারা যায়; যথা—সুরের দেড়া পঞ্চম, ঋষভের দেড়া ধৈবত, গান্ধারের দেড়া নিষাদ, এবং মধ্যমের দেড়া পরবর্ত্তী গ্রামের সা।

ইহা গণনা করিয়া বুঝিয়া দেখুন। আবার সা হইতে ঋ, ঋ হইতে গ ও গ হইতে ম এর ওজনের অন্তরতা যত যত; প হইতে ধ, ধ হইতে নি এবং নি হইতে পরবর্ত্তী গ্রামের সা, ইহাদিগের ওজনের অন্তরতাও ঠিক তাহার দেড়া হিসাবে পাওয়া যাইতেছে। ইহা স্বরানুপাতিক চিত্রে গণনা করিয়া দেখুন।

যাহা হউক, অতি সূক্ষ্মতম গণনাতেও সপ্ত স্বরের সন্নিবেশে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য দেখা যাইতেছে। আবার ষড়জ ও পঞ্চম তারকে ২, ৩, ৪, ৫ এই কয়টী অখণ্ড প্রাকৃতিক ভাগে বিভক্ত করিয়াই ঋষভাদি ছয়টী স্বরের সংস্থান হইয়াছে। সুতরাং স্বরগুলিও যে অখণ্ড ও প্রাকৃতিক, তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না। (১)

---

(১) কিন্তু আমাদিগের ধৈবতের সহিত ইউরোপীয় ধৈবতের একটু বিশেষত্ব দেখা যায়। ভারতীয় ধৈবতের পরিমাণ ১৷৷৵ অথবা ১$\frac{১১}{১৬}$, ইউরোপীয় ধৈবত ১৷৷৵১৩|-- অথবা ১⅔ আমাদিগের ধৈবত ঋষভের ঠিক পঞ্চম। ইউরোপীয় ধৈবত ঋষভের পঞ্চম অপেক্ষা একটু নরম। হিন্দু ধৈবত অঙ্কমুখে নির্ভুল। ইউরোপীয় ধৈবত সুর সংযোগের অনুকূল। কিন্তু ইউরোপীয় ধৈবতকে বিশুদ্ধ বলিতে গেলে গ্রামের মধ্যে সা, প, ম এবং ধ এই চারিটী স্বরের প্রাধান্য স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু, তাহা হইলে হিন্দু সঙ্গীত-শাস্ত্রের মর্ম্মে এবং উপদেশে বিষম বিপর্য্যয় ঘটিয়া পড়ে। আর্য্য ঋষিদিগের মতে গ্রামের মধ্যে সা, প এবং ম এই তিনটী স্বরের প্রাধান্য অধিক। তন্নিম্নে ঋ এবং ধ; সর্ব্ব শেষে গ এবং নি। প্রমাণ জন্য একটী প্রাচীন শ্লোক এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম; যথা—

পঞ্চমো মধ্যমঃ ষড়জ ইত্যেতে ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ।
ঋষভো ধৈবতশ্চাপি ইত্যেতৌ ক্ষত্রিয়ৌ স্মৃতৌ।
গান্ধারশ্চ নিষাদশ্চ বৈশ্যা বর্দ্ধেন বৈ স্মৃতঃ।
শূদ্রত্বং বিদ্ধি চার্দ্ধেন পতিত ত্বান্ন সংশয়ঃ॥

ইতি নারদ সংহিতায়াং তথা সঙ্গীত-দীপিকা।

এই প্রাচীন ঋষি-বাক্যের সহিত আমাদিগের গ্রাম-নিরূপণ পদ্ধতির পূর্ণ সামঞ্জস্য রহিয়াছে। যাহা হউক, হিন্দু-ধৈবতই সর্ব্ব প্রকারে উচ্চাসন পাইবার যোগ্য।

ফলতঃ, ঈশ্বরাজ্ঞা অথবা প্রাকৃতিক আধিপত্য বজায় রাখিতে গেলে, এক এক গ্রামে অখণ্ড প্রাকৃতিক সুর সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি এই সাতটী ভিন্ন কখন আটটী কিম্বা ছয়টী হইতে পারে না। এই জন্য, প্রকৃতির মানব-জাতীয় সন্তানগণ মাতৃগুণ প্রাপ্ত হইয়া সকলেই ঐ প্রাকৃতিক সপ্ত স্বরের অধিকারী। সুতরাং সুরগুলির সংখ্যা ও অনুপাত নিখিল ব্রহ্মাণ্ডময় একই ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া এক মাত্র ব্রহ্ম-জ্ঞানই সুপ্রচার করিতেছে।

## স্বর সম্বন্ধ।

কোন্ স্বরের সহিত কোন্ স্বরের কত দূর নিকট বা দূরতর সম্বন্ধ, তাহা ভালরূপ অবগত হইতে না পারিলে রাগাদিকে ইচ্ছানুরূপ নব নব বর্ণে সুরঞ্জিত করা যাইতে পারে না; অতএব, সেই বিষয়টী কথঞ্চিৎ লিখিত হইতেছে।

ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের এক জাতীয় অর্থাৎ সা সা, ঋ ঋ ইত্যাদি সম্বন্ধকে স্বজাতীয় স্বর ও সম্বন্ধ কহে। গ্রামস্থ সপ্ত স্বরের মধ্যে যে স্বরের সহিত অন্য স্বরের অতি নিকট সম্বন্ধ, তাহাকে পূর্ব্ব স্বরের বাদী; তদপেক্ষা একটু দূর হইলে তাহাকে সম্বাদী; ইহা হইতে আরও দূর হইলে অনুবাদী; সর্ব্বাপেক্ষা দূরতায় বিবাদী স্বর ও সম্বন্ধ কহে; যথা—

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| সা | — | সা | স্বজাতীয় | সম্বন্ধ |
| সা | — | প | বাদী | ,, |
| সা | — | ম | সম্বাদী | ,, |
| সা | — | গ | অনুবাদী | ,, |
| সা | — | ঋ, নি আদি, | বিবাদী | ,, |

তারে আঘাত করিলে তাহা কম্পিত হয় এবং সেই কম্পনে বায়ু-সংযোগে তাহাতে তরঙ্গ উত্থিত হইয়া থাকে। এক সময়ে দুইটী সুর বাদিত হইলে, সেই উভয় সুরের উভয়

তরঙ্গের পরস্পর সংমিলনের নৈকট্যই মিষ্টতা এবং দূরতাই কর্কশতার নিদান। নিম্নে তাহা বিশদরূপে লিখিত হইতেছে।—

## সা + সা স্বজাতীয় সংযোগ।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, এক মাত্রা কাল মধ্যে সা এর অনুকম্পন তরঙ্গ যদি ১৬ হয়, তবে তাহার পরবর্ত্তী গ্রামের সা এর অনুকম্পন ৩২ হইবে। সুতরাং নিম্ন সুরের প্রত্যেক তরঙ্গের সহিত উচ্চ সুরের একটী অন্তর তরঙ্গের সংমিলন হইতেছে ; যথা—

নিম্ন সা ১৬ | | | | | | | | ইত্যাদি

উচ্চ সা ৩২ | | | | | | | | | | | | | | | | ইত্যাদি

সুতরাং নিম্ন সুরের ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ইত্যাদির
সহিত উচ্চ সুরের ১ ৩ ৫ ৭ ৯ ১১ তরঙ্গের সংমিলন হইল।

ইহাতে দুইটী অনুকূল তরঙ্গের মধ্যে একটী প্রতিকূল তরঙ্গ রহিয়াছে। স্বজাতীয় ভিন্ন ইহা অপেক্ষা নিকট মিলন ও প্রতিকূল তরঙ্গের অল্পতা অন্য কোন সুরেই হইতে পারে না। এই জন্য, দুইটী স্বজাতীয় সুর একত্র বাদিত হইলে যেন একটী সুর বলিয়া বোধ হয় ও শুনিতে অতি মিষ্ট লাগে। এখন অবশ্যই বুঝা যাইতেছে যে, ঐ উভয় সুরের যতগুলি প্রবাহ কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হয়, তাহাদিগের মধ্যে প্রতিকূল প্রবাহের সংখ্যা অল্প, সুতরাং তাহাই মিষ্টতার কারণ।

## সা + প বাদী সংযোগ।

সা এর অনুকম্পন ১৬, প এর ২৪। সুতরাং সা এর একটীর স্থলে প এর দেড় = ১½ হইবে। অতএব সা এর একটীর পর একটীর ও প এর দুইটীর পর একটীর তরঙ্গগত মিলন হইতেছে ; যথা—

সা ১৬ | | | | | | | | | ইত্যাদি

প ২৪ | | | | | | | | | | | | | ইত্যাদি

ইহাতে সা এর ১ ৩ ৫ ৭ ৯ ইত্যাদির
সহিত প এর ১ ৪ ৭ ১০ ১৩ আদি তরঙ্গের সংমিলন হইল। বাদী

সংযোগে দুইটী অনুকূল তরঙ্গ মধ্যে তিনটী প্রতিকূল তরঙ্গ অবস্থিতি করে। গ্রামের মধ্যে এইরূপ তরঙ্গগত সংমিলনের ঘনিষ্ঠতা, সুর পঞ্চম সম্বন্ধ ভিন্ন অন্য কোন বিজাতীয় সুরের সহিতই সম্ভবে না। ইহাতে বিবাদী তরঙ্গের সংখ্যা, স্বজাতীয় হইতে অধিক হইলেও অন্য বিজাতীয় স্বর হইতে অনেক অল্প। এই জন্য, দুগ্ধের সহিত শর্করা মিশ্রিত হইলে তাহা যেমন একটী অপূর্ব্ব অমৃতাস্বাদে পরিণত হয়, সুর পঞ্চম সংযোগেও সেইরূপ একটী সুমধুর স্বর প্রস্তুত হইয়া থাকে। সুতরাং পঞ্চমই গ্রামের মধ্যে বাদী সুর।

## সা + ম সম্বাদী সংযোগ।

সা এর অনুকম্পন ১৬, ম এর ২১১/৩। অথবা সা ১, ম ১১/৩ সুতরাং সা এর দুইটী এবং ম এর তিনটী অন্তর তরঙ্গগত সংমিলন হইবে। অর্থাৎ—

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সা এর | ১ | ৪ | ৭ | ১০ | ১৩ | ১৬ | ইত্যাদির সহিত |
| ম এর | ১ | ৫ | ৯ | ১৩ | ১৭ | ২১ | ইত্যাদির মিলন হইবে। |

এইরূপ সম্বাদী সংযোগে দুইটী অনুকূল তরঙ্গ মধ্যে ৫টী প্রতিকূল প্রবাহ অবস্থিতি করে। সংযোগ সুরে পঞ্চম ভিন্ন অপর বিজাতীয় স্বর নিচয় হইতে মধ্যমের বিবাদী তরঙ্গ অল্প. এই জন্য মধ্যমই গ্রামের সম্বাদী সুর।

## সা + গ অনুবাদী সংযোগ।

সা এর অনুকম্পন ১৬; গ এর ২০; সুতরাং সা এর তিনটী এবং গ এর চারিটী অন্তর তরঙ্গগত মিলন হইবে।

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| অর্থাৎ সা এর | ১ | ৫ | ৯ | ১৩ | ১৭ | ২১ | ইত্যাদি তরঙ্গের সহিত |
| গ এর | ১ | ৬ | ১১ | ১৬ | ২১ | ২৬ | ইত্যাদির সংমিলন হইবে। |

এইরূপ অনুবাদী সংযোগে দুইটী অনুকূল প্রবাহে সাতটী প্রতিকূল প্রবাহ অবস্থান করে। সুতরাং, এই সংযোগ-স্বর বাদী সম্বাদী ভিন্ন অপরাপর স্বর সংযোগ অপেক্ষা মিষ্ট। অতএব, গান্ধারই গ্রামের অনুবাদী সুর।

## বিবাদী সংযোগ।

সা + ঋ এবং সা + নি ও সা + ধ ; ইহাদিগকে দূরতর বা বিবাদী সংযোগ কহে।

### সা + ঋ।

সা এর অনুকম্পন ১৬, ঋ এর ১৮, সুতরাং

সা এর ১ ৯ ১৭ ইত্যাদির সহিত

ঋ এর ১ ১০ ১৯ ইত্যাদির মিলন হইবে।

এই সা + ঋ সংযোগে দুইটী সমিল তরঙ্গ মধ্যে ১৫টী অমিল তরঙ্গের অবস্থিতি।

### সা + নি।

সা এর অনুকম্পন ১৬ ; নি এর ৩০ ; সুতরাং

সা এর ১ ১৫ ২৯ ইত্যাদির সহিত

নি এর ১ ১৬ ৩১ ইত্যাদির মিলন হইবে।

এইরূপ সা + নি সংযোগে দুইটী অনুকূল তরঙ্গে ২৭টী প্রতিকূল তরঙ্গ অবস্থান করে।

### সা + ধ।

সা এর অনুকম্পন ১৬, ধ এর ২৭ ; সুতরাং

সা এর ১ ২৭ ৫৩ ইত্যাদির সহিত

ধ এর ১ ২৮ ৫৫ ইত্যাদির মিলন হইবে।

এইরূপ সা + ধ সংযোগে দুইটী সমিল তরঙ্গ মধ্যে ৫১টী অমিল তরঙ্গ স্থান

পাইবে। সুতরাং সা + ঋ, সা + নি এবং সা + ঋ এই তিনটী সংযোগে দুই দুইটী অনুকূল তরঙ্গ মধ্যে অধিক সংখ্যক প্রতিকূল তরঙ্গের অবস্থান জন্য সেই স্বর কর্ণ-কুহরকে বিরক্ত করিয়া তুলে। এই জন্য, ঐ সকল সংযোগকে দূরতর বা বিবাদী সংযোগ কহে। ষড়জ ভিন্ন অপরাপর সুরগুলিতেও বাদী, বিবাদী, ইত্যাদি হিসাব খাটিবে।

উপরোক্ত সংযোগ ক্রিয়া দ্বারা বিভিন্ন গ্রামস্থ স্বজাতীয় স্বরের ও নিজ গ্রামস্থ অপর ছয়টী স্বরের যেরূপ নিকট বা দূরতর সম্বন্ধ, তাহা প্রতিপন্ন হইল। এক্ষণে, নিম্নে সংক্ষেপে তাহার একটী তালিকা প্রদত্ত হইতেছে।

| এই স্বরের সহিত | | এই স্বরের | | তরঙ্গগত অন্তরতা। |
|---|---|---|---|---|
| সা | — | সা | — | ১ |
| সা | — | প | — | ২ |
| সা | — | ম | — | ৩ |
| সা | — | গ | — | ৪ |
| সা | — | ঋ | — | ৮ |
| সা | — | নি | — | ১৪ |
| সা | — | ধ | — | ২৬ |

ষড়জের সহিত যে যে স্বরের যত নিকটত্ব বা দূরত্ব সম্বন্ধ, তাহা উপরিস্থ অঙ্কপাত দেখিয়া অনায়াসেই উপলব্ধি হইবে। ফলত, যে সুরগুলির সহিত ষড়জের যত নিকট সম্বন্ধ, সেই সুরগুলি তত অগ্রে মানব-কণ্ঠে স্ফূরিত হয়। একটী অশিক্ষিত বালকের কণ্ঠে অগ্রে ষড়জ, পরে পঞ্চম, তৎপরে মধ্যম ও গান্ধার, অনন্তর ঋষভ, ধৈবত ইত্যাদি সুর বাহির হইয়া থাকে।

## শ্রুতি বিভাগ।

সাতটী প্রাকৃতিক স্বরের গ্রামকে বিশুদ্ধ অথবা প্রকৃত গ্রাম কহে। কিন্তু সাতটী স্বরের ঐরূপ প্রাকৃতিক অনুপাত হইতে বিবিধ রসের বহুবিধ রাগ রাগিণীর মূর্ত্তি গুলি প্রতিফলিত হয় না। এই জন্য, আর্য্য ঋষিগণ ঐ সপ্তস্বর নিচয়ের মধ্যে কোমল তীব্রাদি পাঁচটী অর্দ্ধ স্বর সংযোগ করিয়া বারটী স্বরে একটী বিকৃত গ্রাম স্থির করিলেন। কিন্তু উহাতেও কুলাইল না;—সূক্ষ্মরূপে স্বর প্রবাহের সুসংযোগ সাধিত হইল না। অনন্তর তাঁহারা ঐ গ্রাম দণ্ডকে খণ্ড খণ্ড করিয়া অনুকোমল, মধ্য কোমল, অতি কোমল, তীব্র ও অতি তীব্রাদি বাইশটী সূক্ষ্মতম স্বরে একটী বিস্তৃত গ্রাম কল্পনা করিলেন। ঐ কল্পিত খণ্ড স্বরগুলির নাম শ্রুতি এবং ঐ শ্রুতিময় গ্রামের নাম শ্রৌতিক গ্রাম। শ্রুতি সকল যথাক্রমে ষড়জে ৪, ঋষভে ৩, গান্ধারে ২, মধ্যমে ৪, পঞ্চমে ৪, ধৈবতে ৩ ও নিষাদে ২টী; সর্ব্বশুদ্ধ এই বাইশটী মাত্র।

## শ্রৌতিক গ্রাম।

তীব্রা, কুমুদ্বতী, মন্দা, ছন্দোবতী, দয়াবতী, রঞ্জনী, রতিকা, রৌদ্রী, ক্রোধী, বজ্রিকা, প্রসারিণী, প্রীতি, মার্জনী, ক্ষিতি, রক্তা, সন্দীপনী, আলাপিনী, মদন্তী, রোহিণী, রম্যা, উগ্রা, ক্ষোভিণী

| *সা | ঋ | গ | ম | প | ধ | নি | র্সা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ১৶ | ১। | ১।/৩॥= | ১॥ | ১॥৶ | ১৸৶ | ২ |

এই সকল শ্রুতির ঘর ও ওজন সমস্তই যে এক সমান, তাহা নহে; গণনা দ্বারা তাহা বুঝা যাইতে পারে। সা এর পরিমাণ ১ এবং ঋ এর পরিমাণ ১৶; সুতরাং সা এর অষ্টমাংশ স্বর সংযোগে তবে ঋ হইয়াছে। এখন এককে আট ভাগ করিলে ফল ৶ দুই পণ ( ⅛ ) হইবে। ঐ ৶ পণ ( ⅛ ) কে ষড়জের অন্তর্গত চারি শ্রুতিকে চারি ভাগ করিয়া দিলে এক এক অংশে ৴১০ দশ গণ্ডা ( $\frac{1}{32}$ ) করিয়া প্রত্যেক শ্রুতির মোটামুটি হিসাব হইতেছে।

আবার ঋ এর পরিমাণ ১৶ গ ১।; অতএব, ঋ কে এক কিম্বা সা ধরিয়া লইলে তাহার নবমাংশ স্বর সংযোগে তবে গ হয়। এই জন্য, এখানে তিন শ্রুতি কল্পিত হইয়াছে। যাহা হউক, এখন এককে নয় ভাগ করিলে যথা, /১৫॥২ দন্তি ( ⅑ ) হয়। ইহা ঋষভ-গত তিন শ্রুতিকে বিভাগ করিয়া দিলে এক এক অংশের পরিমাণ ( ১১৮৩⅓ ) দন্তি ( $\frac{1}{27}$ ) করিয়া হইবে।

* এখন হইতে স্বরগুলির নিম্নে উদারা গ্রামসূচক বিন্দু দেওয়া হইবে না। কেননা সা কে যে গ্রাম হইতে ইচ্ছা, এক ধরিয়া হিসাব করিলে নিম্ন গ্রাম তাহার অর্দ্ধ ও উচ্চ গ্রাম দ্বিগুণ পরিমাণবিশিষ্ট হইবে।

পুনঃ গা ১। (১ ১/৪), ম ১।/৬॥= (১ ১/৩); সুতরাং গা কে এক অথবা সা ধরিয়া তাহার পঞ্চদশাংশ সুর সংযোগ করিলে তবে ম হয়; এই জন্য, এখানে দুই শ্রুতি। অনন্তর একেকে পনর ভাগ করিলে ভাগফল যথা;—/১।— (১/১৫) হয়। ইহা গান্ধারগত দুই শ্রুতিকে ভাগ করিয়া দিলে, এক একটীর পরিমাণ ৻১০॥= (১/৩০) হইবে।

মধ্যম ১।/৬॥= (১ ১/৩), পঞ্চম ১॥ (১ ১/২); সুতরাং মধ্যমের অষ্টমাংশ সুর যোগে পঞ্চম হইয়াছে, এবং পঞ্চম ১॥ (১ ১/২). ধৈবত ১॥৴ (১ ২/৩); ইহাও আবার পঞ্চমের অষ্টমাংশ সুর সংযোগে ধৈবত হইতেছে। অতএব ম ও প এই দুইটী সুর ষড়জের ন্যায় অষ্টমাংশ ভাগযুক্ত বলিয়া চারি চারি শ্রুতিবিশিষ্ট হইয়াছে; এবং উহাদিগের প্রত্যেকের পরিমাণও ৻১০ দশ গণ্ডা (১/৩২) করিয়া হইতেছে।

আবার ধৈবত ১॥৴ (১ ২/৩); নিষাদ ১৸৶ (১ ৭/৮), ইহাতেও ঋষভ গান্ধারের ন্যায় ধৈবতের নবমাংশ সুর সংযোগে নিষাদ হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্ব হিসাবমত ধৈবতের এক একটী শ্রুতির পরিমাণ ৻১১৮৩ ১/৩ দন্তি (১/২৭) করিয়া হইতেছে।

অনন্তর নিষাদ ১৸৶ (১ ৭/৮), পরবর্ত্তী গ্রামের সা ২; সুতরাং গান্ধার ও মধ্যমের ন্যায় নিষাদেরও পঞ্চদশাংশ সুর লইয়া তবে পরবর্ত্তী গ্রামের সা হইয়াছে। অতএব ইহাতেও গান্ধারগত হিসাবের ন্যায় নিষাদের এক একটী শ্রুতির পরিমাণ ৻১০॥=(১/৩০) হইতেছে; নিম্নে পরিষ্কাররূপে দেখান হইল;—

| স্বর | স্বরের পরিমাণ | শ্রুতিসংখ্যা | স্বরগত শ্রুতির মোটামুটি হিসাব। | |
|---|---|---|---|---|
| সা | ১ | ৪ | ৻১০ | (১/৩২) |
| ঋ | ১৶ | ৩ | ৻১১৮৩ ১/৩ দন্তী | (১/২৭) |
| গা | ১। | ২ | ৻১০॥= | (১/৩০) |
| ম | ১।/৬॥= | ৪ | ৻১০ | (১/৩২) |
| প | ১॥ | ৪ | ৻১০ | (১/৩২) |
| ধ | ১॥৴ | ৩ | ৻১১৮৩ ১/৩ দন্তী | (১/২৭) |
| নি | ১৸৶ | ২ | ৻১০॥= | (১/৩০) |

এই গণনা দ্বারা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, সমস্ত স্বরগত শ্রুতিগুলির পরিমাণ ঠিক সমান নহে। এই জন্য যদিও শ্রুতিনিচয়ের পরস্পর তরঙ্গগত সংমিলন সম্পূর্ণ সূক্ষ্মরূপে সাধিত হয় না, কিন্তু তাহা বলিয়া ব্যবহার-সঙ্গীতে ইহা অপেক্ষা আরও অধিক পরিমাণে শ্রুতি কখনই চলিতে পারে না। তথাপি আর্য্য ঋষিগণ ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। যত ক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের সেই সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের সহিত বাহ্য বস্তুর সুসংযোগ না হইয়াছে, তত ক্ষণ তাঁহারা চিন্তাশূন্য হইতে পারেন নাই। অতি সূক্ষ্ম শ্রবণ-শক্তির গুণে তাঁহারা শ্রুতিদিগের তরঙ্গগত সামান্য তারতম্য বুঝিতে পারিয়া, তাহা দূর করিবার জন্য, বীণাদি তার-যন্ত্র সৃজন করিলেন। তাহাতে আবশ্যকমত অঙ্গুলি আকর্ষণাদি দ্বারা

তাঁহাদিগের সমস্ত আশাই নিবৃত্তি হইতে লাগিল। শ্রুতিদিগের ঐ সকল সামান্য সংমিলন রক্ষিত হইবে বলিয়াই ভারতবর্ষে সচল সারিকাযুক্ত তার-যন্ত্রের এত বাহুল্য বিস্তার। যে দেশবাসী লোক যত সূক্ষ্ম সুরের পার্থক্য অনুভব করে, সে দেশবাসী লোকের শ্রবণ শক্তি যে তত অধিক ও সূক্ষ্ম, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ভারতে এক এক গ্রামে বাইশটী সুর, ইউরোপাদি দেশে বারটী। ইহাতেই অনুভব করিতে পারেন, কোন্ দেশীয় লোকের শ্রবণ শক্তি কত সূক্ষ্ম বা স্থূল। সেই জন্য বলি, আপনি পুণ্যফলে ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অতএব যদি সুচতুর ও সুরসিক গায়ক অথবা বাদক হইতে ইচ্ছা করেন, তবে পুরাতন ঋষিদিগের প্রদর্শিত শ্রুতিগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। যিনি যতই সুর ঠিক করিতে পারিবেন, তিনি ততই গন্তব্য স্থানের নিকটবর্ত্তী হইবেন। ভারতের সঙ্গীত, নাদ সমুদ্র-মন্থিত অমৃত ভাণ্ড—ইহা হেলায় হারাইবেন না। আপনার প্রতিবাস-মণ্ডলীতে বীণা, বেহালা, সেতার, এসরারাদি বহুবিধ সুমিষ্ট যন্ত্রসকল প্রস্তুত রহিয়াছে; সেই সকল দেশীয় যন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বিজাতীয় গন্ধযুক্ত হারমোনিয়ম, ক্লারিয়নেট, কর্ণেট প্রভৃতি মোটা ও অসম্পূর্ণ সুরের যন্ত্র আলোচনা করিয়া, পূর্ব্ব পুরুষদিগের শত সহস্র বৎসরের অভ্যাস ফলে যে সূক্ষ্ম সুর জ্ঞানের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন, তাহা খোয়াইবেন না। বিজাতীয় যন্ত্রে এমন সূক্ষ্ম সুর নাই যাহা আপনার মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে।

হিন্দু সঙ্গীত যেমন উপাদেয়, তেমনই জটিল, বিস্তৃত ও বিবিধ প্রকৃতিবিশিষ্ট। সহজে ও স্বল্পায়াসে তাহার মর্ম্মোদ্ঘাটন করা নিতান্ত দুরাশা; তথাপি সুচতুর শিক্ষার্থীদিগের অভিধান স্বরূপ ইহার সহিত একটী দ্বাবিংশতি শ্রুতিবিশিষ্ট স্বর-গ্রাম-চিত্র প্রদর্শিত হইল। অভিনিবেশ পূর্ব্বক দৃষ্টি করিলে, উহাতে আবশ্যকমত বিবিধ স্বরজ্ঞান কৌশল উপলব্ধ হইবে। এক এক ঘরে এক একটী করিয়া যে দ্বাবিংশতি শ্রুতি অঙ্কিত হইয়াছে, উহাদের সকলেরই কিছু গ্রামত্ব অর্থাৎ গ্রাম সংস্থাপন ক্ষমতা নাই। হিন্দু সঙ্গীতে ষড়্জ পরিত্যাগ করিয়া কোন রাগ বা গীতাদি হইতে পারে না। সুতরাং যে রূপেই গ্রাম স্থির করুন, ষড়্জকে এক স্থলে রাখিতেই হইবে। তাহা হইলে ষড়্জকে **ঋ গ ম প ধ নি** এই ছয়টী প্রাকৃতিক স্বরে স্থাপন করিয়া ঐ ছয়টী মাত্রই গৌণ-গ্রাম নিষ্পন্ন হইতে পারে। ইহার মধ্যে পঞ্চমের ও মধ্যমের প্রাধান্যই বেশী। অভিনিবেশ পূর্ব্বক চিত্রটী দর্শন করিলে তাহার অর্থ বুঝিতে পারিবেন। ফলে, আপনি পঞ্চমকেই সুর করুন অথবা মধ্যম কিম্বা অতি কোমল নিষাদাদিকেই সুর করুন, শ্রুতি বিভাগগুলি ঠিক করিয়া স্বরদিগের প্রাকৃতিক পর্য্যায় বজায় রাখিবেন, ইহাই শ্রৌতিক-গ্রাম প্রদর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য।

## শ্রৌতিক গ্রাম।

| তীব্রা | কুমুদ্বতী | মন্দা | ছন্দোবতী | দয়াবতী | রঞ্জনী | রক্তিকা | রৌদ্রী | ক্রোধা | বজ্রিকা | প্রসারিণী | প্রীতি | মার্জনী | ক্ষিতি | রক্তা | সন্দীপনী | আলাপিনী | মদন্তী | রোহিণী | রম্যা | উগ্রা | ক্ষোভিণী |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সা | ঋ | ঋ | ঋ | ঋ | গ | গ | গ | গ | ম | ম | ম | ম | প | ধ | ধ | ধ | ধ | নি | নি | নি | নি |
| | সা | | | | ঋ | | | গ | | ম | | | | প | | | | ধ | | | নি |
| নি | | সা | | | | ঋ | | | গ | | ম | | | | প | | | | ধ | | |
| | নি | | সা | | | | ঋ | | | গ | | ম | | | | প | | | | ধ | |
| | | নি | | সা | | | | ঋ | | | গ | | ম | | | | প | | | | ধ |
| ধ | | | নি | | সা | | | | ঋ | | | গ | | ম | | | | প | | | |
| | ধ | | | নি | | সা | | | | ঋ | | | গ | | ম | | | | প | | |
| | | ধ | | | নি | | সা | | | | ঋ | | | গ | | ম | | | | প | |
| | | | ধ | | | নি | | সা | | | | ঋ | | | গ | | ম | | | | প |
| প | | | | ধ | | | নি | | সা | | | | ঋ | | | গ | | ম | | | |
| | প | | | | ধ | | | নি | | সা | | | | ঋ | | | গ | | ম | | |
| | | প | | | | ধ | | | নি | | সা | | | | ঋ | | | গ | | ম | |
| | | | প | | | | প | | | নি | | সা | | | | ঋ | | | গ | | ম |
| ম | | | | প | | | | ধ | | | নি | | সা | | | | ঋ | | | গ | |
| | ম | | | | প | | | | ধ | | | নি | | সা | | | | ঋ | | | গ |
| গ | | ম | | | | প | | | | ধ | | | নি | | সা | | | | ঋ | | |
| | গ | | ম | | | | প | | | | ধ | | | নি | | সা | | | | ঋ | |
| | | গ | | ম | | | | প | | | | ধ | | | নি | | সা | | | | ঋ |
| ঋ | | | গ | | ম | | | | প | | | | ধ | | | নি | | সা | | | |
| | ঋ | | | গ | | ম | | | | প | | | | ধ | | | নি | | সা | | |
| | | ঋ | | | গ | | ম | | | | প | | | | প | | | নি | | সা | |
| | | | ঋ | | | গ | | ম | | | | প | | | | ধ | | | নি | | সা |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| নি | ... | উগ্রা | ... | ১⅞ | ... | ১৮৶ |
| নি (কোমল) | ... | ক্ষোভিনী | ... | ১২২৳ | ... | ১৮৶৭॥ |

## গ্রাম ও জাতি বিবরণ।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, গ্রাম অর্থে আদি স্বর ষড়জের ওজন অর্থাৎ সুর। সেই সুরটী ষড়জ, ঋষভ, গান্ধারাদি সপ্ত সুরে পরিণত হইয়া সাতটী গ্রাম গঠিত হইয়াছে। অঙ্কিত শ্রৌতিক গ্রাম দর্শনেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ষড়জকে গ্রামের মধ্যে রাখিতে গেলে, একটী প্রকৃত ও ছয়টী বিকৃত এই সাতটী গ্রাম ভিন্ন অপর কোন গ্রামেই স্বরদিগের শ্রুতিগত পরিমাণ ও বিশুদ্ধতা রক্ষিত হয় না। সুতরাং ঐ সপ্ত গ্রামই শুদ্ধ ও সহজ; কিন্তু ইহা ভিন্ন মানবের বুদ্ধি-প্রসূত বহুবিধ বিকৃত গ্রামও ব্যবহার হইয়া থাকে। ফল হৃদয়োত্থিত স্বয়ম্ভু রাগ রাগিণীগুলি বোধ হয় ঐ সপ্ত গ্রামেই প্রকাশিত হইয়াছিল। কেননা যখন কোন ব্যক্তি হর্ষ বিষাদাদি রসে বিমোহিত ও আত্মহারা হইয়া ক্রন্দন বা সঙ্গীতরূপে মনোভাব প্রকাশ করিতে হৃদয় খুলিয়া দেয়, তখন বুদ্ধি বিবেচনাদি কোন চাতুর্য্যই সেখানে স্থান প্রাপ্ত হয় না। তখন যাহা সহজ ও ঈশ্বরানুমোদিত, তাহাই কেবল অভ্রান্ত-রূপে অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। ব্যবহারেও দেখা যায় যে, ঐ সহজ সপ্ত গ্রামে যে সকল রাগ রাগিণী গীত হয়, তাহা স্বভাবতই মিষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী; এবং বিবিধ বিকৃত সুর-যোগে গঠিত হইলেও ঐ কয়টী গ্রামের সুর সহজেই মনুষ্য-কণ্ঠে প্রকাশ পাইয়া থাকে। আবার সঙ্গীত-সংসারে ঐ কয়টী জাতীয় রাগের সংখ্যাই অধিক; সুতরাং ঐ সপ্ত গ্রামই শুদ্ধ ও সহজ।

এক্ষণে ঐ সাতটী গ্রামের আভ্যন্তরিক সংস্থান অর্থাৎ প্রকৃত ও বিকৃত সুর-নিচয় কিরূপ পরিমাণ প্রাপ্ত হইলে প্রত্যেক গ্রামে সুরগুলির প্রাকৃতিক অনুপাত সুরক্ষিত হয়, নিম্নে যথাক্রমে তাহা লিখিত হইতেছে। বলা বাহুল্য যে, স্বরদিগের প্রাকৃতিক সংস্থানই শুদ্ধ, সহজ ও মিষ্টতার এক মাত্র নিদান।—

ষড়জ ঋষভাদি সপ্ত স্বরের সপ্ত গ্রাম বা ঠাট যাহা প্রদর্শিত হইবে, উহাদিগকে এক একটী জাতিও বলা যাইতে পারে। কেননা স্ব স্ব জাতীয় প্রত্যেক রাগই স্ব স্ব গ্রামগত একই পরিমিত নির্দ্দিষ্ট সুরে বাদিত হইবে। ইহার ব্যতিচার হইলে সুরগুলির অযথা সংস্থানে রাগ অশুদ্ধ হইবে; সুতরাং ষড়জ গ্রামে যে সকল রাগ গীত হয়, তাহা ষড়জ জাতীয়, ঋষভ গ্রামে যাহা গীত হয়, তাহা ঋষভ জাতীয় ইত্যাদি। এই রূপ সপ্ত গ্রামে সপ্ত জাতীয় রাগ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

# সপ্ত গ্রাম সংস্থান। *

## ষড়জ বা প্রকৃত গ্রাম।

এই গ্রামে ষড়জ, নিজ স্থানে থাকিয়া গ্রাম পূর্ণ করিয়াছে ; সুতরাং ষড়জই ইহার সুর ও ইহার সমস্ত সুরই প্রকৃত। এই প্রকৃত ঠাটে যে যে রাগ গীত হইবে তাহারা ষড়জ জাতীয় রাগ বলিয়া গণ্য ; যথা—

### আলেয়া জাতীয় প্রকৃত ঠাট।

| ১ | ১৵৺ | ৵১। | ১।/৩৷৷— | ১৷৷ | ১৷৷৶ | ১৷৵ | ২ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সা | ঋ | গ | ম | প | ধ | নি | সাঁ |

## ঋষভ গ্রাম।

এই গ্রামে ষড়জ, ঋষভ রূপে পরিণত হইয়া গ্রাম পূর্ণ করিয়াছে ; অতএব অতি কোমল নিষাদ ইহার সুর। এই ঠাটে যে যে রাগ অনুষ্ঠিত হয়, তাহারা ঋষভ জাতীয় রাগ বলিয়া কথিত ; যথা—

### সিন্ধু জাতীয় ঠাট।

| ১ | ১/১৫৷৷ | ১৵১৯। | ১।/৩৷৷— | ১৷৷ | ১৷৷৵১৩'— | ১৷৮৷ | ২ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সা | ঋ | গ | ম | প | ধ | নি | সাঁ |

## গান্ধার গ্রাম।

ইহাতে ষড়জ, গান্ধার রূপে পরিণত হইয়া গ্রাম সংস্থান করিয়াছে ; অতএব মধ্য কোমল ধৈবত ইহার সুর। এই গ্রামে যে যে রাগ রাগিণী গীত হয়, তাহারা গান্ধার জাতীয় রাগ বলিয়া বিশেষিত ; যথা—

### ভৈরবী জাতীয় ঠাট।

| ১ | ১/১।— | ১৶৪ | ১।/১২ | ১৷৷ | ১৷৷/১২ | ১৷১৬ | ২ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সা | ঋ | গ | ম | প | ধ | নি | সাঁ |

---

* সপ্ত গ্রামের মধ্যে প্রকৃত গ্রাম ভিন্ন, অপর ছয়টী বিকৃত গ্রামস্থ সুরের সূক্ষ্মতম অঙ্কগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছে ; তবে যে কৌতূহলী পাঠক ঐ সুর নিচয়ের পঞ্চমত্ব সম্বন্ধ গণনা দ্বারা বুঝিতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি যেন শ্রুতিসমূহের অন্তর্গত হিসাবের তালিকা হইতে অঙ্কগুলি ঠিক করিয়া লন। ভগ্নাংশে দেখিতে হইলে, তাহাও ঐ তালিকা মধ্যে দেখিতে পাইবেন।

## মধ্যম গ্রাম।

ইহাতে ষড়জ, মধ্যম রূপে প্রকাশিত হইয়া গ্রাম গঠন করিয়াছে; সুতরাং পঞ্চম ইহার সুর। এই গ্রামস্থ যাবতীয় রাগই মধ্যমজাতীয় বলিয়া গণ্য; যথা—

### ইমন্ জাতীয় ঠাট।

| ১ | ১৶ | ১.৫ | ১৷৶/১০ | ১৷৷ | ১৷৷৵ | ১৸৶ | ২ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সা | ঋ | গ | র্ম | প | ধ | নি | র্সা |

## পঞ্চম গ্রাম।

ষড়জ, পঞ্চম রূপে পরিণত হইয়া এই গ্রাম পত্তন করিয়াছে; সুতরাং মধ্যম ইহার সুর। এই গ্রামে যে যে রাগ গীত হয়, তাহারা পঞ্চমজাতীয় বলিয়া অভিহিত; যথা—

### ঝিঝিট জাতীয় ঠাট।

| ১ | ১৶ | ১৷ | ১৷/৬৷৷— | ১৷৷ | ১৷৷৶/১৩৷— | ১৸৮৲ | ২ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সা | ঋ | গ | ম | প | ধ | নি | র্সা |

## ধৈবত গ্রাম।

এই ঠাটে ষড়জ, ধৈবত রূপে পরিণত হইয়া গ্রাম গঠন করিয়াছে; অতএব অতি কোমল গান্ধার ইহার সুর। এই গ্রামে যে সকল রাগ গীত হয়, তাহারা ধৈবত জাতি মধ্যে গণ্য; যথা—

### কানাড়া জাতীয় ঠাট।

| ১ | ১/১৫৷৷ | ১৶/১৯৷ | ১৷/৬৷৷— | ১৷৵/১৪ | ১৷৷/৫৷৷ | ১৸৮৲ | ২ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সা | ঋ | গ | ম | প | ধ | নি | র্সা |

## নিষাদ গ্রাম।

ইহাতে ষড়জ, নিষাদ ভাবাপন্ন হইয়া গ্রাম গঠন করিয়াছে; সুতরাং মধ্য কোমল ঋষভ ইহার সুর। এই ঠাটে যে যে রাগ গীত হয়, তাহারা নিষাদ জাতি মধ্যে পরিগণিত; যথা—

| ১ | ১৴১৷— | ১৵/৪ | ১৷/৬৷৷— | ১৷৶/১৫ | ১৷৷/১২ | ১৸১৬ | ২ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সা | ঋ | গ | ম | র্ম | ধ | নি | র্সা |

নিষাদ জাতীয় কোন রাগের সচরাচর ব্যবহার দেখা যায় না; এই জন্য ইহা কোন্ জাতীয় রাগ, তাহা লিখিত হইল না।

উল্লিখিত গৌণ গ্রামগুলিতে অনুকোমল, কোমল এবং অনুতীব্র প্রভৃতি স্বরাদি যে সকল চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা সমস্তই যে অঙ্কপাতের সহিত সুসমানে মিলিয়া গিয়াছে, এমনও নহে। তবে যে অঙ্কগুলি যে স্বরের অব্যবহিত নিকটবর্ত্তী, সেখানে সেই চিহ্নই ব্যবহৃত হইয়াছে; কিন্তু যাঁহাদিগের স্বর বোধ আছে, তাঁহারা ষড়জকে ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম ও পঞ্চমাদি স্বরে পরিণত করিয়া, সেই হিসাবে আর আর স্বরগুলিকে প্রাকৃতিক অনুপাতে স্থাপন পূর্ব্বক, ঘাট বাঁধিয়া লইবেন। তাহা হইলে গৌণ গ্রামগুলি অপেক্ষাকৃত ঠিক হইতে পারে; নচেৎ অঙ্কপাত দেখিয়া স্বর স্থির করিতে গেলে, নিশ্চয়ই বিড়ম্বিত হইতে হইবে। উহা কেবল স্বরদিগের পরিমাণ বুঝাইবার জন্য; শুদ্ধ শ্রবণেন্দ্রিয়ই স্বরের শুদ্ধতা ও পূর্ণতা অনুভবের এক মাত্র যন্ত্র। ফল, যন্ত্র অথবা কণ্ঠ পথে প্রাকৃতিক স্বরনিচয়ের পূর্ণ ক্ষেত্রে উপনীত হওয়া, মনুষ্যের একান্তই সাধ্যাতীত। কোন্ ব্যক্তি কয় দিবসের পরিশ্রমে ঐ সকল নিত্য নবনীততুল্য স্বরগুলির নির্ম্মলতা সাধনে কৃতার্থ হইয়া, স্বর ব্রহ্ম, এই মহান্ বাক্যের সত্যতা সপ্রমাণ করিবে! তবে তাঁহার কৃপা হইলে কি না হয়। এই জন্যই ত বিশ্বাস যে, দেব-প্রসাদ-বল, অথবা জন্মান্তরের সাধনা ভিন্ন, শুদ্ধ অভ্যাস ও যত্নে সপ্ত স্বরের পর্ণ-জ্ঞান লাভ করা মনুষ্যের একান্তই সাধ্যাতীত।